জাতীয় সাহিত্য সংস্করণ জ্যৈষ্ঠ ১৯৫৯

প্রকাশক

জাতীয় সাহিত্য পরিষদ

১৪ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট

কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রচ্ছদ—প্রবীর সেন

মুদ্রক

ডি, এম প্রিন্টিং ওয়ার্কস

৪০ শ্রীগোপাল মল্লিক লেন

কলিকাতা ৭০০০১২

শ্রদ্ধেয় চিত্ত চৌধুরীকে

জবাবদিহি

এই নাটকে সত্যকে বিকৃত করা হয়েছে এই ধরনের অভিযোগ শুনেছি ; বেচারা খনিমালিকদের নাকি অযথা কলঙ্ককালিমায় কালো করে দেখানো হয়েছে। চিনাকুড়ি, বড়াধেমো, দামুরিয়া, কোলক্রকের পর এ অভিযোগের জবাব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।

যাঁরা এ নাটক অভিনয় করতে চান তাঁদের জেনে রাখা ভাল—মিনার্ভায় এ নাটক প্রয়োগকালে দ্বিতীয় দৃশ্যটি সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছিল।

ধন্যবাদ জানাতে বসে দেখছি যতজনের কাছে আমি ঋণী তাঁদের সবার নাম উল্লেখ করতে গেলে আমার নিজের নামটাই যাবে কোথায় হারিয়ে, এবং যেহেতু লেখকরা দাম্ভিক—অপটু লেখকরা আরো বেশি দাম্ভিক—তাই কয়েকটি মাত্র নাম এখানে লিপিবদ্ধ করে নিজের মৌরসীপাট্টা কায়েম করলাম।

ধন্যবাদ জানাই শ্রীতাপস সেনকে এ নাটকের বীজ থেকে মহীরুহ পর্যন্ত যাঁর অক্লান্ত সহযোগিতা পেয়েছি ; নাট্যকার শ্রীউমানাথ ভট্টাচার্যকে এবং শ্রীপূর্ণেন্দু মল্লিককে ; শ্রীকমল মুখোপাধ্যায়কে যাঁর মাথায় প্রথম খেলে যায় বিজলির মতন এক আইডিয়া ; শ্রীমতি দেবিকা গুহ এবং শ্রীসুকোমল গুহকে যাঁদের আতিথ্যে এ নাটকের মালমসলা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় ; লিট্‌ল্ থিয়েটার গ্রুপকে, মিনার্ভার প্রতিটি কুশলীকে, গ্রুপের সভাপতি চিত্র চৌধুরীকে যিনি এ নাটককে মঞ্চে রূপায়িত করে তোলার প্রধান ঋত্বিক "কালো হীরে" নাম বদলে "অঙ্গার" নামকরণ করে যিনি নাটকের অন্তর্নিহিত অর্থটিকে নাট্যকারের কাছে স্পষ্ট করে তুলেছেন।

উৎপল দত্ত

প্রথম অভিনয় :—মিনার্ভা থিয়েটার

৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫৯।

॥ পরিচালনা—লেখক ॥

॥ সুর—পণ্ডিত রবিশঙ্কর ॥ ॥ লোক সংগীত—নির্মল চৌধুরী ॥

॥ উপদেষ্টা—তাপস সেন ॥ ॥ দৃশ্যসজ্জা—নির্মল গুহরায় ॥

কুশলীবৃন্দ

॥ বিনু—শট্‌ফায়ারার—শ্যামল সেন ॥

॥ বিনুর মা—শোভা সেন ॥

॥ সুনন্দা—বিনুর বোন—সুমিতা দাসগুপ্ত ॥

॥ দীননাথ—শট্‌ফায়ারার—সুনীল রায় ॥

॥ হাফিজ—শট্‌ফায়ারার—নিমাই ঘোষ ॥

॥ রূপা—একটি স্বপ্নদেখা মেয়ে—নিলীমা দাস ॥

॥ যজ্ঞেশ্বর—টাইমকীপার—উমানাথ ভট্টাচার্য ॥

॥ শম্ভুনাথ—জনৈক জোতদার—হৃষিকেষ চক্রবর্তী ॥

॥ সনাতন—একজন ভূতপূর্ব লোক—রবি ঘোষ ॥

॥ আরিফ—মালকাটা—সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

॥ মোস্তাক—মালকটা, তবে কাজে যায় না —কমল মুখোঃ ॥

॥ রমজান—মালকাটা—দীপেশ সেন ॥

॥ জয়নুদ্দি—মালকাটা, কাবুলিদের শিকার—তোলা দত্ত ॥

॥ হরিদাস—ট্র্যামার—পূর্ণেন্দু মল্লিক ॥

॥ মহাবীর সিং—সুবাদার, ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড—তরুণ মিত্র ॥

॥ গফুর—সেপাই, ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড—উৎপল দত্ত ॥

॥ চিত্রকূট—সেপাই, ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড—বীরেশ্বর সরখেল ॥

॥ কুদরৎ—ইউনিয়নের সম্পাদক—বিধান মুখোপাধ্যায় ॥

॥ জলু—মালকাটা—ইন্দ্রজিৎ সেনগুপ্ত ॥

॥ দয়াল—মালকাটা, অথচ গান করে—নির্মল চৌধুরী ॥

॥ হৃষিকেশ—মালকাটা—সমর নাগ ॥

॥ জনার্দন—মালকাটা—দেবেশ চক্রবর্ত্তী ॥

॥ কানাই—মালকাটা—যোগেশ জোয়ারদার ॥

॥ কাবুলিওয়ালা—কৃষ কুমার ॥

॥ রুক্‌মি—কামিন—মায়া চক্রবর্ত্তী ॥

॥ লক্ষ্মী—হরিদাসের বউ—শঙ্করী মৈত্র ॥

॥ মিঃ ওয়েবষ্টার—ম্যানেজার—ডীন গ্যাসপার ॥

॥ মিষ্টার দত্ত—এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার—প্রিয়রঞ্জন দাসগুপ্ত ॥

॥ রেসকিউ ক্যাপ্টেন—অরুণ রায় ॥

॥ মোস্তাকের বাপ—সমরেশ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

॥ জয়নুদ্দির মা—সুলেখা ভট্টাচার্য্য ॥

॥ স্থাপার—মৃণাল ঘোষ ॥

॥ শ্রমিকরা—প্রলয় বসু ॥ তিনু ঘোষ ॥ পরেশ গোস্বামী ॥

॥ স্বপন দত্ত ॥ অরবিন্দ চক্রবর্তী ॥ অজিত ঘোষ ॥

॥ মনোজ বিশ্বাস ॥ শিলাজ মল্লিক ॥ রজত আইন ॥

॥ সৌরেন্দ্র রায় ও আরো অনেকে ॥

কুশলীবৃন্দ

গোপাল রায়গুপ্ত, রবিন দাস, বাবুলাল ঘোষ, তপন সেন, অমর ভট্টাচার্য, কানাই দাস, হরিপদ দাস, গৌর গোস্বামী, প্রভাত দত্ত, শ্রীপতি, অশ্বিনী প্রামানিক, সুধীর রায়, সুকুমার চক্রবর্তী, নিমাই নন্দী, কালিপদ দাস, অমর বোস, কালাচাঁদ সোম, কালিপদ দাস (২), রঘুনাথ রায়, রেণুপদ চিত্রকর, রঙ্গলাল শর্মা, নলিনী দে, সুজিৎ দাস, বিশ্বনাথ দাস, গৌর দাস, অমল মজুমদার, রবিন পাল, অমল লাহিড়ী।

অঙ্গার

।। প্রথম দৃশ্য ।।

[শেল্‌ডন কোলিয়ারি প্রদত্ত শ্রমিক-কর্মচারীর বাসগৃহগুলির কোনো স্বকীয়তা নেই ; তারা সারবন্দী সৈনিকের মতন বৈশিষ্ট্যহীন, ক্লান্ত, বৃদ্ধ। তারই দুটি দেখা যাচ্ছে পাশাপাশি। দেওয়ালের ওপর বৃহৎ আল্‌কাত্‌রার হরফ—D-127 এবং D-128। ১২৭ নম্বরের সামনে গোটা দুই ফুলের টব, দুই বাড়ীর একই উঠোন। পেছনে দূরে রোপ ওয়ের টবগুলি যাচ্ছে আর আসছে। চাঁদের আলো। ১২৭-এর দরজা খুলে বেরিয়ে আসে রূপা। চাঁদের আলোয় উঠোনে এসে দাঁড়ায় সে। মুগ্ধ দৃষ্টি।]

(বাইরে একটা হট্টগোল শোনা যায়—"চোর"—"মারো শালাকে" "কোথায় গেল ?"—ছুটে ঢোকে আবছা ছায়ামূর্তি ; গুঁড়ি মেরে, বসে পড়ে দরজার পাশে। টর্চ হাতে দুই ওয়ার্ডার—আলো দুটো নাচতে নাচতে খুঁজতে থাকে পলাতককে—পলকে আলোর শিখায় ধরা পড়ে চোর —দুজনে তাকে ধরে—আলো ফেলে মুখে।)

ওয়ার্ডার ১ ।। ক্লিনিং প্ল্যাণ্টের কাছে কি করছিলি ?

২ ।। কে তুই ?

লোক ।। আমি কিছু নিইনি বাবু, দুটো কয়লা—গাদা থেকে দুটো কয়লা—

(হাত মেলে ধরে—টর্চের আলোয় দেখা যায় নাতি বৃহৎ একখণ্ড কয়লা)

১ ॥ কোথায় থাকিস ?

লোক ॥ রেল লাইনের ওধারে।

২ ॥ রোজ রাতে চুরি করে।

লোক ॥ গাদা থেকে ছুটো কয়লা—বড় শীত—

১ ॥ বার করছি শীত।

২ ॥ Let us hand him over to the police !

১ ॥ আগে একটু ওষুধ দিয়ে নিই, তারপর—

লোক ॥ বাবু, বড় শীত—ছুটো কয়লা—গাদা থেকে ছুটো কয়লা---

(হিঁচড়ে নিয়ে যায় চোরকে। মা বেরোন ১২৮-এর দরজা খুলে ; রূপা ১২৭-এর।)

রূপা ॥ কয়লা চুরি করেছিল।

মা ॥ শীতের রাতে—কয়লার দেশ এটা—অমন ক'রে মারে ?

(নেপথ্যে যজ্ঞেশ্বর : রূপা—!)

রূপা ॥ বাবা ! ঘুমোয় না মোটে !

যজ্ঞ ॥ ঐ হারামজাদির জালায় আমি কাশীবাসী হবো। রূপা—

(রূপা পালায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বীরু, হাফিজ এবং দীননাথ প্রবেশ করে। বিরু সোজা গিয়ে বাল্‌ব্‌ লাগাতে থাকে)

মা ॥ এত দেরি কেন, বিরু ?

বিরু ॥ (থমথমে ভাব) বাল্‌ব্‌ কিনছিলাম।

(আলো জলে ওঠে ; তিন জন চুপ করে মাথা নীচু করে বসে থাকে)

মা ॥ কি হয়েছে রে ?

হাফিজ ॥ বিরু, তুই শেষে এই করলি ?

বিনু ॥ কী জানি কেন—হঠাৎ—আশ্চর্য !

দীনু ॥ এতদিন ধরে শেখাচ্ছি—আর আজ হাত থেকে তার ছুটে যায় ?

বিনু ॥ পিছলে গেল। (নীরবতা) উঃ, তারপরের কটা মিনিট—মনে হোলো, কে সাঁড়াশি দিয়ে গলা টিপে ধরেছে—এগিয়ে গিয়ে তারটা খুলে দেবো, তার শক্তি নেই—একটা দুঃস্বপ্ন !

মা ॥ কিরে ?

হাফিজ ॥ কিছু না, মা।

দীনু ॥ তোমার ঐ গুণধর ছেলে সাবাড় হচ্ছিল, বারুদে তার লাগাতে হাত নাকি পিছলে গেল !

(সভয়ে মা বিনুর কাছে আসেন)

মা ॥ বিনু, লাগেনি তো ?

বিনু ॥ (হেসে) লাগলে আর এখানে বসে—! দীনুদার মাথা ঠাণ্ডা ; তাই বেঁচে গেলাম। তার খুলে দিল, সঙ্গে সঙ্গে আমায় এক চড়। আমার তখন পা দুটো ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে, ঘামে জামাটা গায়ের সঙ্গে লেগে গেছে !

(মা বিনুর গায়ে মাথায় হাত বুলোতে থাকেন)

দীনু ॥ এবার চড় খেয়েছিস ; এর পরের বার সোজা পটল তুলবি, বুঝলি ?

হাফিজ ॥ সাবধানে কাজ করতে হয় বিনোদ। শুধু তো তোমার জান নয়, খাদের তিন শ' সাড়ে তিন শ' লোকের জান শট ফায়ারারের হাতের মুঠোয়।

মা ॥ সে কি ? তুই—তোর কি—মানে—এমন বিপদ—

বিনু ॥ না, না, হাত স্লিপ করেছিল, তারে টান পড়ে—ও আর হবে না। জল খাওয়াও দিকি। মা, দীনুদার খিদে পেয়েছে।

দীনু ॥ পাবে না ? তোর মতন এপ্রেন্টিস আর চাড্ডি থাকলে অনাহারে মরব !

মা ।। (হেসে) তুমি বুঝি আবার বিনুকে কাজ শেখাচ্ছিলে ?

দীনু ।। নইলে হতভাগা আজ পৃথিবীর ভার লাঘব করে বিদায় হোতো। আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচতাম।

(মা ভেতরে চলে যান)

তাড়াতাড়ি এনো, আমার নাইট শিফট আছে। (নীরবতা)

বিনু ।। ভেবো না, দীনুদা, আমি—

দীনু ।। (চীৎকার করে) না ! ভাবব না ! তুই তো বেটা ম'রে খালাস ! আমার হাতে পড়বে হাতকড়ি ! তোর মা কোম্পানীর ঘাড় ভেঙে ক্ষতিপূরণ পাবে, আমার ব্রাহ্মণী পথে দাঁড়াবে। উল্লুক কাঁহাকা।

বিনু ।। সারাদিন আমাকে শেখালে ; সারারাত নিজে কাজ করবে ! এমন করলে শরীর টিকবে ?

দীনু ।। যা, যা, আর জ্যাঠামো করতে হবে না, চাষা কোথাকার ! বল্ দেখি ছটা ইউনিস্যাক্স্ কার্ট্রিজ পুরেছিস, কদ্দূর পিছু হটবি ?

বিনু ।। ইউনিস্যাক্স্ ? পনেরো গজ।

দীনু ।। Accidentally লেগে গেছে জবাবটা। ও কিছু নয়। ইউনিস্যাক্সের কমপাউণ্ড বল্ ?

বিনু ।। নাইট্রোগ্লিসারিন, এমোনিয়াম সাল্ফেট আর- - - -আর - - -

দীনু ।। হয়ে গেল। আমার হয়ে গেল। পাজি, নচ্ছার, দুহপ্তা বাদে তোমার পরীক্ষা, আর পাড়া বেরিয়ে প্রেম করছ ?

বিনু ।। (হেসে) মানে ?

দীনু ।। তুমি ওড়ো ডালে ডালে, আমি যাই পাতায় পাতায়। ডুবে ডুবে কদিন আর জল খাবে ?

বিনু ।। মাথা খারাপ নাকি ? মা, সাবানটা কোথায় গেল ?

দীনু ॥ শঃ, কোতোবাবুর পমেটম চাই। সাবান।

(নেপথ্যে মা : কলতলায় রে। তুমি ফেলে এসেছে।)

দীনু ॥ সোনার টোপর মাথায় প'রে কোন্ ছাদনা তলায় যাবে চাঁদ ?

বিনু ॥ দয়াল আনবে আজ। গান হবে।

দীনু ॥ গান! ডুহপ্পা বাদে তোর জীবন-মরণ এসপার-ওসপার! আর তুই...তুই মাইকেল বনাবি ?

(বিনু চলে যায়। দীননাথের কথার শেষ নেই)

ঐ প্রেম—প্রেম নাতু—নাতু ভাব দেখলেই ইচ্ছে করে এক থাপ্পড় কষাই। বাঙলা দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছে প্রেম। করে কী করে বুঝি না। রূপা, আমি তোমায় ভালবাসি। ইতর কোথাকার!

(মা এসে দু'থালা ভাত রাখেন।)

মা ॥ খাও, বাবা, হাত ধুয়ে এসো।

দীনু ॥ ধুয়েছি। ছেলেটাকে যা বানাচ্ছ না, কপালে দুঃখ আছে। শালার পরীক্ষা আরম্ভ হচ্ছে বাইশ তারিখ, দয়াল বাউণ্ডুলের ধুয়া ধরছেন। পরীক্ষা আরো এগিয়ে আসুক, ব্যাটা ছোট্টু খাঁর কাছে নাড়া বাঁধবে।

মা ॥ তুমি তো রয়েছো। শিখিয়ে নিও।

দীনু ॥ কী শেখাব ? শেখাবটা কী ? ইউনিভার্স কার্টিজের কম্পাউণ্ড জিগ্যেস করলাম—দুটো মাত্র আইটেম বলে তোৎলাতে লাগল! তা-ও আইটেমের সঙ্গে এমাউন্ট বলবিতো ; নাইট্রো ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ পার্সেণ্ট, এমোনিয়া…

(বিনু তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ফিরে আসে)

বিনু ॥ অত কথা বলে না। বদহজম হবে।

দীপু ॥ উঃ। যদি তোর বাপ হতাম, এই মুহূর্তে কানটা ছিঁড়ে নিতাম।

(মা জিভ্ কেটে উঠে পড়েন)

মা॥ তোমার মুখে কিছুই আটকায় না, না দীপু ?

(মা চলে যান)

দীপু ॥ তোমার ঐ লাভার—লাভার ভাব আমি ঠাণ্ডা করে দেব।

বিশু ॥ (ভাত ভেঙে) কী যে বলো', বুঝি না। লাভার—লাভার ভাব আবার কোথায় দেখলে ?

দীপু ॥ ওরে পাঁঠা ! তোর ধারণা তুই বেজায় বুদ্ধিমান, না ? ও বাড়ির রূপার সঙ্গে তোর কি সম্বন্ধ, বল্। যদি বুকের পাটা থাকে তো বল্ ?

বিশু ॥ রূপার সঙ্গে ?

দীপু ॥ (চেঁচিয়ে) হাঁ', রূপা ! রূপার সঙ্গে তোর লভ্ হয়নি ?

বিশু ॥ আস্তে ! শুনতে পাবে !

দীপু ॥ (আরো চেঁচিয়ে) তুই স্বীকার করবি কিনা ?

বিশু ॥ আঃ দা ! কী স্বীকার করব ?

দীপু ॥ যে, রূপার সঙ্গে তোর লভ্ হয়েছে !

বিশু ॥ তোমার মাথা নিশ্চয়ই খারাপ হয়েছে !

দীপু ॥ তুই স্বীকার করবি নি বিশু ?

বিশু ॥ মিথ্যে কথা স্বীকার করব ?

দীপু ॥ ছুটি পেলেই তোরা ঘুচুর-ঘুচুর করে লভ্‌টক্ করিস না' ?

বিশু ॥ রূপার গোলাপ ফুল নিয়ে ছুটো কথা…

দীপু ॥ ঐ একই কথা। গোলাপ ফুলই লভ্। গোলাপ ফুলে আরম্ভ, এপ্রিল ফুলে শেষ।

বিনু ॥ যত সব কুচুটেপনা।

দীনু ॥ রূপার সঙ্গে তোর লভ্ হয়েছে।

(মা আসেন দুটো বাটি নিয়ে)

মা ॥ খেতে বসেও ঝগড়া করবি, দুভায়ে ?

দীনু ॥ ঐ হতভাগার লভ্ হয়েছে রূপার সঙ্গে। স্বীকার করবে না।

(বিনোদ ইঙ্গিতে দীননাথকে নিবৃত্ত করার প্রয়াসে ব্যর্থ হয় ;
মা শঙ্কিত দৃষ্টি তোলেন)

মা ॥ লভ্ মানে ?

দীনু ॥ লভ্ মানে লোকসান।

বিনু ॥ তরকারিটা বেশ হয়েছে।

দীনু ॥ ওসব বলে কাটস্ত বোমা থামা চাপা দিতে পারবে না ! রূপার সঙ্গে ঐ ছোঁড়া প্রেম করছে।

মা ॥ (কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ স্পষ্ট) তার মানে ? সত্যি ?

বিনু ॥ দোৎ, বাজে কথা। দীনু দা, তুমি একটা মাল।

দীনু ॥ তুই অকালকুষ্মাণ্ড ! তুই শয়তান। তুই ফিরিঙ্গি, ট্যাঁশ, খ্রীষ্টান। নিজের বিয়ের ঘটকালি করিস ! তুই বদমাইস, তুই লাভার ! (বিনু উঠে পড়ে, প্রায় ছুটে সে মুখ ধুতে চলে যায়) দুটিতে বেশ মানায়।

মা ॥ কি বললে ?

দীনু ॥ ঐ বিনু আর রূপা। বিয়ে দিয়ে দাও গো, মা ! নাতির মুখ দেখে স্বর্গে যেও। দেখি, ওর বাটিটা। তরকারিতো প্রায় সবটাই রয়েছে। চাষাটা খেতেও জানে না।

মা ॥ আর ভাত দেবো ?

দীনু ॥ না, না, ঘুম পাবে। আজ খাদের যা অবস্থা। ঘুম পেলে আর সূর্যির মুখ দেখতে হবে না।

মা ॥ (শঙ্কাতুর কণ্ঠে) খাদের···খাদের কী অবস্থা, দীনু ?

দীনু ॥ গ্যাস জমেছে। মেথেন গ্যাস। শালার ব্যাটা শালা কোম্পানি ক্যানগুলো মেরামত করবে না। গ্যাস জমছে আর জমছে।

মা ॥ সে জন্যে···মানে···লোক মরতে পারে ?

দীনু ॥ সেবার। বাত্তি দেখে বুঝতে হয় গ্যাস আছে কিনা। কোনো মিটার কিনবে না শালা ফিরিঙ্গি কঞ্জুসের বাচ্চারা।

মা ॥ বাত্তি দেখে কী ক'রে বুঝিস ?

দীনু ॥ চোখ লাগে। তৈরী চোখ। নীলচে একরকম আভা বেরোয়। দাও, বরং আর দুটি ভাতই দাও। খিদে ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে।

মা ॥ (ভাত দিতে দিতে) দীনু !

দীনু ॥ কী ?

মা ॥ না, কিছু না।

দীনু ॥ অ্যাবা গঙ্গারাম হয়ে থেকো না ; ঝেড়ে কাশো।

মা ॥ না, বলছিলাম, বিনু কাজকর্ম কেমন শিখছে ?

দীনু ॥ ও, ভয় পেয়েছো, না ? বলছি শোনো। ও শালা আবার ধারে কাছে আড্ডি পেতে নেই তো ?

মা ॥ না, না।

দীনু ॥ সব পারে, লাভাররা সব পারে। রূপার শোবার ঘরে চিঠি অবধি ছুঁড়ে দিতে পারে। শোনো বলি (চাপা কণ্ঠে) শালা ভালই শিখছে। শটু ফায়ারিং বড় খচ্‌রা জব্‌। তবু ভালই শিখছে। আর শেখাতে শেখাতে আমার দম বেরিয়ে যাচ্ছে।

মা ॥ তা অমন কাজ না নিলে নয় ? ওকে······ওকে অন্য কোনো কাজ দেয়া যায় না ?

দীনু ॥ ঐতো প্যাকাটির মত চেহারা—মাল কাটার কাজ পারবে? গাঁইতি দিয়ে কয়লা কাটতে দিলে, এক ঘা মারলে ওর হাতটা শুদ্ধু গতর ছেড়ে বেরিয়ে এসে দেয়ালের গায়ে লেপ্‌টে থাকবে। দাও, আর একটু ভাত। শালাকে পড়াতে পড়াতে সারাদিন খাওয়াই হোলো না। (মা ভাত দেন) শর্টফায়ারিং-এর ভবিষ্যৎ ভাল। ব্যাটা ম্যাট্রিক পাশ, কোম্পানির ভাষায় লিটারেট, অর্থাৎ—অক্ষর চেনে। তাই সর্দার, তারপর ওভারম্যান পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।

মা ॥ একশো কুড়ি টাকাতো মাইনে, দীনু।

দীনু ॥ ভুল। পঞ্চাশ টাকা মাইনে। বাকিটা বোনাস, এলাউয়েন্স, ইত্যাদি ইত্যাদি।

মা ॥ তাই ভাবছিলাম—একটা পাশ তো করেছে—

দীনু ॥ (চীৎকার করে) কেরাণী হয়ে কলম পিষে নস্যি নিয়ে যাট বছরে আড়াইশ' টাকা পাবে, সেটাই চাই? তোমরা সবাই চাষা! অসভ্য! আমার এতদিনের ট্রেনিংটা বৃথা নষ্ট করবে? তোমরা গাধা!

মা ॥ (ম্লান হেসে) চট্‌ছিস্ কেন, দীনু? যেদিকে ইচ্ছে ওকে নিয়ে যা, তোর হাতেই তো ওকে ছেড়ে দিয়েছি।

দীনু ॥ কোথায় ছেড়েছ? ফোঁপর দালালি করছ। ওর বাপ হলে—না না। ওর দাদা হলে কান ছিঁড়ে নিতাম।

মা ॥ নিস্‌না কেন? তুই ওর দাদাই তো।

দীনু ॥ মায়ের পেটের দাদা হলে তবে ওসব ড্রাষ্টিক একশন নেয়া যায়।

মা ॥ তুই আমার কম?

(নীরবতা। দীননাথ কেন জানিনা কথা বলতে পারে না।)

দীনু ॥ দেখি, ভাত দাও।

(বিনোদ ফিরে আসে।)

বিনু ॥ একি, দীনুদা! কাঁসার থাওয়া?

(দীননাথ হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যায়। মা ভাত দিতে উদ্যত হলে হাত দিয়ে নিষেধ করে।)

দীনু ॥ ঐ শালা নজর দিয়েছে। পেটের অসুখ করবে।

মা ॥ বিনু, তোর আক্কেল একেবারে নেই? খিদে পেয়েছে ছেলেটার—

(দীননাথ উঠে পড়েছে—কলতলার দিকে রওনা হয়।)

এই সুমি! সুমি! থালাদুটো নিয়ে যারে। বিনু, তুই বড় দুষ্টু!

(বিনোদ হাসতে থাকে। সুমনা আসে, সদ্যোত্থিতা; ১৪।১৫ বৎসর বয়স)

সুমি ॥ দাদা! আমার ঝাঁপি!

(দাদার কোলে চ'ড়ে বসে।)

বিনু ॥ সুমি, ঘুমোলে তোর বুদ্ধিটুকুন কোথায় হাওয়া দেয় বল্ দিকি? কাল শনিবার, কাল মাইনে পাবো, তবে তো কিনবো।

সুমি ॥ শনিবার আসে না কেন? লক্ষ্মীর ঝাঁপি আমার চাই, মা'র মতন।

মা ॥ সুমি, ধিঙ্গি মেয়ে! কোলে চড়িস্, লজ্জা করে না?

বিনু ॥ বাসন তোল সুমি, চট্‌পট। গান হবে যে।

(সুমিতা কাজে লেগে যায়। দীননাথ ফিরে আসে, বাঁ হাত ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে।)

দীনু ॥ শালা যেমন জলুনি, তেমনি চুলকুনি!

মা ॥ কিরে?

দীনু ॥ (অকস্মাৎ চীৎকারে ফেটে পড়ে) : আর কি? তোমার ঐ সুপুত্তুর! হতভাগা আজ কোলিয়ারিকে কোলিয়ারিই দিচ্ছিল উড়িয়ে। মাটি চাপা না দিয়েই বারুদের শলতেতে দিয়েছিল আগুন; ছাই ফেলতে ভাঙাকুলো গিয়ে না পড়লে হতভাগার লাশ বোষ্ট হয়ে উড়ে গিয়ে পড়তো ম্যানেজার সাহেবের খানার টেবিলে।

মা ॥ ইস্, তিনটে আঙুল পুড়ে একেবারে—। এতক্ষণ বলিসনি কেন ?

দীনু ॥ ভুলে গেসলাম। এখন জল লাগছেই—

(সুষমা ওষুধ আর ন্যাকড়া নিয়ে আসে।)

সুষমা ॥ দেখি, দীনুদা। দেখো, জ্বালা করলে নাকিও না।

দীনু ॥ আরে যা যা! শট্ ফায়ারিং সর্দার দীননাথ মুখুজ্যে অত সহজে—
উঃ! কি দস্যি মেয়ে রে বাবা! চাষার বোন! চাষার মেয়ে! উঃ!

(সুষমা থালা নিয়ে চলে যায়।)

মা ॥ তুই…তুই বিনুকে বাঁচাতে গিয়ে…

দীনু ॥ পাগল, খ্যাপা না সাহেব! বাঁচালাম কোলিয়ারি। শেলডন সাহেবের সম্পত্তি।

মা ॥ তুই আমাদের এত ভালবাসিস কেন, দীনু ?

দীনু ॥ (মুখ ফস্‌কে বেরিয়ে যায়) আমার মা নেই যে।

(নিজেই ব্যস্ত হয়ে ওঠে।)

…না…মানে…

(সাইরেন বেজে ওঠে।)

এই তোমাদের জন্যে আমার হাড়মাস ভাজা হয়ে গেল। আজকেও লেট। ম্যানেজারের লালমুখে সাদা দাঁতের খিঁচুনি—

(দ্রুত বেরিয়ে যায়। মা-ও চলে যান। বিনোদ একটা শতরঞ্জি এনে উঠোনে পাতে। ১২৭ নং-এর দরজা খুলে বেরিয়ে আসে প্রৌঢ় যজ্ঞেশ্বরবাবু, পরণে গেঞ্জী ও লুঙ্গী।)

যজ্ঞেশ্বর ॥ কি হে বিনয় ? বাউল আসবে নাকি ?

বিনু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। দয়াল কিন্তু বাউল নয়।

যজ্ঞ ॥ জানি ; দয়ালের পূর্ববঙ্গের গান—তোমার ভাল লাগে ?

বিনু ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

যজ্ঞ ॥ টেইক্ ইট্ ইজি, বিনয়।

বিনু ॥ আজ্ঞে, আমার নাম বিনোদ।

যজ্ঞ ॥ জানি। আমার কিন্তু ভাল লাগে বীরভূমের বাউল। একবার শুনেছিলাম। দেখা যাক আজ তোমাদের বাউল কী গায়। (নীরবতা) যাই, একটু হেঁটে আসি।

বিনু ॥ ঘুম হচ্ছে না, বুঝি ?

যজ্ঞ ॥ টাইম কীপারের চাকরী করে ঘুম হয় ? কখনো দিনে কাজ, কখনো রাত্রে। অনিদ্রার বাবা এসে ধরে। ঘুমতো আর কারুর টাইমকিপার নয় যে, হুকুম পেয়েই হাত জোড় করে এসে দাঁড়াবে !

বিনু ॥ ভেড়া গুন্‌ন, কাজ হয়।

যজ্ঞ ॥ কী বলছ, ভায়া ! গত তিন রাত্রে চার লক্ষ অষ্ট আশী হাজার ভেড়া গুণেছি। কিচ্ছু হয়নি। যাই, একটু হেঁটে দেখি, বুঝলে বিনয় ?

(যজ্ঞেশ্বর বেরিয়ে যান। বিনু একটু হাসে ; তারপর ঘর থেকে হার্মোনিয়াম নিয়ে এসে রাখতেই, দীননাথ পুনঃ প্রবেশ করে।)

দীনু ॥ কথাটা যেন কি বললি ?

বিনু ॥ একি ? খাবে গেলে না ?

দীনু ॥ যাচ্ছি, যাচ্ছি, তোর বাপের কি ? কথাটা কি বললি ?

বিনু ॥ কোন্ কথা ?

দীনু ॥ ফাঁসীর খাওয়া। হুঁ। বেয়াদব শূয়োর। কথাটা ঠিকই। ভাত বেশি খেলে ঘুম পায়। আর ঘুম পেলে—। বাড়িতে আজ নাল্‌চে আভা দেখেছিলি না ?

বিনু ॥ আমি দেখিনি। তুমিই বলছিলে-- -

দীনু ॥ হ্যা। অথচ মাইন ইন্‌স্‌পেক্টর বলছে গ্যাস নেই। কিন্তু শট্‌ফায়ারিং সর্দার দীনু মুখুজ্যের ভুল হয় না। আবার হতেও পারে।

বিনু ॥ (কাছে আসে, স্থির দৃষ্টি) কি হয়েছে, দীনুদা ?

দীনু ॥ কি আবার হবে ? শুধু একটা instinct. বারো বৎসরের অভিজ্ঞতা। চলিরে, বিনু ভাল করে পরীক্ষাটা দিস।

(বিনু পথ রোধ করে)

বিনু ॥ দীনুদা, আজ না গেলে হয় না ?

দীনু ॥ বারো বৎসরে এক শিফ্‌ট্‌ কামাই হয়নি। আর আজ—

(বিনুকে ঠেলে দীননাথ এগোয়, আবার ফেরে)

মা শুয়ে পড়েছে ?

বিনু ॥ না, এত শিগ্‌গির শোয় না।

দীনু ॥ ডাক্ তো একবার।

বিনু ॥ কি ব্যাপার ?

দীনু ॥ সে আমাদের প্রাইভেট ব্যাপার। ডাক বলছি।

(বিনু চলে যায়। গভীর চিন্তায় মগ্ন দীননাথ। মা এসে দাওয়ায় দাঁড়ান, পেছনে বিনু।)

তুই দূর হ'না। যানা, রূপাটুপাকে ধরগে যা।

(বিনু চলে যায়)

মা ॥ কিরে দীনু ?

(দীননাথ মা'কে প্রণাম করে। মা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তোলেন।)

মা ॥ একি ! হঠাৎ ?

দীনু ॥ ইচ্ছে হোলো। ও শালা হেসে অস্থির হোতো তাই তাড়ালাম। চলি, মা। ওটাকে বলো না কিন্তু। ব্যাটা চাষা।

(দীননাথ চ'লে যায়; মা হেসে মনে মনে তাকে আশীর্বাদ করেন: একটা লোকগীতির কলি ভাঁজতে ভাঁজতে বিনু ফিরে আসে।)

বিনু ॥ কি বলল, দীনুদা?

মা ॥ (হেসে) তোকে বলব কেন?

বিনু ॥ ষড়যন্ত্র! আচ্ছা!

(হারমনিয়ম নিয়ে আসে।)

মা ॥ বিনু।

বিনু ॥ কি, মা?

মা ॥ দীনু যে বলল, তুই আর রূপা—সত্যি?

বিনু ॥ ধেৎ, দীনুদার কথা—

(নীরবতা)

মা ॥ তা তোর যদি ইচ্ছে হয়, তুই ওকে বিয়ে করনা রে। কথা পাড়বো?

বিনু ॥ খেতে দেবো কি?

(নীরবতা)

মা ॥ একশ' কুড়ি টাকায়—। কোনো রকমে হয়ে যাবে না?

বিনু ॥ অসম্ভব।

মা ॥ তার ওপর বোনটা রয়েছে, পার করতে হবে।

(নীরবতা)

আমরা বড় স্বার্থপর না রে?

বিনু ॥ ওকি কথা !

মা ॥ একুশ বছরে পড়তে না পড়তে তোর ঘাড়ে এসে পড়েছি। পড়াশোনাতো দূরের কথা, একটা দিন তোকে প্রাণ খুলে হাসতেও দিলাম না। এখন আবার আমাদের জন্যে ঘরে বউ আনতে পারছিস না।

(বিনু উঠে দাওয়ায় মার পাশে এসে বসে)

বিনু ॥ বউ ! রূপা ! কি যে বলো মা ? আমার...

মা ॥ মা'কে লুকোতে পারবিরে বিনু ?

(বিনু একটু চুপ করে থাকে। তারপর মায়ের বুকে মুখ লুকোয়)

মা ॥ আমি সব বুঝতে পারি। আমি জানি তোর মনের কোথায় কোন কোণায় কী হচ্ছে। মুখ দেখেই বলতে পারি।

বিনু ॥ শোনো মা। আমার আর কিছু দরকার নেই। তুমি, আমি, রূপা তিনজনে কাটিয়ে দেবো জীবন, কেমন ? আমার মাইনে বাড়লেই আমরা কোথাও একটা ছোট্ট বাড়ি বেছে নেবো, তারপর—

মা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখানে থাকা যায় ? তুইই বল।

বিনু ॥ শুশুনিয়া পাহাড়ের পায়ের কাছে ছোট্ট একটু বাগান আর একতলা একখানা বাড়ি—

মা ॥ মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল, বুঝলি। পাকা নয়।

বিনু ॥ হ্যাঁ, আর বাগানের ঠিক মাঝখানে তুলসী গাছ থাকবে। তুমি প্রদীপ দেবে। রূপা শাঁখ বাজাবে।

মা ॥ ছিছি কে করে, ছিছি ! সত্যি বলছিস ?

বিনু ॥ সত্যি বলছি।

মা ॥ কিন্তু ঐ খাদের কাজ—ও বড় ভয়ানক।

বিনু ॥ দূর, সব বাজে কথা। ও কয়লা নয় মা, ও কালো হীরে। ঐ তলে

এনে ছুঁইয়ে দেবো আমাদের এই ঘরে, হঠাৎ দেখবে সব স্বপ্ন সত্যি হয়ে গেছে।

মা ॥ ওরা যে বলে খাদের ভেতরে লোক মরে যায়, আরে কি...

বিনু ॥ দুর্ঘটনা ঘটে দশ বছরে একটা। তা বলে লোক হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? এভাবেই চড়তে গিয়ে তো কত লোক মরে গেল, তা বলে সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছিল! এই কয়লায় উনুন জ্বলছে তোমার ঘরে, আগুন পোয়াচ্ছে ইউরোপের লোক, ট্রেন চলছে, সারা পৃথিবীতে জাহাজ চলছে, বিজলিবাতি জ্বলছে, বড় বড় কারখানা চলছে। সভ্যতা গড়ে উঠছে কয়লার ওপর। অনেকে বলেন, জানো মা, আগে যেমন ছিল প্রস্তরযুগ, লোহার যুগ, এটা তেমনি কয়লার যুগ। সেই কয়লা তুলছি আমরা। কত বড় গর্বের কথা ভাবো দিকিনি।

মা ॥ (কি এক স্বপ্নের ছোঁয়াচ লেগেছে চোখে) বুঝি না বাবা, তোর সব কথা বুঝি না। তবে…কালো হীরে নারে?

বিনু ॥ হ্যাঁ, মা।

নেপথ্যে কণ্ঠস্বর: বিনোদ আছে!

বিনু ॥ এই যে! শম্ভুবাবু!

(মা ঘোমটা টেনে ভেতরে যান)

বিনু ॥ আসুন, শম্ভুবাবু।

(শম্ভুনাথের প্রবেশ)

শম্ভু ॥ একটা উপায় বাতলাও দিকি, বিনোদ।

বিনু ॥ কি হোলো!

শম্ভু ॥ আবার কেস ঠুকতে হবে।

বিনু ॥ কার নামে?

শম্ভু ॥ প্রবল প্রতাপ সেলডন কোলিয়ারি কোম্পানীর নামে, আবার কার!

বিহু ॥ সে কি ? কি হলো ?

শম্ভু ॥ বছর তিনেক পূর্বে—তুমি তখন ইস্কুলে পড়ো বোধ হয়—এই কোম্পানির কূট অনুচরেরা পাওয়ার হাউসের ছাইয়ের গাদা ফেলতে আরম্ভ করে প্রাচীরের অপর পার্শ্বে আমার জমিতে। প্রথমটা নীরব থাকাই শ্রেয়ঃ মনে করি, কেননা যেহেতু কোম্পানির লোকবল অপরিমেয় সেহেতু জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে কলহ করা বাতুলতা। কিন্তু একদিন প্রাভাতিক সূর্যালোকে দেখলাম ছাইপাশের একটা ক্ষুদ্র পর্বত সৃষ্টি হয়েছে, ক্রমে আমার আধখানা জমি কোম্পানির আস্তাকুঁড়ে পরিণত হয়েছে। বাকি আধখানাও এভাবে ভস্মাবৃত হবার পূর্বেই আমি কোমরে গামছা বেঁধে অনধিকার প্রবেশের এক মামলা রুজু করি। দুই বৎসর কাল মামলা চলার পর আমি জয়লাভ করি। আমার জমি থেকে ওঁদের পর্বত অপসারণ করার হুকুম হয়। আরো এক বৎসর অপেক্ষা করার পর কাল নিশাযোগে ওরা আমার জমি থেকে সমস্ত মালমসলা সরিয়ে নেয় ও তৎপরতার সঙ্গে সে হিমালয়কে আমার বাড়ির উঠানে স্থাপন করে যায়।

বিহু ॥ সেকি ?

শম্ভু ॥ হ্যাঁ। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে গেছে। গিন্নীকে রান্নাঘরে যেতে হলে এভারেষ্ট এক্সপিডিশনে বেরুতে হচ্ছে। কী করি বলতো ?

বিহু ॥ পুলিশে ডায়েরি করান আর কি বলব ?

শম্ভু ॥ পুলিশে ? এখানকার থানার দারোগার টিকিটি যে ম্যানেজার শ্রীওয়েবষ্টারের হাতে বাঁধা। বলছ, ডাইরি করাব ?

বিহু ॥ আর তো কিছু মাথায় আসছে না।

শম্ভু ॥ দেখি আর একটু ভাবি। এর পর হয়তো দেখবো ওরা শোবার ঘরে খাটাপায়খানা নির্মাণ করেছে।

(চিন্তান্বিত মুখে শম্ভুবাবু প্রস্থান করেন। বিনোদ নিঃশব্দে হাসে, তারপর একটা বই টেনে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। রূপা বেরোয়।)

রূপা ॥ আলো নেভাও।

(বিনু মাথা তোলে।)

বিনু ॥ এই যে, এসো।

রূপা ॥ এই যে এসো নয়, আলো নেভাও।

বিনু ॥ ভেৎ, পড়ছি যে। (রূপা এগিয়ে আসে)

রূপা ॥ বিশ্রী ক্যাটকেটে আলো। আচ্ছা, একবার নিভিয়ে দেখ—ভাল লাগবে।

বিনু ॥ চাঁদটাঁদ আমার সহ্য হয় না।

রূপা ॥ জিভ খসে যাবে!

বিনু ॥ সত্যি কথা।

(নীরবতা)

বোসো।

রূপা ॥ না। কি পড়ছ?

বিনু ॥ Exploder-এর মেকানিজম্।

রূপা ॥ সে আবার কি?

বিনু ॥ খাদে বারুদ ফাটায় জানোতো?

রূপা ॥ হ্যাঁ।

বিনু ॥ Exploder একটা যন্ত্র—তা থেকে তার চলে যায় বারুদ পর্যন্ত। Exploder-এর চাবি ঘোরালেই—

রূপা ॥ উঃ,থামো। আচ্ছা, বিনুদা, তুমি তো গান করো না?

বিন্থু ॥ হাঁ।

রূপা ॥ তবে আবার এসব কেন?

বিন্থু ॥ বাঃ, এটা করলে ওটা করতে পারব না?

রূপা ॥ বুক চিরে যায়, পৃথিবীর লাগে।

(বিন্থু সশব্দে হেসে ওঠে)

রূপা ॥ হাসি নয়। হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। লাগে না যে কি করে জানলে?

বিন্থু ॥ ওরে বাবা সে তর্কে আর যাব না। এ পাতাটা পড়ে নিই, কেমন? সামনেই পরীক্ষা।

(নীরবতা)

রূপা ॥ আমি এখানে থাকব না, কিছুতেই থাকব না।

বিন্থু ॥ কোন্ চুলোয় যাবে?

রূপা ॥ সে খবরে তোমার কি কাজ? তুমি তো আর আমাকে নিয়ে যাবে না? (বিন্থু জবাব দেয় না; হেসে পাতা ওল্টায়) আজকে দুটো গোলাপ ফুল ফুটেছে।

বিন্থু ॥ ঐ দুটো?

রূপা ॥ আঙুল দেখায় না; মরে যাবে। কত কষ্ট করে এক-একটা ফুল ফোটাই!

(বিন্থু মুখ তোলে)

আপনিই তো মরে যাবে। দুদিন পরেই মরে যাবে। এদিকটায় লাগাবো রজনীগন্ধা। শাদা। কী সুন্দর দেখাবে!

বিন্থু ॥ সত্যি লাগাবে?

রূপা ॥ না, এমনি বলছি। বাবা বলেছে—সব সময়ে চোখ লাল। পাহাড়ের দেশে পাহাড় দেখা যায় না ; সব নাকি ধসে গেছে। আকাশ দেখা যায় না, পাশেই পাওয়ার হাউসের চিম্‌নি, ধোঁয়ায় চোখ অন্ধকার। কোথায় যাবো বলতে পারো?

বিনু ॥ তবে সাহেবকে বলিগে খুকুমণির অসুবিধে হচ্ছে। কোলিয়ারি বন্ধ করে দিন।

রূপা ॥ (হেসে) খুব ঠাট্টা হচ্ছে! (আবার হেসে ফেলে খিলখিল করে) সাহেব শুনবে?

বিনু ॥ মনে তো হয় না।

রূপা ॥ ওদেরই ক্ষতি। আমার কি? (নীরবতা) বিনুদা, আমি সব বুঝি। বারুদ দিয়ে কয়লা কাটা দরকার, ধোঁয়া দরকার। কালি-ঝুলি মাখা কুলি দরকার। কিন্তু সেই সঙ্গে একটু ফুলের বাগান করতে ইচ্ছে করে না?

বিনু ॥ ইচ্ছে করে, সম্ভব নয়। যেমন ধরো, তোমাকে নিয়ে দূরে কোথাও চলে যেতে আমার ইচ্ছে করে, কিন্তু সম্ভব নয়।

(রূপার মুখ কালো হয়ে আসে)

রূপা ॥ কেন নয়?

বিনু ॥ তোমাকে সব বলেছি।

রূপা ॥ হুঁ। (নীরবতা) ঐ ফুলগুলোর সঙ্গে আমিও একদিন…

(রূপা আর বলতে পারে না, যজ্ঞেশ্বরবাবু ফিরে আসেন)

যজ্ঞেশ্বর ॥ ভেড়া গুণতে গুণতে হাঁটলাম, তবু—একি?

(রূপা ছুটে ঘরে চলে যায়। কটমট করে বিনুকে দৃষ্টিবদ্ধ করতে

করতে যজ্ঞেশ্বরবাবু ঘরে যান ; বিড় বিড় করে বলেন।)

বেটি হারামজাদির চলানি বেড়েছে। চাবকে দিতে হয়!

(দূরে কোথায় মজদুরদের গান আরম্ভ হয়েছে। বিনু শোনে এক ঝাঁকড়াচুলো বেঁটে শ্রমিক প্রবেশ করে। পা টিপে টিপে সে আধা অন্ধকারে উঠোনে এসে দাঁড়ায়—চোখ পড়তে বিনু ভয়ানক চমকে ওঠে।)

বিনু ॥ কে? কে?

লোক ॥ এখানে রোজ গান হয়। শুনতে চাই।

বিনু ॥ বসুন। আপনি কে?

লোক ॥ আমি একজন ভূতপূর্ব লোক।

বিনু ॥ সে কি?

লোক ॥ হ্যাঁ। বড় গোলমেলে ব্যাপার চট্ করে বুঝবে না।

বিনু ॥ আপনার নাম?

লোক ॥ সে আবার আর এক ফ্যাকড়া। কোন্ নামটা জানতে চাও?

বিনু ॥ আপনার কি বহু নাম নাকি?

লোক ॥ দুটি। আগের ও পরের।

বিনু ॥ মানে?

লোক ॥ যখন জ্যান্ত ছিলাম, তখন আমার নাম ছিল বৈদ্যনাথ। এখন সনাতন।

বিনু ॥ ও, আপনিই সনাতন? তা আপনি জ্যান্ত ছিলেন মানে? এখন?

সনা ॥ ভূতপূর্ব। শুধু ভূতও বলতে পারো। মানে আমার হয়ে গিয়েছে, বারোটা বেজে গেছে। আলোটার কাছে বসি, কেমন? গান হবে কখন?

বিনু ॥ এইতো আসবে সবাই। কোথায় থাকেন ?

সনা ॥ দু'নম্বর পিটের মালকাটা ধাওড়ায়। আর আলো নেই ? আলো আলো না।

বিনু ॥ আলোর ঐ একটাই পয়েন্ট।

সনা ॥ আমাদের ধাওড়ায় তাও নেই। তাইতেই তো গানের নাম করে এধারে-ওধারে গিয়ে জমি। ওখানে গেললাম, ঐযে গোরখ-পুরিয়া গান করছে। গিয়ে দেখি, হ্যারিকেন। পালিয়ে এলাম।

(বিনু অবাক হয়ে লোকটিকে দেখে)

বিনু ॥ অন্ধকার সহ্য হয় না বুঝি ?

সনা ॥ একেবারে না।

বিনু ॥ কি কাজ করেন ?

সনা ॥ যখন জ্যান্ত ছিলাম তখন ছিলাম ইলেক্‌ট্রিশিয়ান। এখন মাল কাটা।

বিনু ॥ বারবার ও-কথা বলছেন কেন ? আপনি মরলেন কবে, কি করে ?

সনা ॥ তিন বছর আগে মরেছি। রাধানগর কোলিয়ারি যে ফেটে গেছল, তখন আমারও কর্ম সাফ। খাদের মধ্যে ফ্যান সারাচ্ছিলাম। হঠাৎ চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। বুঝলাম মরেছি। সাতদিন পর বেরিয়ে এলাম বাইরে। ভূত দেখে সবাই পালাতে লাগল। বুঝলাম, আমি ভূতপূর্ব, আমি গত, আমি হত।

বিনু ॥ তারপর ?

সনা ॥ তারপর বিষম খিদে পেল। কেমন সন্দেহ হলো—হয়তো বা আমি মরিনি, নইলে খিদে পায় কেন ? একটু পরে আমার বন্ধুবান্ধবরা এসে জুটল, আমার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল, আমি ভাবলাম—গলা যখন আছে, তখন শরীরও আছে; তাহলে বোধহয় আমি

ভূত নই, আমি বর্তমান। কিন্তু ভুল ভেঙে দিল কোম্পানি। ওরা বললে আমি নেই।

বিনু। তার মানে?

সনাতন। কোর্টে ওরা প্রমাণ করে দিয়েছে আমি নেই। মানে বদ্যিনাথ বলে কোনো লোক কস্মিনকালেও ছিল না। ওদের খাতায় বদ্যিনাথ বলে কোনো নামই নেই। তাই রাধানগরে কেউ মরেনি। এমন সময়ে আমি গিয়ে কোম্পানির সামনে উপস্থিত। কোম্পানি বললে, তুমি কে? আমি বললাম—আরে আমি যে! বদ্যিনাথ! চিনতে পারছ না? ওরা বললে—বদ্যিনাথ বলে কেউ নেই প্রমাণ হয়ে গেছে: তারপর এমনভাবে হাজির হওয়ার মানে? আমি বললাম—আরে আমি যে! ওরা বললে—ওসব বুঝি না; দলিল-পত্রাদি থেকে প্রমাণ হয়ে গেছে তুমি নেই, ছিলেই না, আর এখন এসে হেঁড়ে গলায় 'আমি যে' বললেই হলো! লোকে কি বলবে? এই বলে গলাধাক্কা! তারপর হাসপাতাল! মাস তিনেক সেখানে ভুলটুল বকে তারপর এখানে এসে কাজ নিলাম, সনাতন নাম নিয়ে। এমনি করে বদ্যিনাথ মরল।

(বিনু উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে)

হাসি নয়, বড় গোলমেলে। আমার নিজেরই ঠিক থাকে না, আমি কে।

বিনু। সাতদিন খাদের মধ্যে আটকে ছিলেন?

সনা। হুঁ।

(মৃদুস্বরে কথা বলতে বলতে কিছু শ্রমিক প্রবেশ করে)

দয়াল ॥ ও হলো গোবর্ধনপুরের কাজরি, রাধাকৃষ্ণের লীলা।

অরহল ॥ আজ তুমি কি গাইবে বলো না?

দয়াল ॥ শুনবি এখন তাড়া কি? আরে, সনাতন যে!

সনা ॥ কি গান গাইবে চটপট শুরু করো না।

দয়াল ॥ গানের মাঝখানে আবার অমন বিকট চেঁচিয়ে উঠবেনা তো?

সনা ॥ সেদিন আলো নিভে গেছল যে!

দয়াল ॥ তাহলে গাই, কি বলো বিনু?

বিনু ॥ হ্যাঁ।

(দয়াল হারমনিয়ামে সুর তুলতেই অনেকে এসে বসতে থাকে। রূপা, মা, স্বমনা। তারপর যজ্ঞেশ্বর।)

দয়াল ॥ শালা খাদের কাজ করে গান গাওয়া যায়? (কাশে) কালো থুতু বেরোয়। ফুসফুসের বারোটা বাজচে—কয়লার গুঁড়ো আর ধোঁয়ায়। শোনো গো—বহদূরের গান; পদ্মাপারে আমার দেশের গান।

(গান ধরে। তন্ময় হয়ে সকলে শুনতে থাকে। হঠাৎ একটা চাপা বিস্ফোরণের শব্দে সকলে তটস্থ হয়ে ওঠে। গান থেমে যায়। সাইরেন বাজতে শুরু করে, কোলাহল। চীৎকার করতে করতে একজন এসে পড়ে—)

শ্রমিক ॥ ছ'নম্বর থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে!

বিনু ॥ ছ'নম্বর!

শ্রমিক ॥ হ্যাঁ! বারুদ ফেটে গেছে!!

মা ॥ কিরে? কি হয়েছে? কি হয়েছে?

বিনু ॥ দাদুরা!

(ছুটোছুটি করে সকলে বেরিয়ে যায়—মেয়েরা এবং সনাতন বাদে। হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে সনাতন।)

সনা॥ আবার চাপা পড়েছে। কবর। জীয়ন্ত কবর! জান বাঁচাও! জান বাঁচাও!

॥ পর্দা ॥

।। দ্বিতীয় দৃশ্য ।।

(এক সুদৃশ্য কক্ষে তদন্ত বসেছে, হাইকোর্টের বিচারপতি মিঃ জাষ্টিস সেনগুপ্ত, ব্যারিস্টার মিঃ চৌধুরী, শেলডন কোম্পানির অনৈক ডাইরেক্টর, চীফ মাইনিং এঞ্জিনিয়ার মিঃ ব্রুক্‌স, ম্যানেজার মিঃ ওয়েব্‌ষ্টার, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার মিঃ দত্ত—প্রভৃতি একদিকে, অন্য দিকে কয়েকজন ছন্নছাড়া দরিদ্র ইউনিয়ন কর্মী কুদরৎ, সিউনন্দন এবং অ্যাড্‌ভোকেট শ্রীদুর্গাদাস সাহা। চেয়ারে তখন মিঃ দত্ত।)

চৌধুরী ॥ মিঃ দত্ত, বিস্ফোরণ যখন হয়, আপনি কোথায় ছিলেন ?

দত্ত ॥ খাদের তলায়। ২০ নম্বর রাইজ-এ।

চৌ ॥ বিস্ফোরণ হলো কোথায় ?

দত্ত ॥ আরো নীচে। ৩১ নম্বর ডিপ্‌-এ।

চৌ ॥ ওখানে তখন কেউ কাজ করছিল ?

দত্ত ॥ না। Working face আরো অনেক ওপরে।

চৌ ॥ বিস্ফোরণের কারণ কি কিছু বলতে পারেন ?

দত্ত ॥ Gassy mine—এ চট্‌ ক'রে কিছু বলা যায় না। প্রাকৃতিক কারণেও হতে পারে।

চৌধুরী ॥ বিস্ফোরণের পর আপনি কি করলেন ?

দত্ত ॥ সমস্ত মালাকাটাদের একসঙ্গে করে ছুটে সাফ্‌ট-এর কাছে চলে এলাম। দু'জন করে লিফ্‌ট-এ তুলে তক্ষুনি ওপরে পাঠাতে শুরু করি। পরে দেখলাম তার দরকার ছিল না, অন্যান্য

সামান্য বিস্ফোরণ। তবু Precaution আমরা ওভাবেই নিয়ে থাকি।

চৌ॥ তারপর?

দত্ত॥ ইতিমধ্যে রেসকিউ ষ্টেশনে ম্যানেজার ফোন করেছিলেন। কুড়ি মিনিট পরে রেসকিউ-এর লোকেরা তলায় গিয়ে পৌঁছয়।

চৌ॥ তারা কি রিপোর্ট করে?

দত্ত॥ ধোঁয়া আর কার্বন মনোক্সাইডে ৩১ নম্বর ডিপ অন্ধকার হয়ে আছে। কোনো দেহ পাওয়া যায় নি। সামান্য আগুনও জলছিল। তাই তারা সুরঙ্গটাকে দেওয়াল তুলে সীল করে দেয়।

চৌ॥ যত লোক নীচে নেমেছিল প্রত্যেকের নাম লেখা থাকে?

দত্ত॥ নিশ্চয়ই। ল্যাম্প্‌রুমে আছে ল্যাম্প রেজিষ্টার, তাতে প্রত্যেককে ল্যাম্প দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাম লিখে নেওয়া হয়।

চৌ॥ ১২ তারিখ রাত্রে কত লোক নেমেছিল?

দত্ত॥ দু'শ বাহাত্তর জন আমার সেক্‌শনে।

চৌ॥ বেরিয়েছিল ক'জন?

দত্ত॥ ল্যাম্প রেজিষ্টারেই দেখতে পাবেন, দু'শ বাহাত্তর জনই বেরিয়ে আসে।

(চৌধুরী খাতাখানা বিচারকের সামনে স্থাপন করেন)

ইনি আমার শেষ সাক্ষী, এবং বোধ হয় এতজন গণ্যমান্য সাক্ষীর জবানবন্দীতে প্রমাণ হয়ে গেছে খাদে দুজনের মৃত্যু-সংবাদ ভুয়ো।

সেন॥ Counsel for the Union, please! You may cross-examine, Mr. Dutta.

দুর্গা ॥ Thank you, My Lord! মিঃ দত্ত, আপনি বলেছেন, প্রাকৃতিক কারণেই বিস্ফোরণ হতে পারে। কোন্ প্রাকৃতিক কারণে?

দত্ত ॥ অনেক রকম হতে পারে।

দুর্গা ॥ যথা—?

দত্ত ॥ Gassy mine-এর অবস্থা না দেখলে পুরো উপলব্ধি হয় না। বহু-রকম বিপদের মধ্যে কাজ করতে হয় আমাদের।

দুর্গা ॥ ঠিক। খুব ঠিক। কিন্তু প্রাকৃতিক কারণে যে বিস্ফোরণের কথা বললেন সেটা কি রকম?

দত্ত ॥ ধরুন না কেন, যেমন গ্যাস। গ্যাস থাকলে গরমের চোটে আপনি বিস্ফোরণ হতে পারে।

দুর্গা ॥ ও, গ্যাস আর গরম। তা গ্যাস জমে কেন?

দত্ত ॥ Gassy mine-এ গ্যাস জমেই।

দুর্গা ॥ কেন, ভেন্টিলেটর নেই? পাখা চলে না আপনাদের?

দত্ত ॥ (একটু থতমত) শুধু পাখায়, মানে, আপনি এর টেকনিক্যাল দিকটা বুঝছেন না, তাই…

দুর্গা ॥ বটেইতো, বটেইতো। তবু বলুন না শুনি—একটা পিট্‌কে আপকাষ্ট একটাকে ডাউনকাষ্ট রেখে বায়ু চলাচল রাখা হয় না?

দত্ত ॥ (অপ্রতিভ) আপনি তো জানেনই মনে হচ্ছে। দেখুন পাখায় পুরো গ্যাস তাড়ানো যায় না।

দুর্গা ॥ তবু বাতাসের শতকরা এক পূর্ণ পাঁচ ভাগ থেকে যাতে কম থাকে তার ব্যবস্থা তো করা যায়।

দত্ত ॥ তা যায়।

দুর্গা ॥ তবে কি করে আপনাদের খনিতে গ্যাস জমল ?…কই, বলুন।

দত্ত ॥ দেখুন, ভেন্টিলেশন আমার ডিপার্টমেন্ট নয়, তাই…

দুর্গা ॥ না, না, আপনি বলেছেন প্রাকৃতিক কারণে বিস্ফোরণ হতে পারে। আমি সেটারই ব্যাখ্যা চাইছি। গ্যাস জমার জন্যে আপনাদের দায়িত্ব কতখানি ?

দত্ত ॥ দেখুন, খুব ভাল বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করেও—

দুর্গা ॥ আপনাদের পাখা কত কিউবিক ফুট বাতাস নীচে পাঠায় ?

দত্ত ॥ বলতে পারি না।

দুর্গা ॥ দু'নম্বর পিট্-এর পাখা প্রায় অকেজো হয়ে পড়ে আছে—এ কথা কি সত্যি ?

দত্ত ॥ জানি না।

দুর্গা ॥ প্রাকৃতিক কারণকে নির্মূল করার জন্যে আপনাদের টাকা দিয়ে পোষা হয়। সে সব ব্যবস্থা আপনারা অবলম্বন করেননি কেন ?

চৌ ॥ (লাফিয়ে উঠে) Objection ! Mr. Dutta এসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজার ! এসব প্রশ্নের জবাব উনি দেবেন কি করে ?

সেন ॥ Sustained। মিঃ সাহা, অন্য পয়েণ্টে যান।

দুর্গা ॥ বেশ। মিঃ দত্ত, আপনি বলেছেন, ৩১ নম্বর ডিপ্-এ কেউ কাজ করছিল না। এ কথা কি সত্যি ?

দত্ত ॥ নিশ্চয়ই।

দুর্গা ॥ এ কথা কি সত্যি যে ৩১ নম্বরে তখন শট্ ফায়ারিং চলছিল ?

দত্ত ॥ না, একথা সত্যি নয়।

দুর্গা ॥ কত লোক নীচে কাজ করছিল ?

দত্ত ॥ দু'শ বাহাত্তর।

দুর্গা ॥ সবাই ফিরে আসে ?

দত্ত ॥ হ্যাঁ।

দুর্গা ॥ কি করে বুঝলেন ?

দত্ত ॥ প্রত্যেকের নাম লেখা আছে ল্যাম্প রেজিষ্টারে। দেখতে পাবেন প্রত্যেকে বাতি ফিরিয়ে দিয়ে গেছে।

দুর্গা ॥ এতো ল্যাম্প রেজিষ্টার দেখছি। এটেণ্ডেন্স রেজিষ্টার কোথায় ?

দত্ত ॥ ল্যাম্প রেজিষ্টার-ই এটেণ্ডেন্স রেজিষ্টার।

দুর্গা ॥ তাই নাকি ?

সেন ॥ আমার মনে হয় মিঃ সাহা আপনি অন্য পয়েন্টে যান।

দুর্গা ॥ এক মিনিট, My Lord. তাহলে আপনি বলছেন, ল্যাম্প রেজিষ্টার ছাড়া আপনাদের কাছে আর কোন record থাকে না, কে নীচে গেল।

দত্ত ॥ আর দরকার কি ?

দুর্গা ॥ যত লোক নীচে যায়, প্রত্যেকে বাতি নিয়ে যায় ?

দত্ত ॥ কাজ নানা রকম আছে, ওভারম্যান বা সর্দাররা—

দুর্গা ॥ যত লোক নীচে যায়, প্রত্যেকে বাতি নিয়ে যায় ?

দত্ত ॥ বাতি ছাড়া কাজ করা শুধু শক্ত নয়, বিপজ্জনক, কেননা, গ্যাস আছে কিনা—

দুর্গা ॥ (চীৎকার করে) আমি একটা অত্যন্ত সহজ প্রশ্ন করেছি—যতলোক নীচে যায়, প্রত্যেকেই কি বাতি নিয়ে যায় ? বলুন,—হ্যাঁ কি না।

চৌ ॥ Objection ! He is browbeating my witness.

দুর্গা ॥ I am only finding out the truth.

সেন ॥ Objection overruled ! বলুন—হ্যাঁ কি না।

দত্ত ॥ প্রায় সবাই বাতি নিয়ে যায়।

দুর্গা ॥ প্রায় সবাই বাতি নিয়ে যায়—অর্থাৎ প্রত্যেকে বাতি নিয়ে যায় না।

দত্ত ॥ এ কথার আর কি দরকার—

দুর্গা ॥ বলুন—প্রত্যেকে নিয়ে যায় না—

দত্ত ॥ না, প্রত্যেকে নেয় না।

দুর্গা ॥ অতএব, এমন লোকও নীচে গিয়ে থাকতে পারে, যার নাম রেজিষ্টারে লেখা হয় নি ?

দত্ত ॥ না, এ বিষয়ে—

দুর্গা ॥ (ধমকে) জবাব দিন।

দত্ত ॥ হ্যাঁ, দু'একজন থাকতে পারে।

দুর্গা ॥ এবং তারা যে ফিরে এসেছে, তার কোনো প্রমাণ নেই ?

দত্ত ॥ ঠিক প্রমাণ বলতে যা বোঝায় তা নেই।

দুর্গা ॥ সর্দার দীননাথ মুখার্জিকে চেনেন ?

দত্ত ॥ আমার সেকশনে পঁচিশ-তিরিশ জন সর্দার—তার মধ্যে—

দুর্গা ॥ শট্ ফায়ারিং সর্দার দীননাথ।

দত্ত ॥ হ্যাঁ, বোধ হয় চিনি, দেখলে চিনতে পারবো।

দুর্গা ॥ কোথায় সে ?

চৌ ॥ Objection !

সেন ॥ Sustained !

দুর্গা ॥ সেদিন দীননাথ কাজে নেমেছিল ?

দত্ত ॥ মনে নেই।

দুর্গা ॥ সে রাত্রে ব্লাস্টিং হচ্ছিল ?

দত্ত ॥ হ্যাঁ।

দুর্গা ॥ কোথায় ?

দত্ত ॥ বোধ হয় ১০ নম্বর রাইজ-এ।

দুর্গা ॥ ৩১ তিন-এ নয় ?

দত্ত ॥ না।

দুর্গা ॥ রেসকিউ টিম নামে কুড়ি মিনিট পর, আপনি বলেছেন একথা ?

দত্ত ॥ হ্যাঁ।

দুর্গা ॥ অথচ রেসকিউ ক্যাপ্টেনের রিপোর্টে পাচ্ছি, প্রায় দেড় ঘণ্টা পরে তারা নামে।

দত্ত ॥ হতে পারে। আমি ওখানে ছিলাম না।

দুর্গা ॥ ঐ দেড় ঘণ্টা আপনি কোথায় ছিলেন ?

দত্ত ॥ বাংলোয় বিশ্রাম করতে যাই।

দুর্গা ॥ ম্যানেজার ওয়েব্‌স্টার কোথায় ছিলেন ?

দত্ত ॥ পিট্-এর মুখে।

দুর্গা ॥ Chief Mining Engineer রুক্স ?

দত্ত ॥ পিট্-এর মুখে।

দুর্গা ॥ বিস্ফোরণের পরেই ওঁরা দুজনে খাদে নামেননি ?

দত্ত ॥ না।

দুর্গা ॥ তো দেড়ঘণ্টা যাবৎ খাদের মধ্যে আপনারা কি করছিলেন ?

চৌ ॥ Objection !

সেন ॥ Sustained !

দুর্গা ॥ আমরা বলতে চাই, ওরা খাদের মধ্যে evidence নষ্ট করছিল।

সেন ॥ অনুমানের উপর ভিত্তি করে অমন প্রশ্ন আপনি করতে পারেন না।

দুর্গা ॥ My Lord, দু দুটো জীবনের প্রশ্ন এখানে। আমরা দেখাবো, মৃত-দেহ সরিয়ে ফেলা হয়েছে।

চৌ ॥ Objection ! এসব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, wild charge.

সেন ॥ Sustained !

দুর্গা ॥ (বিরক্তিতে ফাইলখানা সজোরে টেবিলে ফেলেন)

I shall call বিনোদ শীল।

সেক্রেটারি ॥ সাক্ষী বিনোদ শীল—

(বিনু ঢোকে, উশ্‌কো খুশ্‌কো চুল। দুর্গার ইঙ্গিতে বসে)

দুর্গা ॥ আপনি কি কাজ করেন ?

বিনু ॥ Apprentice শট্ ফায়ারার।

দুর্গা ॥ কার helper ?

বিনু ॥ দীননাথ মুখুজ্যের।

দুর্গা ॥ ১২ তারিখ রাত্রে আপনি কোথায় ছিলেন ?

বিনু ॥ ঘরে। গান শুনছিলাম।

দুর্গা ॥ সে রাত্রে দীননাথের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয় ?

বিনু ॥ হ্যাঁ। রাতের পালায় কাজ ছিল দীনুদার। আমার ঘরে খেয়ে তবে যায়। আঙুল কেটে গেছ্‌ল। আমার বোন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দেয়।

দুর্গা ॥ কোন হাতের আঙুল ?

বিনু ॥ বাঁ হাতের।

দুর্গা ॥ কোন্ আঙুল ?

(বিনু হাত তুলে আঙুল দেখায়)

দুর্গা ॥ তারপর সে খাদে যায় ?

বিনু ॥ হ্যাঁ। আমার মাকে প্রণাম করে সে চলে যায়।

দুর্গা ॥ Your witness !

(চৌধুরী উঠেন)

চৌধুরী ॥ কবে তুমি শট্ ফায়ারার হবে ?

বিনু ॥ মাসখানেকের মধ্যেই।

চৌ ॥ ভাল করে কাজকর্ম না করলে কি হয় জানই তো? মনিবের বিরুদ্ধে কথা বললে কি হয় জানো?

দুর্গা ॥ Objection! সোজাসুজি সাক্ষীকে ভয় দেখানো হচ্ছে!

চৌ ॥ আমি প্রমাণ করে দেবো সাক্ষী unreliable, মিথ্যাবাদী। ভয় দেখালে সত্যি কথা বার করা সহজ হবে।

সেন ॥ Objection Sustained. Come to the point, Mr. Chowdhury.

চৌ ॥ তুমি কি দীননাথের সঙ্গে পিট্ পর্যন্ত গিয়েছিলে?

বিনু ॥ না।

চৌ ॥ তবে কি করে জানলে সে খাদে নেমেছিল?

বিনু ॥ বারো বৎসরে একদিনও কামাই করেনি দীনুদা।

চৌ ॥ তোমার মাকে প্রণাম করল কেন?

বিনু ॥ অভিজ্ঞ মাইনার, ও বুঝতে পেরেছিল বিপদ আছে।

চৌ ॥ বুঝতে পেরেছিল তো নামল কেন?

বিনু ॥ দীনুদা ওরকমই লোক।

চৌ ॥ যদি বলি দীননাথ আর কোথাও পালিয়ে যাবার ফন্দী করেছিল?

বিনু ॥ দীনুদা পালাবার লোক নয়।

চৌ ॥ যদি বলি, তুমিও জানো সে কোথায় আছে?

বিনু ॥ ভুল বলছেন…

চৌ ॥ তোমার বোনের বয়স কত?

দুর্গা ॥ Irrelevant সব কথা। I object!

সেন ॥ Overruled.

বিনু ॥ ১৪/১৫ হবে।

চৌ ॥ সে এসে দীননাথের হাতে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল!

(চাপা হাসি)

বিনু ॥ দীনুদার সঙ্গে আমাদের - - - - - -

চৌ ॥ দীনুদার সঙ্গে তোমার বোনের কি সম্পর্ক ?

বিনু ॥ (মুখ লাল) তার মানে ?

চৌ ॥ রোজ সন্ধ্যেবেলা তোমার ঘরের সামনে মদের আড্ডা বসে ?

বিনু ॥ মদের নয়, গানের।

চৌ ॥ ঐ একই কথা। মজুরদের গান মানেই মদের স্রোত। মাই লর্ড, এ সাক্ষীর কথার কোনো মূল্য নেই। এ immoral জীবন যাপন করে।

সেন ॥ Mr. Webster, how do you explain the disappearance of Dinanath ?

ওয়েব ॥ If I might make a guess, My Lord, the Indian worker has been known to hide and send his wife to claim compensation.

চৌ ॥ ঠিক। ভারতীয় শ্রমিকদের এটা চিরাচরিত প্রথা। দুর্ঘটনার সুযোগ নিয়ে তারা গা ঢাকা দেয়, যাতে তাদের পরিবার কিছু পয়সা হাতাতে পারে ক্ষতিপূরণ হিসাবে।

(ইউনিয়ন কর্মীদের মধ্যে উত্তেজিত গুঞ্জন। শিউনন্দন কিছু একটা বলতে উঠে—)

সেন ॥ Order, Order !

দুর্গা ॥ এসব হীন কটাক্ষের কোনো প্রতিবাদ করব না। My next witness Inspector মজুমদার।

পেস্কে। সাক্ষী ইন্সপেক্টর মজুমদার হাজির !

(উর্দিপরা ইন্সপেক্টর ঢোকেন)

দুর্গা। আপনি নিয়ামতপুর থানার ও, সি ?

ইন্। হ্যাঁ, স্যার।

দুর্গা। ১৪ তারিখ রাত্রে আপনার কাছে যে information আসে, দয়া করে সেটা কোর্টকে বলবেন ?

ইন্। ১৪ তারিখ রাত্রি পৌনে বারোটার সময়ে খবর পাই, নিয়ামতপুর বাজারের কাছে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে দুটি মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

দুর্গা। আপনি কি করলেন ?

ইন্। আমি তৎক্ষণাৎ সেখানে উপস্থিত হয়ে বডিদুটো পোষ্ট মর্টেমে পাঠাই।

দুর্গা। পোষ্ট মর্টেমের রিপোর্টে কি বেরোয় ?

ইন্। কোনো একটা বিস্ফোরণের ফলে লোক দুটির মৃত্যু হয়েছে। তার ওপর একটা ভারী ধারালো অস্ত্র দিয়ে দুজনের মুখ ছিন্ন ভিন্ন করে দেওয়া হয়েছে।

দুর্গা। পরণে কি ছিল ?

ইন্। উলঙ্গ। কিছুই ছিল না। সারা দেহে অস্ত্রের দাগ। কিন্তু পোষ্ট মর্টেমের রিপোর্টে প্রমাণ হয়ে গেছে অস্ত্রাঘাত করার আগেই লোক দুটির মৃত্যু হয়েছিল।

দুর্গা। আর কিছু আপনার চোখে পড়ে ?

ইন্। একটি লোক লম্বা, আর একটি বেঁটে, বোধ হয় কিশোর মাত্র।

দুর্গা। আর কিছু ?

ইন্। লম্বা লোকটির হাতে একটা ময়লা পোড়া ব্যাণ্ডেজ।

(নিমেষে কোর্টে বিদ্যুৎ খেলে যায় ; চৌধুরী দাঁড়িয়ে উঠেন।)

দুর্গা। কোন্ হাতে ?

ইন্। বাঁ হাতের তিনটি আঙুল।

দুর্গা। কোন্ তিনটি দেখানতো।

(ইন্সপেক্টর হাত তুলে দেখান)

ছবি নিয়েছিলেন ?

ইন্‌। নিশ্চয়ই। ছবি নেয়া আইন।

দুর্গা। কোর্টকে দেখান তো।

(সেন ছবির উপর ঝুঁকে পড়ে)

Your witness !

চৌ। মিষ্টার মজুমদার, নিয়ামতপুর এখান থেকে কতদূর ?

ইন্‌। পঁচিশ মাইল।

চৌ। No more questions !

সেন। আমারো মনে হয় এ ছবিটাকে বা ইন্সপেক্টরের জবান বন্দীকে প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা সম্ভব নয়। পঁচিশ মাইল দূরে দুটো বডি পাওয়া গেছে বলে তার জন্ত শেলডন কোলিয়ারী দায়ী এটা আইন সম্মত হবে কি ?

দুর্গা। রাত্রিবেলা ট্রাকে করে জি. টি. রোড ধরে পঁচিশ মাইল নিয়ে যাওয়া কি এমনিই কঠিন ? মাই লর্ড, আমার বক্তব্য হচ্ছে, কোম্পানি দুই অপরাধে অপরাধী। প্রথম, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন না করে গ্যাস জমতে দিয়ে তারা খনিটাকে একটা বারুদের গাদায় পরিণত করেছেন এবং বিনা ল্যাম্পে সে খনিতে শট্‌ ফায়ারিং করতে পাঠিয়ে দীননাথ মুখুজ্যে ও তার সহকারী কালু সিংকে তাঁরা পরোক্ষভাবে হত্যা করেছেন। দ্বিতীয়, ক্ষতিপূরণ দেয়া এড়াবার জন্তে এবং সরকার তথা দেশবাসীর কাছে তাঁদের কলঙ্ক ঢাকবার জন্তে তাঁরা মৃতদেহ সরিয়ে ফেলেন ও কেউ যাতে সনাক্ত করতে না পারে সেজন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাঁরা মৃতদেহের মুখ বিকৃত করে দিয়েছেন। আমার পরবর্তী সাক্ষী ডাক্তার প্রামাণিক, পোষ্ট মর্টেমের……

সেন॥ No no ! That is quite unnecessary ! এ ছবি evidence নয় ; নিয়ামতপুরে লাস পাওয়া সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন আমি করতে দেব না।

দুর্গা ॥ My Lord, ওটাই আমাদের আসল অভিযোগ, ওটাই…

সেন ॥ Sorry, ও সম্বন্ধে কোন কথা চলবে না। আর কোনো সাক্ষীরও প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। It's a simple case! কোম্পানির সর্বোচ্চ অফিসাররা এখানে উপস্থিত আছেন; এই কোর্টকে সাহায্য করতে তাঁরা যে ক্লেশ স্বীকার করেছেন তা প্রশংসনীয়। তাঁরা এখানে এসে মিথ্যা কথা বলবেন এ আমার মনে হয় না। বিশেষ করে ভারতীয় শ্রমিক সম্বন্ধে মিষ্টার ওয়েবষ্টার যে কথা বলেছেন সেটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

দুর্গা ॥ মাই লর্ড, ভারতীয় হিসেবে আমি তা ভাবতে পারছি না।

সেন ॥ Would you like to be held in contempt, Mr. Saha?

দুর্গা ॥ I apologize, My Lord.

সেন ॥ The court is adjourned।

(সকলে উঠে পড়েন; নানা কথাবার্তা)

ওয়েব ॥ (সেনকে) Lunch at the Director's Bungalow.

চৌধুরী ॥ হ্যাঁ, অপূর্ব বাড়িটি। আগাগোড়া এয়ার-কণ্ডিশন্‌ড্‌। (দুর্গাকে) পয়েন্টটা ধরেছিলে চমৎকার, কিন্তু circumstantial evidence কিনা, লাভ হয় না।

দুর্গা ॥ বিকেলেই যায় যেবে মনে হয়?

চৌ ॥ হ্যাঁ, কেন?

দুর্গা ॥ কাল ভোরে কলকাতা যেতে পারলে ভাল হয়। পরশু অজহর আলি মার্ডার কেস—

সেন ॥ Beautiful climate here!

ব্রুক্‌স্‌ ॥ At this time of year, yes.

(ইউনিয়নের কর্মী কটি ছাড়া সবাই চলে যায়। কুদরৎ একটু
হাসে—)

কুদরৎ ॥ মানুষের প্রাণ, এইটুকু মূল্য ?

(বাইরে থেকে একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসে)

ওকি ?

বিনু ॥ বৌদি, মানে দীনুদার বৌ। অফিসারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কাঁদে।

॥ পর্দা ॥

॥ তৃতীয় দৃশ্য ॥

(পিট্‌হেড। ওপরে চাকা ঘুরছে—কয়লার টব বোঝাই ডুলি এসে থামছে—খটাং করে দরজা খুলে ট্র্যামাররা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে টব। এক আধটা ডুলি থেকে বেরোচ্ছে ক্লান্ত অবসন্ন মজদুর—মাথায় গোল হেলমেট, তাতে বাতি লাগানো; হাতে থলি, কারো বা গাঁইতি, শাবল। সামনে একটু আগুন জলছে—তাকে ঘিরে কয়েকজন মজদুরদের মধ্যে সনাতনকে দেখা যায়। দেয়ালে পোষ্টার—"দীনু মুখুজ্যে হত্যাকারীদের শাস্তি চাই! ইউনিয়নের সভ্য হউন!")

একজন ॥ তারপর ?

সনা ॥ তারপর আর কি ? অন্ধকারে সাঁতার কাটতে লাগলাম। একা। অন্ধকার কাকে বলে সে খাদে আটকা না পড়লে কেউ বুঝতেই পারবে না। হঠাৎ কথা শুনতে পাই। স্পষ্ট কারা কথা বলছে। ছুটে যাই সেদিকে—কালো কয়লার দেয়ালে মাথা ঠুকে পড়ে যাই।

আর একজন ॥ কি, ভূত নাকি ?

সনা ॥ কে জানে ? আবার মনের ভুলও হতে পারে। রাত্রে যেমন শুনি…

একজন ॥ কি ? কি ?

সনা ॥ কথা! খাদের মধ্যে চাপা গমগম শব্দ ঠিক তেমনি গলায়—খবর-দার—৬ নম্বর, রাইজ খবরদার—তারপর—আগুনটা উস্কে দেনারে! আঁধার কেমন চেপে আসছে, হৃষিকেশ!

গফুর ॥ কেবল্ লাগাও—খবরদার!

হৃষি ॥ (অর্থাৎ ১) হ্যাঁ।

সনা ॥ গানটান শুনবি, চলনারে।

ছবি ॥ বিন্ধ্যায় বিকেলে পাল্লা পড়েছে। থাদে আছে—

সনা ॥ কি মুস্কিল।

ছবি ॥ তারপর কি হোলো বলো না।

সনা ॥ হঠাৎ শুনি ঠং ঠং করে গাঁইতি পড়ছে পাথরে। চীৎকার করে উঠলাম—প্রান বাঁচাও! ব্যস, অজ্ঞান। জ্ঞান হলে দেখি হাস-পাতালে।

ছবি ॥ সেখানে ভাল হয়ে উঠলে?

সনা ॥ এই যে, এমনি হয়ে উঠলাম। সাহেব কোম্পানীর হাসপাতাল জানো তো? ভাল হবো কি করে? ওষুধের বোতলে সব নম্বর মারা আছে—এক, দুই, তিন, চার। ডাক্তার আমায় দেখে বললে—কড়া ওষুধ চাই এর, ষোলো নম্বর। রোজ মাথায় ফেটি বাঁধা এক ফিরিঙ্গি মেয়েছেলে এসে আমার ঘাড় ধরে ১৬ নম্বর খাইয়ে যেতে লাগল। একদিন ওষুধ খেয়ে দেখি, বোতলে লেখা আছে ১০ নম্বর। বললাম—এই মেম, হামকে ভুল ওষুধ দিয়া গেয়া; হাম ১৬ নম্বরের আসামী হায়। মেম বোতলটা দেখলে, বললে, ঠিক হায়, আভি ৬ নম্বর খাও। দশ আর ছয় ষোল পূর্ণ হোলো, বোল কলাও।

(সবাই হেসে উঠে। এসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার দত্ত আসেন; হাতে টর্চ, খাদে যাচ্ছেন। পেছনে মোক্তাক।)

দত্ত। ঠিক আছে, আফটারনুন্ শিফ্‌টে বদ্‌লি করে দেব'খন। দরখাস্তটা সকালেই ম্যানেজার সাহেবের টেবিলে রেখে দিও।

মোক্তাক। যেমন আজ্ঞা করেন হুজুর। আর ঐ দুধ হুজুর, কেমন পছন্দ করছেন হুজুর?

দত্ত। ভালই। বিল পাঠাচ্ছ না কেন?

মোস্তাক। সেকি কথা হুজুর! পায়ে দয়া করে ঠাঁই দিয়েছেন হুজুর। এমনই নেমকহারাম ভাবেন হুজুর যে, সামান্ত এক আধসের দুধের দাম চেয়ে আহাম্মকের পথ করবো হুজুর।

দত্ত। চলি—

মোস্তাক। সেলাম হুজুর।

[দত্ত ডুলির দিকে চলে যান। একটু পরে দেখা গেল নীচে নেমে গেলেন। মোস্তাক এসে আগুন পোয়ায়।]

একটু যদি দয়া করেন আপনারা একটু হাত-টাত শেঁকে নিই।

ঋষি। নির্লজ্জ খয়ের খাঁ।

মোস্তাক। আমায় বলছেন?

ঋষি। হ্যাঁ, তেল মাখাতে মাখাতে আর যে রাখলে না চাঁদ।

মোস্তাক। আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার স্বভাবই ঐ। আব্বাজান বলে দিয়েছেন, ওরে মোস্তাক মাথা হেঁট করে থাকবি।

ঋষি। তা বলে দত্তকে অমন ভাবে সেলাম ঠুকবি?

মোস্তাক। দরকার হলে আপনাকেও সেলাম ঠুকবো, সনাতনদার পা টিপে দেব। দেব?

সনাতন। দে।

মোস্তাক। ওসবে আমার বাছবিচার নেই। (পা টিপতে থাকে) দিনের বা রাতের পালায় কাজ পড়লে আমার সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে। মোষ কিনেছি তিনটে। ভোরবেলা দুধ বিলি করে দুপয়সা আসছে। বিকেল ছাড়া কাজ করতে পারব না।

(সাইরেন বেজে ওঠে ভীমগর্জনে। ডুলি ভর্তি মজুররা বেরিয়ে আসতে থাকে। অবসন্ন পা টেনে টেনে সবাই গৃহাভিমুখে রওনা হয়। খনি

ও বাক্স হাতে আসে বিনু। শ্রান্তদেহে সে প্রায় পড়ে যায় আগু-
নের সামনে।)

সনাতন ॥ কি হোল ?

বিনু ॥ চৌষট্টিটা ফায়ার করেছি।

হৃষি ॥ চৌষট্টি ?

বিনু ॥ হ্যাঁ।

হৃষি ॥ পঞ্চাশটার বেশি নাকি নিয়ম নেই ?

সনাতন ॥ দীননাথের কেস-এ সাক্ষী দিয়েছিলে না ?

বিনু ॥ সেইজন্য—খুন করবে ?

সনাতন ॥ চেষ্টা করবে। খুন না হও, পাগল হবে। একটা করে তার জুড়ে আসবে আর মনে হবে আয়ু কয়েক বছর কমে গেল।

হৃষি ॥ বিনুদা।

বিনু ॥ কি রে ?

হৃষি ॥ আওয়াজ করতে কেমন লাগে ?

বিনু ॥ বিচ্ছিরি। কেন ?

হৃষি ॥ আমি শর্ট-ফায়ারার হতে চাই। আমাকে শেখাবে ?

বিনু ॥ দীনুদার কাছে আমিও একদিন ঠিক ঐ কথাটাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম —আমাকে শেখাবে ? দীনুদা কি বলেছিল জানিস ?

হৃষি ॥ কি ?

বিনু ॥ বাড়িতে কে আছে ? বললাম, মা, বোন। বললে—কেটে পড়। অনেক খাইয়ে, পায়ে ধরে তবে রাজী করালাম।

হৃষি ॥ আমার বাড়িতে কেউ নেই। একেবারে একা। নেবে আমাকে ?

বিনু ॥ দেখি, ভেবে দেখি।

হৃষি ॥ আচ্ছা বিনুদা, আওয়াজ করো কেমন করে ? ভয় করে না ?

বিনু ॥ আওয়াজ করতে ভয় নেই। ভয় হয় যখন যাই পয়ের কার্ট্রিজটায়

তার পরাতে। এক এক পা ফেলি, আর মনে হয়—যদি পরেরগুলো হঠাৎ ফেটে যায় গরমে, প্রথমটার ধাক্কায়! তার পরাতে থাকি আর মাঝে মাঝে হাত দিয়ে দেখি পকেটে চাবি ঠিক আছে কি না—

হৃষি। চাবি কিসের?

বিমু। এই তাখ—প্রাণের চাবিকাঠি। এক্সপ্লোডারের চাবি। চাবি ঘোরালেই বারুদ ফেটে যায়। তাই আমি যখন তার পরাচ্ছি নূতন কার্টিজে, তখন এই চাবি থাকে পকেটে। পাছে কেউ…উঃ মাথা ধরেছে।

মোস্তাক। টিপে দেব?

বিমু। না, না।

মোস্তাক। একটু, একটু দিই। সনাতন ভাই, যদি অনুমতি হয় তো বিমুদার কপালটা একটু টিপে দিই।

সনাতন। দাও।

বিমু। মাথার আর দোষ কি? বারুদের ধোঁয়া আর কয়লার গুঁড়ো—উঃ, তার ওপর গ্যাস যা বেড়েছে না সনাতনদা—

(পলকে সনাতন উঠে বসে)

সনাতন। না, না, কেন এসব কথা। কেন এসব অলুক্ষণে কথা? কেন তোমরা এমন করে যন্ত্রণা দাও? (চীৎকার করে) কেন? জবাব দাও।

(হৃষিকেশ জড়িয়ে ধরে সনাতনকে)

হৃষি। বলো বলো, সব ঠিক আছে। সব ঠিক আছে। সব ঠিক আছে।

সনাতন। ঠিক আছে?

রবি। হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে। বসো।

(সনাতন চুপ করে বসে)

বিনু। যাইরে, ম্যাগাজীনে রিপোর্ট করে আসি। চৌষট্টিটা কার্টিজ নিলাম, চৌষট্টিটা কার্টিজ খরচা।

(বাক্স তুলে বিনু রওনা হয় অফিসের দিকে)

মোস্তাক। বাক্সটা মাথায় করে নিয়ে যাব ?

বিনু। যাঃ—(রেগে বিনু চলে যায়।)

(আরিফ আসে, হাতে গাঁইতি, মাঝে মাঝে কাশে, চোখ জ্বলছে)

আরিফ। মোস্তাক, আট আনা ধার দিবি ?

মোস্তাক। আফসোস, আফসোস ! ঐ জিনিসটা সঙ্গে থাকে না। বড় দুঃখ আপনার সেবা করতে পারলাম না।

আরিফ। বড় সেয়ানা তুই। যেমন ফাজিল, তেমনি সেয়ানা।

মোস্তাক। সেও আপনাদের মেহেরবানি।

আরিফ। শালা হপ্তায় মাত্র একটা শনিবার কেন বুঝি না ?

সনাতন। কি রে আরিফ ? অত পয়সার কি দরকার হঠাৎ ?

আরিফ। টেনে বুঁদ হতে চাই আজ।

সনাতন। কেন ?

আরিফ। এমনি—

(কনু দূরে গিয়ে বসে, গাঁইতির ধার এবং ওজন পরীক্ষা করতে থাকে।)

রবি। কি ব্যাপার ? অমন করছ কেন ?

সনাতন। ব্যাপার গুরুতর। জোয়ান ছেলের অমন বেজার মুখ দেখলেই

বুঝবে, কোথাও না কোথাও একটা মাগী আছে।

মোস্তাক। হ্যাঁ ঐ কামিনটা। লছমি না রুক্মি কি নাম।

সনাতন। তাতে কি হোল?

মোস্তাক। ওকে ল্যাং মেরে রমজানের সঙ্গে ঘুরছে।

সনাতন॥ কে রমজান?

মোস্তাক॥ আরে ঐ যে মালকাটা। ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের গফুর মিয়ার ছেলেটা। তারের কি একটা ঠুং ঠাং করে বাজায়; ছুটির দিনে পকেটে রঙীন রুমাল গুঁজে হাওয়া খেতে যায়।

রুবি॥ হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাঞ্জো-ওয়ালা রমজান।

সনাতন॥ তা আরিফের যেমন বুদ্ধি! প্রেমে পড়তে যায় কেন? পে-মাষ্টারের অফিসের পাশেই শুঁড়িখানা বানিয়ে রেখেছে কোম্পানি—আর পাশেই থাকে ইয়েরা; যাও হপ্তার পুরো রোজগারটি ঐখানে একদিনে সাবাড় করে বগল বাজাও; তা না, হাত ধরাধরি আর চোখে চোখ রেখে রঙীন কথাবার্তা!

আরিফ॥ কি বলছো?

সনাতন॥ কিছু না।

আরিফ॥ মুখ সামলে কথা বলো, পাগলা, নইলে—। উঃ মাথার ভেতরে আগুন ধরে যায় এক একবার। ইচ্ছে হয় খাদের মধ্যে দিই এক ঘা বসিয়ে। মাথা ফাঁক করে মুখ ব্যাদান করে পড়ে থাকবে অন্ধকারে, কেউ জানতেও পারবে না।

রুবি॥ পাগলামি করো না আরিফ।

সনাতন॥ তা ছাড়া মহব্বৎ করতে করতে হেরে গেছিস তো কি হয়েছে? রাজকাপুরের মত চুল উস্কোখুস্কো, চোখ ঢুলুঢুলু করে ঘুরে বেড়া, মজা পাবি।

আরিফ ॥ হেরে গেছি। হ্যাঁ। ঐ শালা আধা পুরুষ আধা মেয়েছেলেটার কাছে হেরে গেছি আমি! কি যে শালা বাজালো ঘ্যাঙর ঘ্যাঙ, তলিয়ে গেলাম কোথায়! আগুন ধরে যায় মাথায়। আচ্ছা এই গাঁইতির ওজন কত হবে? না, শাবলই ভাল।

হুবি ॥ কি সব বকছ?

আরিফ ॥ আজকে ভেবেছিলাম মেরে দেব। শালা একমনে কয়লা কাটছিল। পা টিপে টিপে অন্ধকার দেওয়াল ঘেঁষে এগিয়ে গেলাম পেছনে। হঠাৎ টের পেয়ে গেল, ছিটকে গিয়ে গাঁইতি তুললো। ওভারম্যান শালা এসে পড়লো সেই সময়। নইলে কল্জে বার করে আনতাম।

(একটা সোরগোল এগিয়ে আসতে থাকে। সবাই উৎকর্ণ হয়ে উঠে। দুজন শ্রমিক আগে ঢোকে। আনন্দে তারা লাফাচ্ছে।)

১ম ॥ আবার। আবার লেগেছে!

হুবি ॥ কিরে জনার্দন!

জনার্দন ॥ জয়দ্যাল-কাবুলিওলা পালা আবার শুরু হয়েছে।

সনাতন ॥ রোজ এই মঙ্গলকাব্য লেগেই আছে।

(ছোট একটা ভীড় এগিয়ে আসে। তাদের মধ্যে বিশু. জয়দুল ও এক পাঠান। পাঠান জয়দ্যালের কলার চেপে ধরেছে—জয়দ্যাল টল্ছে।)

পাঠান ॥ চালা চোর। চালা পয়সা নেই ভেটা! চালা বাগতা।

জয়দ্যাল ॥ আকাশ, বাতাস, পাথর, পাহাড়, শুশুনিয়া পর্বত।

পাঠান ॥ ক্যা বোল্টা? চালা ক্যা বোল্টা?

জয়দ্যাল ॥ আসানসোলের কাছে শুশুনিয়া পাহাড়।

পাঠান ॥ চালা বজ্জাত—চালা বজ্জাত।

বিশু ॥ এই খাঁ সাহেব,—কি হচ্ছে? দেখছ না মদ খেয়েছে?

পাঠান ॥ চালা ঘোড়াবো মত কেয়েসে টৌ পয়সা কে জেবে ? লাও, পয়সা লাও
চালা ।

জয়হ্যাল ॥ নদ, নদী, খাল, বিল, ২ নম্বর পিট ।

পাঠান ॥ মারো চালাকো ।

আরিফ ॥ আরে মাতোয়ালা হ্যায় ।

পাঠান ॥ যব পয়সা মাংটা তব মাটোয়ালা হোটা । চালা বজ্জাত ।

জয়হ্যাল ॥ ঘোড়া, কুকুর, বেড়াল, গাধা, এ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ।

পাঠান ॥ আজ মারেগা । আজ মারেগা জরুর । চালা রোজ বাগতা ।

জয়হ্যাল ॥ ডুলি, গাঁইতি, শাবল, বেলচা, (চেঁচিয়ে) ম্যানেজার ওয়েবষ্টার ।

(পাঠান একটু ভড়কে যায় ।)

পাঠান ॥ কেয়া বোল্টা ।

জয়হ্যাল ॥ রক্ত, কলিজা, শিনা, বারুদ, আওয়াজ, শটফায়ারার ।

(চেঁচাতে চেঁচাতে আরিফের গাঁইতিটা তুলে নেয় ।)

রক্ত রক্ত রক্ত খুন—

(পাঠান পিছিয়ে যায় ।)

পাঠান ॥ এ ক্যা ? ক্যা হুয়া ?

সনাতন ॥ আর কেয়া হুয়া । মদ খায়কে উসকা মস্তিষ্ক বিকৃতি হুয়া—

জয়হ্যাল ॥ বেরো । শালা ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড, ওভারম্যান, ট্রামার, ট্রলি ! চল
শালা ।

পাঠান ॥ বাচা, বাচা ! কাল—কাল আয়গা ! পিয়া হ্যায় ।

(পাঠান প্রস্থান করে ।)

জয়হ্যাল ॥ শালা চীপ মাইনিং এঞ্জিনিয়ার ।

বিশু॥ এই জয়হ্যান। কি হোলরে? কি বলছিস?

জয়হ্যান॥ কদ্দুর গেল?

(গাঁইতি ফেলে জয়হ্যান বসে।)

রবি॥ ভেঙেছে, কেটে পড়েছে।

বিশু॥ কত ধার করেছিস?

জয়হ্যান॥ মনে নেই। সুদ দিতে হয় হপ্তায় ছ'টাকা, মানে দেবার কথা —আমি দিই না। আঠারো টাকায় ছ টাকা গেলে খাব কি?

বিশু॥ তাই সব সময়ে মদ খাস?

(কুদরৎ এবং আর একজন কথা বলতে বলতে প্রবেশ করে।)

অন্যজন॥ ঐ শালার মুন্‌শীর ফিরে বেড়ে যাচ্ছে, বুঝলে কুদরৎদা। আমরা বাগ্দী। ইউনিয়ন যদি কিছু বিহিত না করে তবে মুন্সীকে আর খুঁজে পাবে না বলে দিলাম।

বিশু॥ এস কুদরৎভাই আগুন পোয়াও—

(কুদরৎ বসে)

কুদরৎ। সময় বেশী নেই। এক নম্বরে মিটিং আছে।

বাগ্দী। মিটিং ফিটিং বুঝি না কুদরৎদা—বিহিত করবে কিনা বলে দাও সাফ সাফ—

মোস্তাক। এর মাথা গরম হয়েছে। একটু জল ঢেলে দেব?

বাগ্দী। থাম তুই।

বিশু। কি হয়েছে?

কুদরৎ। এক নম্বর পিটের মালকাটা এ, অনু বাগ্দী। ওখানকার মুন্সীটা বড় জ্বালাচ্ছে। টবগুলোর নম্বর দেয় ত মুন্সীটা, ঘুষ চায়, বলে ঘুষ না দিলে লিখবে না যে টব ভর্তি হয়েছে।

বাগ্দী। না তোমরাই বল ভাই। সারাদিন কয়লা কেটে একটা টব ভর্তি

কয়লায়, আড়াইটি টাকা পাব। তা থেকে আবার ঘুষ? রাগ হবে না?

হুরমৎ। মুনশী আবার জীবন মিত্র—ম্যানেজারের পেটোয়া লোক। কি যে করি! দরখাস্ত লিখে লাভ নেই, ইউনিয়নকে স্বীকারই করে না। চল দেখি।

আমিক। যাও যাও, যাও।

(অনু এবং হুরমৎ চলে যায়।)

সনাতন। আগুন উসকে দাও, উসকে দাও।

(কথাটি দ্ব্যর্থবোধক হতে পারে; বিনু বোঝে, একটু হাসে।)

বুধি। দিচ্ছি, দিচ্ছি।

মোতাব। আমি দিচ্ছি। কয়লার আক্রা কি!

জয়হ্যান। তাস খেলবি?

মোতাব। কোয়াটারে চলুন, খেলবো।

জয়হ্যান। তোর সঙ্গে নয়। তাসকেও ব্যবসা বানিয়ে তুলেছিস।

(বিরাট একটা টব ঠেলতে ঠেলতে আসে দুইজন C.R.O. শ্রমিক; আগুন দেখে তারা দাঁড়িয়ে পড়ে।)

C. R. O.। একটু, একটু বিড়ি খেয়ে নিই।

২। ঝামেলা বাধাবি বলে দিলাম।

১। দাঁড়া না, একটু, একটু।

(১ নং আগুন ঘেঁষে বসে পড়ে।)

উঃ কি ঠাণ্ডা!

(মাথা ঝাঁকিয়ে চুপ করে বসে থাকে।)

সনাতন। কিগো, ঘুমিয়ে পড়লে নাকি?

১। এঁ্যা!

বলছি ঘুমোলে?

জয়হ্যান।

১। না—কই না। বড়…বড় ধকল।

সনাতন। ক'ঘন্টা কাজ করলে?

১। কে জানে?…পাঁচ…দশ…অনেক…বড় ধকল।

বিহু। পাঁচ দশ মানে? এ কি?

মোস্তাক। এরা দুঃখী, বড় দুঃখী। এরা সি, আর, ও।

সনাতন। বারোয়ারী মজুর। ঘন্টার একটা ঠিকঠাক নেই। আজ কোম্পানী কি দিয়ে অতিথি সৎকার করলো?

১। এঁ্যা?

সনাতন। বলছি কি খাওয়াল আজ?

১। লপ্‌সি।

সনাতন। কাল?

১। লপ্‌সি। তাইতেই তো জোর পাই না, বুঝলে—বড় ধকল।

(C. R. O.—রা টব ঠেলতে ঠেলতে ক্লান্ত পায়ে চলে যায়। গফুর কাছে আসে।)

গফুর। কি, আবর জুয়ার আড্ডা বসেছে?

সনাতন। জুয়া বুধবারে হয় না, রবিবারে। বুধবার পর্যন্ত হাতে পয়সা থাকে না।

গফুর। ঐ হতভাগা জয়লালকে বিশ্বাস নেই। শালা সেদিন খাদের মধ্যে বোতল নিয়ে গেছলো। এই শালা নিয়েছিলি কি না?

জয়। মাঠ, ঘাট, বন্দর, জাহাজ, নৌকো।

গফুর। ওকি?

জয়। জামা, কাপড়, গেঞ্জি, চাদর, আলোয়ান, কেজ টুপি।

গফুর। এঁ্যা।

সনাতন। ভুল বকছে।

গফুর। টেনেছে?

সনাতন। হ্যাঁ।

অর। ধান, পাতা, গাছ, বট, শাল, পেছনে বাঁশ।

গফুর। যত্তসব—

(গফুর হনহন করে ল্যাম্পরুমের দিকে চলে যায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটি ঘোমটা-পরা সন্তানবতী বধূ এসে একপাশে একটা ভাঙা চাঁকার উপরে বসে, হাতে গামছা জড়ান বাটি।)

আবিদ। এই শালার ছেলে বলেই ধনঞ্জয়ের অত বাড় বেড়েছে। নইলে আবি-দের বিবির দিকে তাকানোর সাহস হোত না।

রবি। আরে আরে কে যাইরি ?

মোস্তাক। উনি ? উনি ট্রামার হরিদাস মাইতির বিবি। রোজ আসেন খাবার নিয়ে।

সনাতন। হুঁঃ, ক্যানটিনের খাবার খেলে নাকি হরিদাসের কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।

আবিদ। নতুন বিয়ে করেছে কি না তাই অত। আমারও একটা ইচ্ছে ছিল— রুকুমি আসবে—খাবার নিয়ে বসে থাকবে। বরবাদ হয়ে গেল—সব বরবাদ হয়ে গেল।

রবি। ছাড়োনা।

বিশু। তোমারও দিন আসবে ভাই।

আবিদ। আরদিন আর বেশী নেই। ঘনিয়ে এসেছে

বিশু। কি রকম ?

আবিদ। এই কাশি—ডাক্তার বলেছে আমার যক্ষ্মা হয়েছে, কয়লার গুঁড়ো গিয়ে গিয়ে ফুসফুস ফুটো হয়ে গেছে।

মোস্তাক। সে তো সকলেরই হয় বাবা।

বিশু। তা তোমার যখন অসুখ, রুকুমিকে বিয়ে করা কি উচিত হোত ?

আবিদ। ওরও তো অসুখ। কয়লা বয়ে বয়ে ওর পেট জখম হয়ে গেছে।

ছেলেপুলে হবে না। (একটু থেমে) না হোক, আমি রুকমিকেই চেয়েছিলাম, ছেলেপুলে নয়। অ্যারে...

(তার দৃষ্টি লক্ষ্য করে সবাই দেখে রুক্মি আসছে। পিঠের ওপর একটা টুকরী। চলার ভঙ্গিতে ফুটে উঠছে লাস্য, সপ্রতিভ আকর্ষণেচ্ছা। হাতে একটা কাগজ নিয়ে সে পেমাষ্টারের ঘরে ঢুকে যায়।)

বিষ্ণু। ঐ রুক্‌মি।

ছবি। হ্যাঁ।

(রুক্‌মি বেরিয়ে আসে—পয়সা গুণছে। কাছে এসে দাঁড়ায়, আঁচলে পয়সা বাঁধে। ইচ্ছে করেই সে আমিরের দিকে তাকায় না।)

জয়হ্যাল। কি গো রুক্‌মি? কত রোজগার হোল?

রুকমি। এক টাকা এক আনা। তোমার তাতে কি?

জয়। বেড়াল কেমন?

রুকমি। তোমার চেয়ে ভাল।

জয়। ময়না?

রুকমি। (একটু রেগে) জানি না।

সনাতন॥ একবংশ জীবজন্তু পালছো—রোজ একটাকা এক আনা রেটে পায় কি করে?

জয়॥ উপরি আছে।

রুকমি। (চলে যাচ্ছিল, ঘুরে) কি?

জয়॥ বলছিলাম অনেকে দেয় টেয়, ভালবেসেই দেয়।

(রাগে রুকমির বাক্যস্ফূর্তি হয় না, তারপরেই সে কায়দা বদলায়, এক আহ্বানাত্মক হাসি ছেড়ে এগিয়ে আসে।)

রুকমি॥ কেন ভাই? তুমি দেবে নাকি।

জয়॥ বোমা, গুলি, বারুদ, পিস্তল, টোটা।

রুকমি॥ না, তোমার আবার মতিবাই আছে সর্দার পাড়ায়। এত পয়সা, তার

পেছনে চালো, দেখোত আমার গায়ের বাঁধুনি ওর চেয়ে খারাপ ?

জয় ॥ মদ, মাংস, মেয়েমানুষ, মানে মারামারি আর কি—যোৎ, কি ছাই বকছি !

রুকমি ॥ এই মুরোদ ! ছি ! কাটাকাটি করবে খুব, কাজের বেলায় ল্যাজ গুটিয়ে পালাবে। এখানকার সব কটা মানুষই অমনিধারা ;

(কথাগুলো যে আমিনের উদ্দেশ্যে বলা এ কারো বুঝতে বাকি থাকে না।)

আমিন ॥ কেবল একজন ছাড়া।

রুকমি ॥ হ্যাঁ, শুধু একজন ছাড়া। (আবার বচনা হয়)

আমিন ॥ তাও যদি একটা মরদ হোত।

রুকমি ॥ (ঘুরে) আর তুমি বুঝি খুব মরদ।

আমিন ॥ (উঠে) দেখতে চাও ?

রুকমি ॥ গত এক বছর ধরেতো দেখে আসছি। একটু হাত ধরলে আর দুটো মিষ্টি কথা বললে আমাদের মন গলে না তাও আবার কয়লার গুঁড়োয় তোমাদের গলা জেনে থাকে, মিষ্টি কথাই মনে হয় গালাগাল।

আমিন ॥ আমি তোমার জন্তই...তোমার মুখ চেয়েই...ভেবেছিলাম দুটো পয়সা কামিয়ে তারপর বিয়ে টিয়ে করে—মানে বিয়ের আগে তোমাকে বেইজ্জতি করতে চাইনি।

(রুকমি আবার হেসে উঠে।)

রুকমি ॥ মোল্লা সাহেব এলেন যে ! ও সবের মধ্যে আবার ইজ্জৎ-টিজ্জৎ এনে ফেলছ কেন ? যাই দেখি রমজানটা কোথায় গেল ;

আমিন ॥ দাঁড়াও (এগিয়ে আসে) ঐ বেতমীজ।

রুকমি ॥ উম্‌ একটু—একটু। আরো মোটাবে।

আমিন ॥ (চেঁচিয়ে উঠে হঠাৎ) তোকেও ওর সঙ্গে টুকরো টুকরো করে কাটবো।

রুকমি ॥ জোর করে দেখতে পার।

(শ্রীবাস্তবী করে রুকমি বেরিয়ে যায়—ডাক শোনা যায় "রমজান, এই রমজান।")

আমিক ॥ আজকে খাদের মধ্যেই তাকে শেষ করে দেওয়া উচিত ছিল।

(হরিদাস আসে খাদ থেকে, চোখ পড়ে বউয়ের উপর, দ্রুতপায়ে সে এগিয়ে যায়।)

হরি ॥ কতক্ষণ ?

বউ ॥ এই তো।

হরি ॥ রোজ কেন এসে বসে থাক ? (বউ বাটি বার করে দেয়, হরি খেতে শুরু করে) আজ দেড় টব কয়লা তুলেছি, তার মানে তিন টাকা বারো আনা। এক টাকা চার আনা বাঁচবে। আগে কত জমা হয়েছিল ?

বউ ॥ ষোল টাকা ছয় আনা।

হরি ॥ তা হলে হোল গিয়ে তোমার সতের টাকা দশ আনা। রুলি গড়াতে আর বেশিদিন নেই, বুঝলে ?

(বউ জবাব দেয় না, সোরগোল করতে করতে রুকমি ফিরে আসে রমজানের হাত ধরে টানতে টানতে, রমজানের অপর হাতে ব্যাঞ্জো, পেছনে চুনি।)

রুকমি ॥ না, তুমি এখানে বসে বাজাও। কেমন আগুন জ্বলছে।

রমজান ॥ রুকমি তোর জ্বালায়—বোল হে। এখানেই হয়ে যাক।

মোস্তাক ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, হোক।

সনাতন ॥ লাগ, লাগ, লাগ; লাগ।

রুকমি ॥ রমজান আমার বেড়ালের ঘুঙুর আননি ?

রমজান ॥ এঁ্যা ? হ্যাঁ, এই যে।

রুকমি ॥ (ঘুঙুর বাজিয়ে) বাঃ বা বা বা বা ! বাবার গলায় পরিয়ে দেব, ম্যাও ম্যাও করবে আর পায়েল বাজবে।

রমজান ॥ বাজাবো ?

রুকমি ॥ হ্যাঁ।

রমজান ॥ ধর ভাইয়া কাওয়ালি।

(ঢোল বেজে ওঠে, সেই সঙ্গে ব্যাঙের শব্দ। রুকমি পেছনে একটা উঁচু জায়গায় উঠে দৃশ্যটা দেখে। একটু বাজনা চলতেই—)

রুকমি ॥ রমজান। (বাজনা থামল।)
ওই সাহেবের বাগান থেকে আমার জন্য পেয়ারা আননি?

রমজান ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, কোথায় গেল? এই যে—ধরো।

(পেয়ারা ছুঁড়ে দেয়। পরমানন্দে আরিফকে দেখিয়ে রুকমি পেয়ারা খায়। বাজনা চলে—হঠাৎ—)

আরিফ ॥ ব্যাস, খামোশ।

(বাজনা থামে।)

উঠে এসো ওখান থেকে।

রমজান ॥ তার মানে?

আরিফ ॥ যদি মরদ হও তো উঠে এসো। মোকাবিলা আছে।

(তৎক্ষণাৎ উঠে আসে রমজান।)

রমজান ॥ কি বলতে চাও?

আরিফ ॥ তুমি একটা বদমাইশ। আমার জিন্দগী বরবাদ করে দিয়েছ তুমি।

রমজান ॥ দেখ আরিফ, অনেকদিন থেকে তোমাকে লক্ষ্য করছি আমি। নিজের মেয়েমানুষকে নিজে আগলে রাখতে পারনা আর দোষ দিচ্ছ আমাকে?

আরিফ ॥ রুকমিকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছ তুমি।

রমজান ॥ খবরদার, পুঁতে ফেলবো এখানে।

(মুহূর্তের মধ্যে দুজনের খণ্ডযুদ্ধ বেধে যায়। সবাই মিলে থামাবার আগেই রমজান পড়ে যায় মাটিতে, টেনে সরান হয় দুজনকে, দুজনেই হাঁপাচ্ছে।)

আরিফ ॥ এই বলে রাখলাম রমজান, তোর জান নেবই, কোথাও না কোথাও, একদিন না একদিন।

(আরিফকে হিঁচড়ে নিয়ে যায় কয়েকজন ; রুকমি হাই তোলে অর্ধভুক্ত পেয়ারা ফেলে দিয়ে নেমে আসে।)

রুকমি ॥ হয়েছে ?

রমজান ॥ শালা হঠাৎ মেরে বসলো তাই—

রুকমি ॥ গায়ে আর একটু তাগৎ আনো, বুঝলে ? একেবারে ল্যাগব্যাগ সিং।

রমজান ॥ না না, তুমি দেখ—হাতটা দেখ কি শক্ত—

(রুকমির প্রস্থান, পেছনে রমজান।)

সনাতন ॥ ছুঁড়ি দুজনকেই পাগল বানিয়ে ছেড়েছে।

(একটা চাপা, গণ্ডগোল শোনা যাচ্ছে। সবাই দাঁড়িয়ে উঠে। উত্তেজিত জল্পনা কল্পনা করতে করতে , একদল মজদুর ঢোকে, কেন্দ্রস্থলে এক বলিষ্ঠ শটফায়ারার, কাঁধে ঝোলান বাক্স। নাম হাফিজ আলি।)

হাফিজ ॥ পুরো বাতিটা নীল হয়ে গেল। আর বাতি ফাতি দরকার হয় না, হাফিজ আলির ওসব দরকার হয় না , খাদে নেমেই বুঝতে পারি গ্যাসের অবস্থা কি ?

একজন ॥ বাতাস প্রায় নেই বলে মনে হচ্ছে। বুকে যেন পাথর চাপান—

বিনু ॥ কি হয়েছে হাফিজ দা ?

হাফিজ ॥ গ্যাস—বিনু—কাজ করা অসম্ভব। এক নম্বর পিট ছেড়ে সবাই বেরিয়ে এসেছে। —

(দুলহৎ আসে ছুটতে ছুটতে।)

দুলহৎ। সবাই বেরিয়েছে তো ?

হাফিজ ॥ সবাই।

দুলহৎ ॥ জামাই গ্যাস। আইন আছে মুড়ক খোল ছুটের বেশী চওড়া হবেনা

নইলে গ্যাস জমে। এখানে তো বাইশ-ফুট পর্যন্ত চওড়া হয়। দেখুন আপনারা, টাকার লোভে কয়লা কাটতে কাটতে কি ভাবে আমাদের জীবন বিপন্ন করে কোম্পানি।

(অকস্মাৎ মেশিনের গর্জন থেমে যায়, এক নম্বর পিঠে কাজ বন্ধ হয়েছে। দলে দলে মজদুর বেরিয়ে আসতে থাকে, মন্তব্য শোনা যায়।)

১ ।। খাদ তো নয়, কবর।

২ ।। ওর মধ্যে আবার বলছে আওয়াজ কম।

(দুইদল মিশে যায়, উত্তেজিত মত আদান প্রদান। দত্ত বেরিয়ে আসেন ভিড় ঠেলে—তিনি মাঝখানে এসে দাঁড়ান।)

দত্ত ।। এর অর্থ কি? এর মানে কি?

৩ ।। নীচে থাকা এখন বিপজ্জনক।

দত্ত ।। কেন?

হাবিব ।। জানেন না কেন?

সনাতন ।। ওকে শোঁকাওগে! বুঝবেন।

দত্ত ।। গ্যাস? আমি বলছি গ্যাস জমেনি।

সনাতন ।। তাহলে আপনিই নিচে যান, আমরা ঘরে চললুম। (সবাই হেসে ওঠে।)

দত্ত ।। তোমরা মাইনে খেয়েছো—নেমকহারামি করতে লজ্জা করে না?

জগু ।। মাইনের জন্য জান দিয়ে আসবো?

দত্ত ।। চোপরাও।

জগু ।। ঝুট, ঝুট, চুপ, ন্যাড়া টাক ইত্যাদি।

সুব্রত ।। মাইনে যা দেন তার শতগুণ বেশি মুনাফা আপনাদের সিন্দুকে জমা করে দিই। ওসব কথা আর বলবেন না।

দত্ত ।। তুমি কে?

সুব্রত ।। সে কি! ভুলে গেলেন?

দত্ত ।। তুমি কোম্পানীর অফিসে অনধিকার প্রবেশ করেছ খেয়াল আছে?

ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের সেপাইরা তোমাকে মারতে মারতে আধমরা করে রেখে যান?

একটি কণ্ঠস্বর ।। তাতে কি আমাদের প্রশ্নের জবাব হয়ে যাবে?

হাফিজ ।। না খাদে গ্যাস কমে যাবে।

দত্ত ।। তোমরা বেআইনী ভাবে কাজ বন্ধ করেছ তার ফলাফল—

ফুদরৎ ।। বে-আইনী? শুনুন বন্ধুগণ (একটা চাকার উপরে উঠে) ১৯৫৭ সালে ভারত সরকারের কয়লাখনি আইনের ১০৫ ধারায় স্পষ্ট ভাষায় লেখা রয়েছে খাদের গ্যাস বেড়ে গেলে তৎক্ষণাৎ সমস্ত মজুরকে উপরে তুলে আনতে হবে। কোম্পানি সে আইন মানেনি, তাই আপনারা নিজের থেকে বেরিয়ে এসে কোন বে-আইনী কাজ করেননি।

দত্ত ।। কে বললে খাদে গ্যাস জমেছে?

হাফিজ ।। আমি বলছি।

দত্ত ।। শুধু বাতি দেখে সব সময় বোঝা যায় না।

হাফিজ ।। শুধু বাতি নয়, আমার চোখ নাক গায়ের চামড়া সব দিয়েই।

দত্ত ।। কিন্তু কোম্পানীর বড় বড় এক্সপার্টরা যন্ত্রপাতি দিয়ে পরীক্ষা করে বলেছেন গ্যাস নেই।

বিষ্টু ।। দাদুদাকে খাদে পাঠাবার সময়ও একই কথা বলেছিল।

(উচ্চরবে সমর্থন আসে ভীড়ের মধ্য থেকে।)

দত্ত ।। তাহলে কাজে যাবে না তোমরা?

সনাতন ।। দেখে শুনে কি মনে হয়?

দত্ত ।। ফল বড় ভাল হবে না। ভাল হবে না বল।

মোস্তাক ।। লেবার সাহেব, আমি যাব। যদি বলেন তো খাদে যাব। এক্ষুনি যাব। যেখানে বলবেন সেখানে যাব।

আরিফ ।। শালা গদ্দার।

(দত্ত বেরিয়ে গেলেন।)

মোতাব ॥ তোমরা বোঝ না। আপনারা বোঝেন না। ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড আসবে এক্ষুণি। বাবা বাঁচাবেন না? আমি বাঁচাবো। আমার বাঁশী বেজার সময়।

(মোতাব চলে যায়। জনতার মধ্যে ভীত গুঞ্জন।)

সুহৃৎ ॥ বন্ধুগণ, ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড কি করবে? কজনকে মারবে? খাদে যদি মরেন সবাই একসঙ্গে কোরবান হয়ে যেতে পারেন, জানেন? হীরুদাকে সবাই চিনতেন তো?

[সকলে "হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় নিশ্চয়"]

হ্যাঁ সবাই চিনতেন। এ তল্লাটে এমন কেউ নেই যে হীরুদাকে চিনতো না। তিনি ছিলেন সবার দাদা। তাঁকে যখন খাদে পাঠিয়ে মারলো, তখন থেকেই কোম্পানী জানে গ্যাস জমেছে। আজ পর্যন্ত তারা কোন ব্যবস্থা করেনি। ফ্যান কমজোর হয়ে গেছে, বাতাস প্রায় নেই, বালি ছড়ানো বন্ধ করেছে। কয়লার গুঁড়োয় খাদ অন্ধকার, বাতিগুলো জ্বলছে নিবু নিবু শিখায়। কারণ খরচা ওরা করবে না। ওরা চায় মাসে পঞ্চাশ হাজার টন প্রডাকশন। সেটাকে বাড়িয়ে ষাট সত্তর করতে পারলে আরো ভাল হয়। আর সেই মুনাফা যারা গড়ে তুলছে, তাদের জীবন রক্ষায় কি ব্যবস্থা ওরা করছে বলুন? ওরা ইংরেজ, তাই ভারতীয় মজুরদের প্রাণের মূল্য নেই। মরে গেলেও সংকার হয়না। মুখ থেঁতলে, উলঙ্গ করে দেহ ফেলে দেয় দূরে। আর পাশেই আছে দেশী কোম্পানী। ওরাও মুনাফা কামাচ্ছে, শোষণ করছে, তবু হাসপাতাল করেছে, স্কুল করেছে, পারে

(একটা চাপা উত্তেজনা ও গুঞ্জন। ভীড়ের মাঝখানে এসে দাঁড়ান সুবাদার মহাবীর সিং ও গফুর।)

মহাবীর ॥ কি হয়েছে ?

(নীরবতা)

গাড়ী চলছে, সবাই বাইরে কেন ?

কুদরৎ ॥ (নেমে আসে) নীচে গ্যাস জমেছে।

মহাবীর ॥ তুমি কে ?

কুদরৎ ॥ আমি যে হই—কথা হচ্ছে জীবন বিপন্ন করে মজদুররা—

(বিদ্যুৎগতিতে এক মুষ্টাঘাত করে মহাবীর, কুদরৎ ঘুরে পড়ে যায়।)

মহাবীর ॥ আর কেউ ? [সবাই ভয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।]

তাহলে এবার কাজে যাও।

হাফিজ ॥ গেলে একজনও ফিরবে না।

মহাবীর ॥ কেন ?

হাফিজ ॥ গ্যাস জমেছে।

মহাবীর ॥ জমুক। আমি হুকুম দিচ্ছি যাও—

সনাতন ॥ (গলা খাঁকারি দিয়ে) গ্যাস কি হুকুম শুনবে ?

মহাবীর ॥ কি ?

সনাতন ॥ বলছিলাম গ্যাসকে ঠাণ্ডা করার জন্যও চাই ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড—

[এবার সনাতনকে মারে ; পড়ে যায়, কলার ধরে তুলে আবার মারে। হঠাৎ মাথা চেপে ধরে চিৎকার করে উঠে সনাতন।]

সনাতন ॥ অন্ধকার। কিছু দেখতে পাচ্ছি না—হুজুর কবর।

মহাবীর ॥ চালাকি করছো ?

(আবার হাত তোলে; রমজান ছুটে এসে দাঁড়ায়।)

রমজান ॥ দোহাই হুজুর, ওর অসুখ ওকে মারবেন না।

গফুর ॥ (ধমকে) রমজান।

মহাবীর ॥ তোমার ছেলেটা না ?

গফুর ॥ হাঁ হুবাদার সাহেব।

মহাবীর ॥ এই শিক্ষা দিয়েছ ?

গফুর ॥ (ক্ষেপে যায়) রমজান—সরে আয় ওখান থেকে।

রমজান ॥ আব্বাজান সনাতনদা বুড়ো, ওর মাথার বেমারী আছে। ওকে তোমরা মেরো না।

গফুর ॥ ও শালা মতলবি, মজুরদের উস্কানি দেয়। ওকে মেরে আজ সোজা করে দেওয়া হবে। সরে আয় ওখান থেকে।

রমজান ॥ না।

গফুর ॥ কি বললি ?

রমজান ॥ মাপ করো আব্বাজান, আমাকে মারো আমি সরবো না।

মহাবীর ॥ মারো—

(গফুর এসে কলার চেপে ধরে।)

গফুর ॥ ছেলে বলে আমার কাছে রেহাই পাবি না জেনে রাখ।

(মারে—একবার দুবার তিনবার—রমজান পড়ে যায়।)

আব্দুল গফুরের ছেলে তুই। আমার ঘরে কখনো যদি পা দিয়েছিস তো তোকে কুকুরের মতন গুলি করে মারবো। তোর মার সঙ্গে পর্যন্ত দেখা করতে পারবি না বলে দিলাম। (মহাবীরকে সেলাম করে) সাজা দিয়েছি।

মহাবীর ॥ আমি পাঁচ গুনবো তারপর যাকে ওপরে দেখবো তাকেই শুইয়ে দেব। এক…দুই… (জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য)

তিন…চার…

(অনেকে রওনা হয়েছিল—বিরু হঠাৎ চিৎকার করে উঠে।)

বিরু ॥ থ্যাক ফুটিয়ে সবাই থাকে থাকে।

মহাবীর ॥ তুমি পর্দার লেখাপড়া জানো। তোমার মুখে এসব বেহুদো শোনাচ্ছে বিনোদ।

বিনু ॥ (অসহ্য ক্রোধে) কিসের ভয় দেখাচ্ছেন। আমি শটফায়ারার, বারুদ ঘেঁটে জীবন কাটাই। আপনাদের এই বীভৎস অত্যাচারের জবাব…

মহাবীর ॥ অত্যাচার কোথা ?

বিনু ॥ একটা অসুস্থ বৃদ্ধকে, ওখানে শুইয়ে দিয়েছেন, একটা আপনভোলা বাচ্চা ছেলে এখানে বসে কাতরাচ্ছে। মানুষের—মানুষের গায়ে হাত দেন ? ঐ হাত ভেঙে দেব আমরা।

(রুল তুলে এগিয়ে আসে—শান্তস্বরে শোনা যায়।)

হাফিজ ॥ গায়ে হাত দিয়ে দেখুন। (মহাবীর দাঁড়িয়ে পড়ে।)

মহাবীর ॥ আর একজন শটফায়ারার। ভাল রে ভাল।

হাফিজ ॥ কই মাথা ভাঙলে না ?

(মজুররা কেউ গাঁইথি কুড়োচ্ছে, কেউ শাবল, কেউ বা একখণ্ড কয়লা।)

মহাবীর ॥ এখানে আমি একা। তবে আমার দিন আসবে বুঝেছ ?

আরিফ ॥ (চেঁচিয়ে) মাথা ভাঙালে না ?

মহাবীর ॥ মাথা ভাঙার অনেক কায়দা আছে—শুধু যে ভাঙার বাড়িতেই—

কয়েকজন ॥ মাথা ভাঙলে না ?

মহাবীর ॥ পুলিশ আসবে কেস হবে—সবকটাকে ধরে হাজতে—

অনেকে ॥ মাথা ভাঙলে না ?

মহাবীর ॥ তোমাদের সকলকে এর জবাবদিহি করতে হবে।

সকলে ॥ মাথা ভাঙলে না ?

(দুজনে পিছু হটে। সর্দার কিছু একটা বলতে প্রয়াস পায়, প্রতিবারই সমবেত চিৎকারে গলা ডুবে যায়। দুজনের প্রস্থান। হাসির ফোয়ারা উঠে। কুদরৎ বিনুর হাত চেপে ধরে।)

কুদরৎ ॥ কোম্পানী তোমাকে বুঝিয়ে দিল, না বিনুভাই ?

(এক মুহূর্ত তারপরই বিহু হাত ছাড়িয়ে নেয়।)

বিহু। হঠাৎ রাগে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। —রাখছিলে সে—কিন্তু— এখন—এখন ভাবছি বাড়ি গিয়ে মাকে কি বলবো। শনিবার আসবে না' চাল ডাল আসবে না।

ফুরসৎ। গিয়ে বলবে গলা তুলে "যতদিন না গ্যাস পরিষ্কার হচ্ছে, ততদিন হরতাল—"

বিহু। জানি না, কি বলবো। মার যে অনেক আশা—(বিহু চলে যায়।)

ফুরসৎ। সনাতন আর রমজানকে ডাক্তার খানায় একবার দেখিয়ে নাও গে।

হাকিম। তোমার ঠোঁট কেটে গেছে, চল—

ফুরসৎ। হুঁহ, আমি চললাম আসানসোল। হরতালের সময়ে তোমাদের খাবার চাই, পয়সা চাই। সবাইকে জানাতে হবে এ কথা।

(ফুরসৎ চলে যায়। সনাতনকে পিঠে নিয়ে আদ্রিক চলে যায়। পেছন কিছু মজদুর। হাকিম এসে রমজানের কাছে দাঁড়ায়।)

হাকিম। কি হয়েছে? উঠতে পারছো না?

রমজান। না, উঠছি। মাকে—মাকে দেখতে পাবনা যে হাকিম।

হাকিম। আরে পড়ুয়া মিয়াঁর রাগ চট করে পড়ে যাবে, চলো।

রমজান। কোথায় যাবো? বাড়ি যাওয়া বারণ। ব্যাকোটা কোথায় গেল?

(রুমাল কুড়িয়ে এনে দেয়। এমনি সময়ে ছুটতে ছুটতে আসে রুকমি।)

রুকমি। (হেসে) রমজান তুমি নাকি আবার মার খেয়েছে?

হাকিম। এই রুকমি রাত্তিরটা রমজানকে তোর ঘরে নিয়ে যাস নারে। ওর বাড়ি যাওয়া বারণ হয়ে গেছে।

রুকমি। (শিউরে ওঠে) এঃ রক্ত বেরুচ্ছে। রক্ত দেখলে আমার গা গুলোয়। রমজান ভাই, কিছু মনে করো না; ভাল হয়ে গেলে তারপর এসো কেমন? (রুকমি চলে যায় গান ভাঁজতে ভাঁজতে, রমজান হাসে)

রমজান। হাকিমদা আমি বরং বাজাই বুঝলে?

হাকিম ॥ চল্ চল্ আমার ঘরেই শুয়ে থাকবিখন। জয়হ্যাল যাবি না?

জয়হ্যাল ॥ নাঃ ঘরের দোরে পাওনাদার বসে আছে। (সবাই চলে যায় জয়হ্যাল ছাড়া, সে আগুনের কাছে শোবার ব্যবস্থা করে। হঠাৎ সে বলে উঠে—)

জয়হ্যাল ॥ গ্যাস, বারুদ, অন্ধকার, সুড়ঙ্গ, কাবুলিওলা, খাদ, আকাশ, আলো, ফুল, রুকমি, রমজান—

পর্দা

॥ চতুর্থ দৃশ্য ॥

(প্রথম দৃশ্যের অনুরূপ। রাত হয়ে গেছে। দূরে কোথায় সংকীর্তন হচ্ছে। আলো জ্বলছে না, কোথাও না। ভয়াবহ নিস্তব্ধতা। মা চুপ করে বসে আছেন দোর গোড়ায়। পা টিপে টিপে আসে বিনু। মাকে দেখেই দাঁড়িয়ে পড়ে।)

বিনু। (হেসে) সংকীর্তন শুনতে যাও নি ?

মা। নারে। (নীরবতা) এর মধ্যেও মানুষ গান করে, হাসে। (নীরবতা) চা খাবি ?

বিনু। চিনি আছে নাকি ?

মা। হ্যাঁ, ইউনিয়ন থেকে দিয়ে গেছে এক ছটাক চিনি, এক সের চাল। কুদরৎটা বড় ভাল ছেলে।

(মা ভেতরে চলে যান, বিনু বসে চাদর দিয়ে মুখটা মোছে। সুমনা আসে।)

সুমি। দাদা, আমার ইস্কুলের মাইনে কবে দেবে বলো ? রোজ রোজ দিদিমণি অপমান করে।

বিনু। দেব রে, দেব। এই তো—কদিন হরতালে বাছাধনদের হয়ে গিয়েছে, এবার গ্যাস পরিষ্কার করল বলে।

সুমি। কদিন মানে ? দেড় মাস ! কাজ করবে না, শুধু বসে বসে আড্ডা দেবে ? আর হেঁটে হেঁটে আমি ইস্কুলে যেতে পারব না। বাসের পয়সা চাই।

বিনু। হেঁটে যাস ! তিন মাইল ! মার কাছে পয়সা চাইতে পারিস না

ঝুমি ॥ চেয়েছি তো। কেঁদেছি। মা বলে, নেই। (বিনু আর জবাব দেয় না। মা আসেন চা নিয়ে।) বলে দিলাম তোমায়—।

(ঝুমি চলে যায় ; মা চা রাখেন।)

মা ॥ খা। কোথায় গিয়েছিলিরে ?

বিনু ॥ হৃষিকেশের অসুখ করেছে। পেটে ব্যথা। দেখে এলাম।

মা ॥ না খেয়ে খেয়ে অমনি হয়। (নীরবতা) বিনু, আর কতদিন রে ?

বিনু ॥ এই দেখ ! আবার ঐ সুর ধরলে ? ভর সন্ধ্যে বেলায় ?

মা ॥ না, কিছু বলছি নারে। যা ভাল বুঝেছিস করেছিস। —কিন্তু—আমার যে অনেক—সব উলটে পালটে একাকার হয়ে যাচ্ছে বিনু।

বিনু ॥ সব হবে মা, সব হবে।

মা ॥ তুই বলছিস, বিনু ? কথা দিচ্ছিস ?

বিনু ॥ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই দিচ্ছি।

মা ॥ (একটু হাসেন) আর আমার ভাবনা নেই। তুই কথা দিলে ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।

(বিনু হাসে)

দীনুর বউ এসেছিল, এক মুঠো চালচাইতে। দিতে পারলাম না রে।

বিনু ॥ কেন ?

মা ॥ নিজেদেরই কম পড়ে যায় রোজ।

বিনু ॥ (একটু থেমে) নিজেরা না হয় নাইবা খেতাম মা দীনুদা যে আমাদের কে ছিল—।

মা ॥ কোথায় চললি ?

বিনু ॥ কুন্দরতের খোঁজে। বৌদির খাওয়া হবে না—

মা ॥ দিচ্ছিরে, বিনু, ডাল-ভাত পাঠিয়ে দিচ্ছি—। ঝুমি !

বিনু ॥ কোত্থেকে দেব ?

মা ॥ সে ভাবনা তোকে ভাবতে হবে না। ঝুমি ! (মা চলে যান। রূপা এই মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করছিল—বেরিয়ে আসে।)

বিনু। কিগো নিশাচরি? খুব আনন্দ যে! ফুল ফুটেছে?

রূপা। না, ফুল কোথায়? মরে গেছে।

বিনু। তবে?

রূপা। সব বন্ধ হয়ে গেছে যে! এমন কি বিজলি আলোও নেই। হঠাৎ চারদিকে কেমন চুপচাপ—যেন তেপান্তরের মধ্যিখানে রয়েছি। বাঁচা গেল।

বিনু। বটে?

রূপা। তার ওপর বাবা ঘুমিয়েছে। এমন ঘুম খুব কম দেখেছি। নাক ডাকছে কি—যেন সাইরেন।

বিনু। রূপা, তোমাদের খাওয়া জুটছে?

রূপা। তোমার জুটছে না বুঝি?

বিনু। বলো না?

রূপা। হ্যাঁ, একরকম। বাবা প্রথম এক হপ্তা অফিস গেছল। তারপর মজুররা ধরে মেরেছে গলা ধাক্কা! বেচারা বুড়ো মানুষ।

বিনু। হ্যাঁ, মানে, ওরকম দু একটা ঘটনা ঘটে, বড় আফসোসের কথা—!
(রূপা খিল খিল করে হেসে ওঠে হঠাৎ।)

রূপা। এবার বলো তোমাদের খাওয়া জুটছে না?

বিনু। বোনটার জন্যে দুঃখ হয়, বুঝলে? তিন মাইল হেঁটে—বেচারি—

রূপা। একি! চোখে জল?

বিনু। কক্ষণো না।

রূপা। আমি জানি, সব বুঝি। ঐ কয়লার গুহায় যে ঢুকেছে তার আর নিস্তার নেই।

বিনু। মোটেই না, বাজে কথা। কয়লা হোলো প্রস্তরীভূত শক্তি—কতযুগ আগে ওরা ছিল পৃথিবীর বুকের উপরে, সূর্যের দিকে আকাশের দিকে শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে, গভীর অরণ্যের রূপে। তারপর একদিন মুখ

লুকোলো মাটির তলায়—যুগ যুগ ধরে তিল তিল করে সঞ্চয় করল উত্তাপ, বজ্রের শক্তি, পৃথিবীর থেকে, সূর্যের কিরণ থেকে। চেহারা হোলো পোড়া, কালো, কর্কশ, ভেতরে রইল অগ্নিসম্ভাবনা, ঠিক যেমন খেটে খাওয়া মানুষ। কেন সঞ্চয় করেছে জান? সেই সমস্ত সম্ভাবনা যেন মানুষের হাতে হয়ে ওঠে অন্ধকারকে দূর করার মন্ত্র।

(রূপা চুপ করে দেখছিল বিনুর মুখ।)

রূপা ॥ তোমার মধ্যে ও রয়েছে সেই আগুন, বুঝেছ? তাই তোমাকে কাজ করে যেতে হবে যত বাধাই আসুক। (রূপা ছুটে চলে যায়, কেননা বাইরে কণ্ঠস্বর শোনা গেছে, প্রবেশ করে মোস্তাক।)

মোস্তাক ॥ আসব?

বিনু ॥ এস ভাই মোস্তাক।

মোস্তাক ॥ একটু দুধ নিয়ে এলাম, নিন দাদা।

বিনু ॥ সেকি? এই টানাটানির সময়ে—

মোস্তাক ॥ টানাটানি একটুও নয়, একটুও নয়। আপনাদের মেহেরবানিতে আমার টানাটানি একেবারে নেই। আজকে দিশেরগড় হাট থেকে আর একটা মোষ কিনেছি; দুধের ব্যবসা ফাঁপে উঠেছে।

বিনু ॥ বেশ আছ ভাই।

মোস্তাক ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ। হরতালের দৌলতে ১৬ নম্বর সীমের ধারটায় ঘাস জন্মেছে আড়াই হাত প্রমাণ; মোষগুলো খেয়ে খেয়ে ফুলছে। সময় পাচ্ছি অঢেল। সন্ধ্যের দিকে তাসও জমিয়ে খেলছি। আমার রোজগার বেড়ে গেছে দাদা, দ্বিগুণ।

বিনু ॥ বড় দয়া ভাই তোমার। তুমি দুধটা নিয়ে যা।

(মা আসেন।)

মোস্তাক ॥ মা বুঝি? মা বুঝি? সেলাম, আদাব, পেন্নাম হই।

বিষ্টু ॥ দুধ এনেছে মোস্তাক। নিয়ে যাও।

(মা দুধ নিয়ে যান।)

মুন্নিটা একটু দুধ খেয়ে বাঁচবে।

(কথা বলতে বলতে হরিদাস ও সনাতন প্রবেশ করে।)

সনাতন ॥ তারপর হরিদাস, বৌ কেমন আছে ?

হরিদাস ॥ ভালই। কেমন করে যে চালাচ্ছে, কে জানে ? ঠিক সময়টিতে চা, ভাত, ডাল, মাঝে মাঝে মাছ।

বিষ্টু ॥ বাঃ !

হরি ॥ হ্যাঁ জমিয়েছিলাম—ষোলো টাকা দশ আনা—একটা কলি—ওটা গেছে।

(দয়াল ঢোকে, সঙ্গে জয়মঙ্গল।)

দয়াল ॥ ধানবাদ গেছলে টাকা ধার করতে ?

জয় ॥ কী করব বলো ? এখানকার কাবুলিগুলো আর টাকা দেয়না।

সনা ॥ এই যে, বাবা, গানটান ধরো শীগগির। পাওয়ার হাউস বন্ধ করে সব আলো দিয়েচে নিভিয়ে। মনটা যেন কুঁকড়ে আসে।

(শম্ভুবাবুর প্রবেশ।)

শম্ভু ॥ আমার সর্বনাশ সূচিত হয়েছে।

একাধিক কণ্ঠ ॥ কী হোলো ? কী হোলো ? হোলো কী ?

শম্ভু ॥ মামলা করব ! আমি মামলা করব।

(সকলের প্রস্থান।)

শম্ভু ॥ ঐ প্রবল প্রতাপ কোম্পানী—

বিষ্টু ॥ আবার ছাই ফেলেছে ?

শম্ভু ॥ না-হে এবার বড় ভুঁইফোড় বিপদ। মানে ভুঁই ফুড়েছে। মানে আমার জমি—উপরটা আমার—তলাটা কোম্পানীর, কারণ, তলদেশে আছে কয়লা। সেই কয়লা আহরণ করতে করতে এমন রন্ধ্র সৃষ্টি করেছে যে, গতকাল সন্ধ্যাকালে আমার ,ঘরবাড়ি, এমন কি, কপির

কেতটি শুদ্ধ ধ্বসে গেছে। মাটি সরে গেছে—পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেছে।

এমন সিঁধেল কোম্পানী আর দেখেছ? মোকদ্দমা—আমি মোকদ্দমা করব। (প্রস্থান)

(দত্ত এবং মহাবীর ঢোকেন। সকলে সচকিত হয়ে তাকিয়ে থাকে)

দত্ত॥ অবাক হয়ে গেলে, না? এইখানেইতো তোমরা সবাই এসে জোটো, তাই ভাবলাম, একবার দেখাশোনা করে আসি।

(সবাই নিরুত্তর)

বসতে বলবে না, বিনোদ?

(বিনু একটা টিনের চেয়ার এনে দেয়।)

বিনু॥ বসুন।

(দত্ত বসে একটা সিগারেট ধরান।)

দত্ত॥ খাবে?

(বিনু মাথা নাড়ে।)

আরিফ॥ মতলবটা কী?

দত্ত॥ বলছি, বলছি। বলুন, সুবাদার সাহেব।

মহা॥ কোম্পানী ব্যাপারটা ভেবে দেখেছে, বুঝলে?

(বুঝল কিনা বোঝা গেল না, কারণ কেউ কোনো কথা বলে না।)

দত্ত॥ মানে আমরা consider করলাম ব্যাপারটা।

(সকলে নিরুত্তর)

গ্যাসের রিডিং নেওয়া হয়েছে আজ। এই দেখ রিপোর্ট—এক পার্সেন্টেরও কম।

(কাগজ বাড়িয়ে ধরেন।)

বিনু॥ ওসব রিপোর্ট ভুল হয় অনেক সময়ে।

দত্ত॥ বড় বড় অফিসারদের রিপোর্ট—

মহা। থামুন স্যার—হ্যাঁ, স্বীকার করছি, ভুল হয়। এ-ও স্বীকার করছি, খাদে নামায় বিপদ আছে। প্রচুর বিপদ আছে। আবার বিপদ না-ও ঘটতে পারে—অভিজ্ঞ মাইনার হিসেবে এটা মানোতো?

হাকিম। হ্যাঁ, এটা মানি।

মহা। এসব জেনেশুনেও খাদে যাবে কেউ।

দত্ত। আহাহা, অমন বেয়াড়াভাবে প্রশ্নগুলো তুলছেন কেন? কোম্পানী একজন শটফায়ারার ও এক গ্যাং মালকাটা চায়। এদের Special Bonus দেওয়া হবে—প্রত্যেককে ৫০০ টাকা করে এবং সেই সঙ্গে strike period-এর পুরো পাওনা time rate হিসেবে ধরে দেয়া হবে।

হাকিম। উদ্দেশ্য?

দত্ত। উদ্দেশ্য হোলো, খাদে যে গ্যাস নেই এটা অকাট্যভাবে প্রমাণ করা।

সনা। মানে, দিনে প্রায় দু'হাজার টন যে লোকসান হচ্ছে, তার কামড়ে অস্থির হয়ে কিছু লোককে জীয়ন্ত কবর।

মহা। স্যার, আমায় বলতে দিন, এরা মাইনার, গুসবে এরা ভোলে না। শোনে, ৩২ নম্বর ডিপের দেয়ালটা কেটে দিলে বাতাসের চলাচল ভাল হবে' তাছাড়া গ্যাস সম্পূর্ণ দূর হচ্ছে না—।

হাকিম। মানে—টাকা খরচ না করে মজুরদের ঘাড়ের উপর দিয়ে—!

মহা। ঠিক। টাকা কোম্পানী খরচ করবে না। তার চেয়ে শটফায়ারার পাঠানো সস্তা। সব স্বীকার করছি। তবু কেউ যাবে?

অমূল্য। মরতে?

মহা। আগেই বলেছি—বিপদ না-ও ঘটতে পারে।

হাকিম। আপনার বিশ্বাস, তাই?

হাকিম। হ্যাঁ। (গুঞ্জন শুরু হয়।)

দত্ত। তাছাড়া—

আরিফ ॥ দেখুন, উনি কথা বলুন। ওঁর কথা বোঝা যায়। আপনার কথা বলার কোন দরকার নেই।

অনেকে ॥ ঠিক—ঠিক, সুবাদার বলুন—।

হাফিজ ॥ মানে ইনি মারেন যেমন সোজাসুজি, কথাও বলেন তেমনি সোজা-সুজি। (হাসি) জান যাওয়ার বিপদ যেখানে ওঁর কথাই শুনব।

মহা ॥ জান যাওয়ার বিপদ নেই বলব না, তবে খুব কম। সেটা প্রমাণ —করব এক্ষুণি।

বিনু ॥ প্রমাণ! প্রমাণ করবেন কী করে?

মহা ॥ ম্যানেজার সাহেবের হুকুম, আমি নিজে যাব আপনাদের সঙ্গে। (সাড়া পড়ে)

বিনু কী বললেন?

মহা ॥ হ্যাঁ।

সনা ॥ যাবেন?

মহা ॥ নিশ্চয়ই। ম্যানেজার সাহেবের হুকুম।

দত্ত ॥ তবেই দেখছো, একেবারে নিরাপদ না হলে—

সনা ॥ আপনি দয়া করে যাবেন?

বিনু (নিম্নস্বরে হাফিজকে) কী মনে হয়?

হাফিজ ॥ ভাবতে হবে।

(হাফিজ সরে আসে মঞ্চের এক প্রান্তে, তাকে ঘিরে ধরে সকলে। মা উৎকণ্ঠায় উঠে দাঁড়িয়েছেন—যজ্ঞেশ্বরবাবু দরজায় এসে দাঁড়িয়েছেন—মহাবীর নির্বিকার, দত্ত টর্চটাকে এদিক ওদিক ফেলছেন।)

হাফিজ ॥ আমার মনে হয়—(নীরবতা)—তোমরা কি বলো?

হরি ॥ ঐখানে?—ঐ খাদে?

জয় ॥ থাম্, ভীতু কোথাকার।

হরি ॥ হ্যাঁ, তাই আমি ভীতু। বৌ আছে ঘরে।

জয় ॥ যা তার আঁচল ধরে বসে থাকগে। পাঁচশ আর পুরো মাইনে—
বেঁচে যাইরে। —কষে কিছুদিন টানবো আগে।

মোস্তাক ॥ কোম্পানী বলছে—

মনা ॥ ঐ মহাবীরের কড়া হাতের ছোঁয়া এখনো নাকে লেগে আছে ;বুঝলে ?

আরিফ ॥ তাতে কী হোলো।

মনা ॥ তাই লোকটাকে বিশ্বাস করা যায়।

বিষু ॥ আমারও তাই মনে হয়। এতগুলো লোকের পরিবার না খেয়ে মারা যাচ্ছে,
এ দায়িত্ব কদ্দিন নেবো।

হাফিজ ॥ কুদরত আসুক। ইতিমধ্যে কথাবার্তা বলে দেখা যাক। শর্টফায়ারার
কে যাবে, তুমি না আমি।

বিষু ॥ তুমি সিনিয়র, তুমি বলো কে যাবে।

হাফিজ ॥ বুঝতে পারছিনা ভাই। টাকার কথা যখন ভাবি তখন মনে হয়
তোমারই যাওয়া উচিত। আবার বিপদটা—।

আরিফ ॥ সুবাদার নিজে যেতো বিপদ থাকলে।

কণ্ঠ ॥ ঠিক—ঠিক বলেছো—

হাফিজ ॥ বেশ, তুমিই যাও ভাই। গ্যাং কাকে নেবে।

জয় ॥ বিষুদ, ভাইরে, আমাকে ভুলিস না রে, বাবা।

বিষু ॥ জয়হ্যাল—সন্তাতন—আর।

মনা ॥ আমাকে নিচ্ছ।

বিষু ॥ নিশ্চয়ই। তোমার নাকটাকে দরকার। শুকে শুকে পথ দেখিও।
আর কে। আরিফ।

আরিফ ॥ হ্যাঁ।

বিষু ॥ মোস্তাক।

মোস্তাক ॥ আপনি বলছেন।—না বলতে পারি না।

বিষু ॥ তা হলে হোলো গে চারজন। হরিদাস, একজন ট্রামার চাই যে ভাই।

হরি ॥ আমি।—না,—না।

বিনু ॥ ঠিক আছে। ইচ্ছের বিরুদ্ধে যেয়ো না।

জয় ॥ কি বোকারে। ডজন ডজন রুলি গড়িয়ে দিতে পারবি।—সাত-আটশ টাকার ব্যাপার।

হরি ॥ রুলি।

জয় ॥ হ্যাঁ, বৌয়ের মুখে হাসি ফুটবে।

হরি ॥ তবে যাবো।

জয় ॥ চল্ চল্। ফিরে এসে জমিয়ে বসবি।

হরি ॥ যাবো।

বিনু ॥ পাঁচ। আর কে। (আর কেউ কথা বলে না।)

হাফিজ ॥ রমজানকে ডেকে নিয়ো।

আরিফ ॥ না।

হাফিজ ॥ ড্রেস করে ভাল। আমার সঙ্গে কাজ করেছে।

আরিফ ॥ রমজানকে নেয়া চলবে না।

জয় ॥ আঃ! শোন্না! অন্ধকারে মৌকা পাবি!

হাফিজ ॥ রমজান যাবে; তোমার ভাল না লাগে, বাদ যাও।

সনা ॥ হ্যাঁ, ব্যাঞ্জো নিয়ে যাবে, খাদের মধ্যে বাজাবে।

বিনু ॥ ছ'জন হয়ে গেল তবে?

(সকলে এগিয়ে আসে।)

যজ্ঞেশ্বর ॥ কী, হয়ে গেল তো? এঁ্যা, বিনয়? মধুরেন সমাপয়েৎ।

মা ॥ বিনু—

মহা ॥ কী ঠিক করলে?

বিনু ॥ কখন নামতে হবে।

(দত্ত লাফিয়ে উঠেন।)

মহা ॥ আজ রাত বারোটায়।

বিনু ॥ টাকাটা আগেই চাই।

মহা ॥ না। হুকুম নেই।

বিনু ॥ যদি না ফিরি।

মহা ॥ পরিবারকে দেয়া হবে।

বিনু ॥ লিখে দেবেন সেটা।

মহা ॥ নিশ্চয়ই।

বিনু ॥ তা হলে রাত্রি বারোটায় এক নম্বর পিটের মুখে উপস্থিত থাকবো।

মহা ॥ গ্যাং বেছেছো।

বিনু ॥ হ্যাঁ, প্রত্যেকটা পুরনো লোক।

মহা ॥ বেশ। তাহলে আমরা এখন—।

দত্ত ॥ (একতাড়া কাগজ বার করে।) এগুলো তবে সই করে দাও। সর্দার এই খানে।

বিনু ॥ কী এটা।

দত্ত ॥ কন্ট্রাক্ট। দেয়াল কাটবে, বদলে special bonus. এসো।

(মা ছুটে গিয়ে দোয়াত কলম নিয়ে আসেন। প্রথমে বিনু সই করে, তারপর মোস্তাক। জয়হ্লাস আঙুলে কালি মাখায়।)

জয় ॥ বিস্‌মিল্লা।

(তারপর আসে সনাতন।)

সনা ॥ মুর্গী পুষলেন না তো।

(সই করে। আরিফ কলম নেয়, সই করে। সবশেষে হরিদাস।)

হরি ॥ তোমরা বলছ! (সই করে।)

বিনু ॥ আর একটা সই রাত্রে করাবো। আপনি করুন সই।

(মহাবীর সিং সই করেন।)

দত্ত ॥ এই নাও কপি। প্রত্যেকে একটা করে।

যজ্ঞেশ্বর ॥ এবার তা হলে ওভারটাইম কাজ করে, মিষ্টার সেন, লস্টা মেক-আপ করে নেয়া যাক!

দত্ত ॥ হ্যাঁ আমার নাম সেন নয়, দত্ত।

যজ্ঞেশ্বর ॥ জানি।

মা ॥ আপনারা একটু চা খেয়ে যাবেন না? এত কষ্ট করলেন!

দত্ত ॥ না, না।

(দত্ত ও মহাবীর দরজার মুখে।)

হাফিজ ॥ সুবাদার সাহেব আসছেন তো?

মহা ॥ রাস্তে দেখবে। না এলে মেমোনা। (দুজনে বেরিয়ে যান। জয়-মুল তার কাগজখানা তুলে ধরে—)

জয় ॥ ভুঁড়িখানার পাশপোর্ট।

হরি ॥ (কাগজটা উল্টে পাল্টে দেখে, গভীর মমতায়।) বউয়ের কাছে রেখে যাব।

(ছুটে আসে জলু বাগ্দী।)

জলু ॥ হাফিজদা?

হাফিজ ॥ কি?

জলু ॥ কুদরৎকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে একটু আগে।

(চাঞ্চল্য—সবাই উঠে দাঁড়ায়।)

বিনু ॥ কি?

জলু ॥ পুলিশ কুদরৎদাকে ধরে নিয়ে গেছে।

বিনু ॥ কি অপরাধে?

জলু ॥ জানিনা।

হাফিজ ॥ হামলা আরম্ভ করেছে।

মনা ॥ তাহলে এই কাগজ-টাগজগুলো সব ভুয়ো! ফাঁদ পেতেছে!

মোস্তাক ॥ না, তা নাও হতে পারে। ইউনিয়নকে ওরা মানেনা, জানব কুদরৎকে ধরেছে—তাতে আমাদের কি ?

হাফিজ ॥ তোমাদের খাদে নামা চলবেনা। (নীরবতা।)

জয় ॥ কেন ? আহা কেন ?

হাফিজ ॥ বোঝোনা কেন ?

আরিফ ॥ ইউনিয়ন আমরা মানিনা। মোটা বোনাস দিচ্ছে—

হরি ॥ এ কাগজগুলো ভুয়ো নয়। সুবাদার সই করেছে।

জয় ॥ এদ্দিন পরে দুটো পয়সার মুখ দেখব! সইছে না বুঝি!

হাফিজ ॥ বিনোদ, কি বলো ? (নীরবতা)

বিনু ॥ খাদে আমরা নামব না। (গভীর হতাশা নেমে আসে সবার মুখে। মা আর থাকতে পারেন না।)

মা ॥ বিনু! কি বলছিস!

জয় ॥ ইউনিয়নের সভ্য তো নও তুমি। এটা কি বলছ ?

হরি ॥ হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলব।

আরিফ ॥ একটা দেয়াল ভেঙে দিয়ে চলে আসা—এতটুকু একটা কাজের জন্য পাঁচশ টাকা বোনাস—

বিনু ॥ (চঁচিয়ে) না, খাদে নামবনা। এই শেষ কথা!

জলু ॥ ধর্ম নেই। কুদরৎদা তোমাদের জন্য জেলে গেল, আর তোমরা মনিবের পা চাটতে যাবে। (নীরবতা।)

হাফিজ ॥ চলি বিনোদ! চল্ জলু, জামিনের ব্যবস্থা করতে হবে।
(চলে যায় দুজনে। এক এক করে মজদুররাও যেতে শুরু করে।)

মোস্তক ॥ কোম্পানীর দয়া পায়ে ঠেললে—ভাল হবে কি।

হরি ॥ চলো ভাই মোস্তাক। (দুজনের প্রস্থান)

সনা ॥ কি যে ব্যাপার বুঝিনা। দুর্ঘটনার পর থেকেই মাথায় জট পাকিয়েছে, কিছু বুঝতে পারিনা।

আরিফ ॥ বলে দিচ্ছি বিনু—অনেকগুলি লোকের সর্বনাশ করলে শুধু ঠুনাকো ইজ্জৎ বাঁচাতে গিয়ে। না খেয়ে যদি হৃষিকেশ মরেতো তোমারই জন্যে। গণেশদার দুটো বাচ্চা মরেছে। আরও যদি মরে—তোমার জন্যে মরবে মনে রেখো।

(আরিফ আর সনাতন চলে যায়, জয়নুল একটু উসখুস্ করে।)

বিনু ॥ কিছু বলবে ?

জয় ॥ বিনুদা, আমরা নেমকহারাম নই। বালবাচ্চার কান্নায় এমন করি। ধাওড়ায় থাকব সবাই। ইচ্ছে হয়, ডেকে নিও।

বিনু ॥ ইচ্ছে মানে ?

বিনু ॥ যদি মত বদলাও।

(জয়নুল চলে যায়। বিনু ঘরে যেতে উদ্যত হয়—দেখে পাথরের মতন মা দাঁড়িয়ে আছেন। হঠাৎ কেঁদে ফেলেন মা, আঁচলে মুখগুঁজে। যজ্ঞেশ্বরবাবু এগিয়ে আসেন।)

যজ্ঞেশ্বর ॥ (চীৎকার করে) যতসব দেশদ্রোহী, রাশিয়ার দালালের হাতে পড়ে আমাদের মান সম্ভ্রম ধন প্রাণ বিপন্ন হয়ে উঠছে।

(প্রস্থান করেন। বিনু গিয়ে মার কাছে দাঁড়ায়—সঙ্গে সঙ্গে মা ঘরে চলে যান। ক্লান্ত বিনু বসে পড়ে; রূপা এগিয়ে আসে।)

রূপা ॥ তোমার সাহস আছে তো? বুকের পাটা ?

বিনু ॥ কেন ?

রূপা ॥ যা আরম্ভ করেছো, শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে তো !

বিনু ॥ দেখা যাক।

রূপা ॥ দেখো, হেরে গিয়ে লোক হাসিও না।

বিনু ॥ না, হারব' না। (নীরবতা)

রূপা ॥ ফুল একটা থাকলে তোমায় দিতাম আজ।

(অকস্মাৎ মা বেরিয়ে আসেন—রূপা তড়াক করে লাফিয়ে উঠে।)

মা। কি চাই এখানে?

রূপা। কই না, বিহুদার সঙ্গে গল্প করছিলাম।

মা। (রুক্ষস্বরে) না, বয়স হয়েছে তোমার, ওভাবে যখন তখন গল্প করে না। ঘরে যাও।

রূপা। হ্যাঁ, যাচ্ছি।

(রূপা ছুটে ঘরে চলে যায়, মা অনতিদূরে বসে খাওয়ার জায়গা করতে থাকেন।)

বিহু। ওকে অমন করে বলায় কোনো দরকার ছিল না, মা।

মা। কি দরকার না দরকার সব তো তুমিই বুঝে বসে আছ!

বিহু। তুমি বুঝতে পারছ না মা, পরে বুঝবে আমি ঠিকই করেছি।

মা। না, আমি তো বুঝব না! দিনের পর দিন একা রাধুনির কাজ, ঝিয়ের কাজ করে চলেছি কবে তুই ছুটো খেতে দিবি সেই আশায়। ঘর বেঁধে দিবি পাহাড়ের কাছে, বাগান করবি, তুলসীতলায় প্রদীপ দেবো, সুমি শাঁখ বাজাবে। কত কথাই না বলেছিলি। আর আজ সে সবই এল তোর কাছে, তুই ছুড়ে ফেলে দিলি। একবার ভাবলিনা—।

(কান্নায় মার স্বর রুদ্ধ হয়ে আসে। সুমনা আসে নাচতে নাচতে।)

বিহু। (নিম্নস্বরে বলে) মা, ওর সামনে নয়। (সুমনা এসে বিহুর কোলে চড়ে বসে।)

সুমি। দাদা, তোমরা নাকি অনেক টাকা পাচ্ছ?

বিহু। কে বললে?

সুমি। সবাই বলছে। দাদা, এবার আমাকে সব কটা বই কিনে দিতে হবে। ইস্কুলে বড় বকে। আর, দাদা, লক্ষীর ঝাঁপি এখনো দিলে না।

বিহু। হু।

সুমি। শাড়ি দেবে একটা? ঐ যে পাড় থাকে না, পাতলা—।

মা। সুমি, ঘরে যা।

(মার কঠোর স্বরে সুমি বোঝে তার আনন্দটা একটু বেখাপ্পা হয়ে গেছে। সে ঘরে চলে যায়।) আগে তো বোনটাকে ভালবাসতিস!

(মা ঘরে চলে যান—ভাত নিয়ে ফিরে আসেন। বিনু নিঃশব্দে এসে খেতে বসে।)

সুমির বিয়ে দিবি বলেছিলি না? তিন মাইল যেতে তিন মাইল আসতে—হেঁটে হেঁটেই মরে যাবে মেয়েটা।

বিনু। (একমুখ ভাত নিয়ে একটু হেসে) মা, এখন নয়, একটু খেয়ে নিই।

(মা চুপ করে থাকেন। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়—তাঁর চোখ ফেটে জল আসে। আঁচলে চোখ মোছেন।)

মা। ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা! সব প্রতিজ্ঞাই তো ভুলেছিস। আর কেন? এবার আমাদের বার করে দে—মায়ে ঝিয়ে ভিক্ষে করে পেট চালাই।

বিনু। শোন মা, কেন অমন করে বলছ? আমি যা করেছি কর্তব্য বলেই করেছি। ও করতে আমি বাধ্য।

মা। তোর কর্তব্য তোর মা'র প্রতি প্রথম। নিজের ঘর ভেঙে যাচ্ছে, বনের মোষ তাড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই।

বিনু। আমি ভেবেছিলাম তুমি অন্ততঃ বুঝবে।

মা। না, বুঝব না, বুঝতে চাই না। গত দেড় মাস এক বেলা খাচ্ছি। পেট ভরে শেষ কবে খেয়েছিলাম মনেই নেই। এ অবস্থায় কি করে বুঝব?

বিনু। আমি চেষ্টা তো কম করিনি, মা।

মা। কবে চেষ্টা করেছিস? যা পেয়েছিলি নিজে সখ করে খোয়াতে বসেছিস।

বিনু। সখ করে নয়, বাধ্য হয়ে।

মা। বাধ্য হয়ে? কে বাধ্য করেছে তোকে? আমাকে একবার জিগ্যেস করেছিলি? সুমির কথা ভেবেছিলি যখন জেদের মাথায় অতগুলো টাকা

—৬

কিসিয়ে দিলি ?

বিনু। (সজোরে) বাজে কথা, বোলোনা, মা তুমি এসব বোঝোনা লোঝোনা—।

মা। (কেঁদে) মার না তুই, আমাকে মার—জ্বালাটা কম হোতো।

বিনু। এক রূপা ছাড়া কেউ আমাকে বুঝল না।

মা। হ্যাঁ, আমি জানি তাই কপালে আছে—রূপাকে বিয়ে করে আমাদের বার করে দিতে চাস পথে। শুধু নিজেরটা দেখলেই চলে না, বিনু—।

বিনু। কি বললে ?

মা। কখনো জিগ্যেস করেছিস আমরা কি খেয়ে বেঁচে আছি ? রূপা বোঝে তোকে। বেশ রূপাকে ঘরে আন, আমাদের ভিখিরি করে ছেড়ে দে। ভাবিসনে তোদের কাছে এসে ভিক্ষে চাইব।

(নীরবতা। অদ্ভুত অবস্থায় বিনু উঠে পড়ে, হাত ধোয়; তারপর ঘরে চলে যায়।)

খেলিনা ?

(বিনু ফিরে আসে, কোমরে বেল্ট আট্‌ছে, হাতে টর্চ, মা উঠে দাঁড়ান বিস্ময়ে। বিনু একখানা কাগজ দেয়।)

বিনু। (গলা যেন ধরে এসেছে) কন্‌ট্রাক্টটা যত্ন করে রেখে দিও। চলি মা—

(কয়েক পা এগিয়ে ফিরে আসে বিনু, মাকে প্রণাম করে। এক লহমা মার দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সে দ্রুতপদে বেরিয়ে যায়। জুতোর শব্দে রূপা বেরিয়ে আসে—মা পাথরের মতন দাঁড়িয়ে আছেন।)

রূপা। কোথায় গেল বিনুদা ?

মা। খাদে।

রূপা। খাদে !

(যজ্ঞেশ্বরবাবু বেরিয়ে এসেছেন।)

যজ্ঞেশ্বর। খাবে! কাজটা ভাল হোলোনা! ভাল হোলোনা!

মা। কি বলছেন? আপনারা? (চীৎকার করে) কি বলতে চান?

যজ্ঞেশ্বর। বিপদ আছে, নইলে ওরা অনিচ্ছা প্রকাশ করত না—।

মা। বিনু—বিনু যে না-খেয়ে চলে গেল—অভিমান করে সে না-খেয়ে চলে গেল—মায়ের উপর এত অভিমান!

(আলো নিভে আসে)

পর্দা।

॥ পঞ্চম দৃশ্য ॥

(একটা সর্বধ্বংসী বিস্ফোরণের শব্দ—অন্ধকারে কতকগুলি সার্চলাইট, লণ্ঠন, ধেঁায়া। সাইরেনগুলি বাজছে, ফায়ার এঞ্জিনের ঘণ্টা বাজছে। আলো জ্বলতে চোখে পড়ে পিটহেডের দৃশ্য—বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, বড় বড় লোহার মেসিনগুলো দুমড়ে গেছে, ল্যাম্প রুমের কাঁচের জানলা নিশ্চিহ্ন, উপরে শেলডন কোম্পানীর সাইন বোর্ডের আধখানা মাত্র ঝুলছে। পিট থেকে ঘন কৃষ্ণ ধেঁায়ার স্তম্ভ আকাশের দিকে উঠে গেছে। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে বিপজ্জনক জায়গাটুকু ঘিরে রাখা হয়েছে। সার্চলাইটে মাঝে মাঝে দেখা যায় একপাশে বড়কর্তারা জটলা করছেন, অন্য কোণে কয়েকটি অসহায় প্রাণী-মা, রূপা, সুমনা, রুকমি, আর কজন। চিরাভগ্ন চাকাটির উপর বসে আছে হরিদাসের বউ খাবার নিয়ে। হাকিজ এবং জলু লিফটের তার খাটাচ্ছে। একটা সাইরেন আর্তনাদ করতে করতে এসে থামে কাছে। প্রবেশ করে রেসকিউ টীম বিচিত্র পোষাক আঁটতে আঁটতে।)

বৃদ্ধা॥ জয়ম্যান! জয়ম্যান।

দত্ত॥ রেসকিউ টিম হিয়ার স্যার।

ওয়েবষ্টার॥ ইটুস নো ইউজ, আই ডোণ্ট থিঙ্ক দেয়ারস এনি সেন্‌স্‌ ইন সেন্‌ডিং দেম ডাউন।

রেসঃ ক্যাপ্টেন॥ উই আর বাউণ্ড টু স্যার। একজনও যদি বেঁচে থাকে তুলে আনবো। কখন হয়েছে একসপ্লোশন?

দত্ত॥ ঠিক তিনটে পাঁচতাল্লিশে।

ক্যাপ্টেন॥ (ঘড়ি দেখে) তা হলে পরের বিস্ফোরণের আগে মাত্র একটি ঘণ্টা পাচ্ছি। ম্যাপ দেখি।

দত্ত ॥ (ম্যাপ ফেলে, টর্চ জেলে) এই যে—বিয়াল্লিশ ডিপ্-এ লটু কায়ার্কিং হচ্ছিল।

ক্যাপ্টেন ॥ গ্যাস। নিশ্চয় গ্যাস। রেডি।

(সকলে মুখোশ আঁটে।)

খাঁচা দেখি—(একজন একটি পাখীর খাঁচা দেয় তাকে) লিফট্ ওয়ার্কিং?

দত্ত ॥ না।

ক্যাপ্টেন ॥ কেবল্টা আছে?

দত্ত ॥ হ্যাঁ।

(ক্যাপ্টেন মুখোশ আঁটেন। তিনবার হর্ন বাজাতে রেসকিউ ব্রিগেড কাঁটাতার টপকে পিটহেডের দিকে এগোয়; ধোঁয়ায় হারিয়ে যায় তারা।)

রুকমি ॥ (চাপা গলায়) পাখীগুলো কেন নিয়ে যাচ্ছে?

হাফিজ ॥ গ্যাস থাকলে পাখী ঝিমিয়ে পড়বে, ওরা বুঝে নেবে।

রুকমি ॥ এমনি করে মারবে বেচারিদের!

হাফিজ ॥ এতগুলো মানুষের জান যাচ্ছে যেখানে।

ওয়েবষ্টার ॥ হেড্ দা লাইট অন দা পিট।

দত্ত ॥ (হেঁকে) বড়া বাত্তি পিট হেড মারো।

(সার্চ লাইটের রশ্মি পিটহেডের তুমড়ানো যন্ত্রপাতির উপর এসে আটকে যায়। সাহেবরা কি একটা আলোচনা করতে থাকেন।)

মা ॥ হাফিজ ওরা বেঁচে আছে, না?

হাফিজ ॥ যে রকম আওয়াজ হোল, তাতে—মানে, হ্যাঁ বেঁচে থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু কি করে হোল? শেষে শুনে এলাম কিছু বলা যাবে না। আবার গেল কি করে?

মা ॥ আমার একটা মুখের কথায়—খাড়া ভাত ফেলে উঠে গেল বিনু। অভিমান করেছে কি না। ও ফিরে আসবে, না যে হাকিম ?

রূপা ॥ মা, অমন করো না, মা।

মা ॥ বিনু আসবেই। এতবড় শাস্তি ও আমাকে দিতে পারে না। বিনু আসবেই।

রূপা ॥ এরকম ভীষণ কাণ্ডের মধ্যেও মানুষ বাঁচে কেমন করে ?

হাকিম ॥ দূর থেকে বারুদ ফাটায় তো। বিশেষ করে এই খাদে বিদ্রুপা কয়লাকে চল্লিশ গজ দূর থেকে ফাটিয়েছিল নিশ্চয়ই। তাই অনেক সময়ে চারদিক ধসে গেলেও এক আধটা জায়গা দাঁড়িয়ে থাকে, বাতাস এসে জমে এইখানে। এইখানেই টিকে থাকে লোক। উনিশ কুড়ি দিন পর্যন্ত থেকেছে যদ্দিন না রেসকিউর লোকেরা রাস্তা করে পৌঁছুতে পারে।

ওয়েবষ্টার ॥ কেবল্।

দত্ত ॥ কেবল্।

(তার নিয়ে ছুটে যায় দুজন মজদুর। সাহেবরা সে তার পাততে থাকেন মাটিতে।)

রূপা ॥ আলো নেই, আকাশ নেই, দিনরাত্ত কিছুই নেই। তবু ওরা বেঁচে থাকে !

অনু ॥ (কাজ করতে করতে) প্রাণ আছে, বাঁচার ইচ্ছে আছে।

বৃদ্ধ ॥ কি হচ্ছে ? কি হচ্ছে ওখানে ?

ফকির ॥ ডুলি নামাচ্ছে।

বৃদ্ধ ॥ ও, ওদের তুলে আনবে বুঝি ? বেশ, করুক, করুক :

ওয়েবষ্টার ॥ ক্রেন।

দত্ত ॥ ক্রেন ! আগে—(হাত নাড়েন)

(ক্রেনের শিকলগুলো একটা বিভৎস ঢাকনায় মতন জিনিস বয়ে নিয়ে আসে।)

বৃদ্ধ ॥ আমি চোখে দেখিনা—মোটে দেখি না। ওদের তোলার বন্দোবস্ত করছে বুঝি। করুক, করুক, ওদের বিরক্ত করোনা।

বৃদ্ধ। জয়হ্যাল, জয়হ্যাল শুনতে পাচ্ছিস? জয়হ্যাল!

(ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের দুইজন আসে, একজন গফুর।)

গফুর। এদিকে আসবেন না।

বৃদ্ধা। আমার ছেলে জয়হ্যাল। একবার ডাকতে দাও, ও শুনতে পাবে—নিশ্চয়ই শুনতে পাবে। জয়হ্যাল।

রূপা। কেন আপনি অমন করছেন? বসুন, বসুন এখানে চুপ করে।

বৃদ্ধ। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদের কাজ করতে দাও। কেন অমন করো? দেখছো না, আমি কেমন চুপটি করে বসে আছি।

বৃদ্ধা। এই মাটির নীচেই তো? কোথায়? কত নীচে?

রূপা। বসুন এখানে। (বৃদ্ধা বসল)

গফুর। সব ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক হয়ে যাবে; নসীব, তকদীর।

বৃদ্ধ। হ্যাঁ, আমার ছেলে মোস্তাক। বড় হুঁশিয়ার ছেলে, বড় চালাক চতুর। কি হচ্ছে? ওখানে কি হচ্ছে?

গফুর। ওদের তুলে আনতে চেষ্টা করছে। ব্যস্ত হবেন না।

বৃদ্ধা। না না ব্যস্ত কোথায়?

হাকিম।। ডুলি তৈরী।

দত্ত। লিফট ওয়ার্কিং স্যার, রেডি ফর সিলিং।

ওয়েবস্টার। ষ্ট্যাণ্ড বাই। টেলিফোন।

(একজন টেলিফোন বাড়িয়ে দেয়, সাহেব বড় কর্তাদের রিপোর্ট করতে থাকেন মৃদুস্বরে।)

ওয়েবস্টার স্পিকিং। We are waiting for the rescue team to return, Mr. Brooks. The lift has been set right, and we are ready for sealing. I don't think there's any chance of survival.

(সুমনা আসে, হাতে মুড়ির টিন।)

মা। এনেছিস?

মুখনা ॥ হ্যাঁ মা।

রুকমি ॥ কি আছে ওতে ?

মা ॥ মোয়া। বিশু ভালবাসে। ওদের খাওয়াব। বেরিয়ে আসুক। খিদে পেয়েছে ওদের।

বুড়ো ॥ জয়হ্যাল—জয়হ্যাল।

গফুর ॥ অমন করবেন না। দেখছেন না, আপনার ছেলে একা নয়, এরা সবাই কেমন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

বুড় ॥ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওদের বিরক্ত করোনা গো। কি হচ্ছে ওখানে ?

গফুর ॥ যারা নেমেছে ওরা ডুলির ঘণ্টা বাজাবে। তার জন্যই সবাই অপেক্ষা করছে।

বুড় ॥ হ্যাঁ, বাজাক বাজাক। ওদের বিরক্ত করা উচিৎ নয়। রাত্তিরবেলায় মোক্তার আমাকে এই কাগজখানা দিয়ে বললে—যদি মরি তো আরো চারটে মোষ কিনো, দুধ বেচে খেতে পারবে। কাগজ ত পড়তে পারি না। ওর মুখখানা একবার দেখতে পেলাম না।

অনু ॥ এই তো শালাদের বদমাইশি। টাকার লোভ দেখিয়ে ফাঁসিকাঠে পাঠিয়েছে ছেলেদের।

মা ॥ কি বলছো তুমি ? বিশু ফিরে আসবেই—আসবেই ও—

অনু ॥ সুবাদারকেও মেরেছে ওরা—হাত ও কাঁপল না শালাদের।

(ঢং ঢং করে ডুলির ঘণ্টা বেজে উঠে, সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে ছুটোছুটি পড়ে যায়, "স্ট্রেচার", "ডক্টর হ্যাণ্ডবাই"।)

বুড় ॥ কি হয়েছে ?

অনু ॥ কাউকে তুলছে উপরে।

(মা-বাবারা ভিড় করে এগোতে চেষ্টা করলে গফুর বাধা দেয়।)

গফুর ॥ কেউ এদিকে আসবেন না, খবরদার আসছেই তো উপরে।

মা ॥ কে ? কাকে পেয়েছে ?

বৃদ্ধা ॥ জয়হ্যাল।

(স্ট্রেচার নিয়ে ৪ জন নেমে যায়।)

বৃদ্ধ ॥ ডুলিটা আস্তে আস্তে তুলতে বল।

সুমি ॥ মা দাদা আসছে ?

গফুর ॥ একটু পরেই সব জানতে পারবে। কেন অমন করছো।

মা ॥ মায়ের প্রাণ বাবা ! কে ? কাকে পেয়েছ বলো না গো।

গফুর ॥ কি করে জানবো বলো। আমার কি দিব্যজ্ঞান জন্মেছে নাকি !

মা ॥ তুমি একটু ওদের চুপি চুপি জিগ্যেস করে এসো না বাবা। সুমি স্টোভের টিনটা খোল—আর জল।

(সাহেবরা গিয়ে লিফটের মুখে দাঁড়ান। ঢং করে ঘণ্টা বাজতেই নিথর স্তব্ধতা নেমে আসে।)

রুকমি ॥ উঠছে !

মা ॥ কে উঠছে মা ? কাকে পেয়েছে !

বৃদ্ধা ॥ আমার ছেলেকে।

মা ॥ তুমি জানো ? ঠিক জানো ?

বৃদ্ধ ॥ আস্তে আস্তে তুলছে তো ?

(ডুলি এসে দাঁড়ায়—ক্যাপটেন বেরোন, মুখোশ খোলেন। স্ট্রেচারে একটি মৃতদেহ ঢাকা।)

ক্যাপটেন ॥ He is dead.

ওয়েব ॥ Le's take him down.

(নিঃস্তব্ধতার মধ্যে স্ট্রেচার বয়ে নিয়ে যাচ্ছে অফিসের দিকে। রুকমি হঠাৎ চীৎকার করে ওঠে।)

রুকমি ॥ কে ওটা ?

(বাঁধ ভেঙে যায়। চিৎকার করতে করতে সবাই এগোতে চেষ্টা করে।)

পণ্ডুর ।। করোনা, অমন করোনা। উল্লুক কাঁহাকা, মাথা ঠাণ্ডা রাখো।

মা ।। একবার—একবার মুখখানা দেখি। কে? কার বুকের ধন চলে গেল বাবা?

বৃদ্ধ ।। ও জহুরুল নয়।

ছবি ।। হঁ্যা! আমি সইতে পারবি না—আর আমি পারছি না।

বৃদ্ধ ।। তোমরা অমন করছো কেন? ওদের বিরক্ত করছো কেন? কি হয়েছে?

রুকমি ।। লাশ ঝুলছে গো, মানুষ নয়।

বৃদ্ধ ।। লাশ! মানে আমাদের লোতাক নয় তো!

মা। একবার কাছে যেতে দাও। পণ্ডুর সাহেব একবার দেখি।

পণ্ডুর। ওর মাথা নেই, কি দেখবে?

(বজ্রাহতের মতন সবাই চুপ করে যায়। ইতিমধ্যে স্ট্রেচার এনে নামানো হয়েছে অফিসের সামনে।)

ওয়েন। How's everything down there?

ক্যাপ্টেন। Horrible. Let's see this man. I found him in the main shaft, no head.

ওয়েন। Much damage?

ক্যাপ্টেন। Yes.

ওয়েন। Fire?

ক্যাপ্টেন। Let's see this man first!

দত্ত। ট্যাগ ঝুলছে এখনো—৬০৭।

(নোট বই খোলেন।)

ক্যাপ্টেন। ৬০৭ কে?

দত্ত। দেখছি, (একটা পাতা খোলেন) ৬৩৪…৬৫…৬৬…এই যে ৬৩৭।

ক্যাপ্টেন। কে?

গুরেব। When is your team coming out? We want to seal the pit.

ক্যাপ্টেন। You can't seal the pit until I have reported. I am not reporting till I have satisfied myself there are no survivors. ৬৩৭ কে?

গুরেব। Remove the body.

(লাশ নিয়ে যায় স্ট্রেচার বাহকরা)

Dutt,

(দত্তর সঙ্গে সাহেবের কিছু শলাপরামর্শ হতে থাকে। সাহেব ক্লান্ত হয়ে একটা দোমড়ান লৌহখণ্ডের উপর বসেন। সাহেব চলে যান অফিসে। দত্ত এগিয়ে আসেন।)

মা। মাথা নেই? (আতঙ্কে বিহ্বল কণ্ঠে)

বৃদ্ধ। ও জয়গুল নয়। জয়গুল আরও লম্বা।

দত্ত। আপনার রিপোর্ট চাইছেন ম্যানেজার।

ক্যাপ্টেন। রিপোর্টের সময় এখনও হয়নি। ঢুকতেই পারছিনা বিয়াল্লিশ ডিপে। লোক বেঁচে আছে কিনা কি করে বলবো!

দত্ত। আগুন লেগে গিয়ে থাকতে পারে।

ক্যাপ্টেন॥ আগুন তো লেগেছেই। ধোঁয়ার রং দেখছেন না?

দত্ত॥ অত লক্ষ টাকার সম্পত্তি—তাই সেটাকে সেভ করার জন্য—

ক্যাপ্টেন॥ (লাফিয়ে) আর মানুষের প্রাণ? তাকে সেভ করার দরকার নেই? এখনো আধঘণ্টা অক্সিজেন আছে। আমরা ৪২ ডিপে রাস্তা কেটে ঢোকার চেষ্টা করছি। সীল করতে হয় আমাদের শুদ্ধ করে দিন।

দত্ত ॥ ম্যানেজারের অর্ডার।

ক্যাপ্টেন ॥ আমাকে কোম্পানীর চাকর ভেবেছেন নাকি? আমি গভর্নমেন্ট ছাড়া কারুর হুকুম মানি না। (দু'পা গিয়ে) সীল করবার চেষ্টা করে দেখুন, কি হয়। (বেড়ার কাছে গিয়ে) একটু জল হবে!

মা ॥ একটা মোয়া খাবে বাবা?

ক্যাপ্টেন ॥ না না, জল।

মা ॥ রূপা—জল দেনা রে। হ্যাগো কাকে নিয়ে এলে উপরে! (ক্যাপটেন জল খান) কাকে নিয়ে এলে গো? আমার—আমার ছেলেকে নয় তো?

ক্যাপ্টেন ॥ (কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে) তোমার ছেলের নম্বর জানো?

মা ॥ হ্যাঁ, ১৩৮।

ক্যাপ্টেন ॥ তোমার ছেলে নয়।

মা ॥ বেঁচে থাকো বাবা। দুটো মোয়া নিয়ে যাবে? যদি আমার ছেলেকে পাও। গোপা, লখা মন্ডল. বুঝলে? ১৩৮—

(ক্যাপটেন চলে যায়। একটু পরে নীচে নেমে গেল)

জলু ॥ এই যে দত্তসাহেব, টেষ্ট করে দেখেছিলেন, গ্যাস নেই?

দত্ত ॥ গ্যাস ছিল না, সুবাদার সাহেব নিজে গেলেন যে।

(সাহেব ফিরে আসেন)

সাহেব ॥ Well?

দত্ত ॥ He has gone in sir. He would not listen.

সাহেব ॥ Demn the fellow's check, can't be helped. We shall have to wait. Lights please. Get the pump ready.

দত্ত ॥ পাশ খালাসী হুঁসিয়ার। এদিকে—

মা ॥ হুমি, বিশু নয়রে। বিশু আসবে। বিশু নিচে অপেক্ষা করছে।

বৃদ্ধ ॥ তবে কে গেল বল দিকি? আমাদের মোস্তাক নয় তো?

বৃদ্ধা ॥ জয়দ্যাল নয়?

বৃদ্ধ ॥ সেপাই সাহেব, কে গেল বল দিকি?

গফুর ॥ শুনে কি করবে? যতসব হাড়হাভাতের দল।

বৃদ্ধা ॥ বলো, বলো তুমি। এই অবস্থায় থাকা যায় না। তুমি বলো।

গফুর ॥ ৬৩৭।

(এক মুহূর্ত নীরবতা)

বৃদ্ধ ॥ মোস্তাক নয়। আমাদের মোস্তাক নয়। তার তো ৫১৭।
তবে কে?

বৃদ্ধা ॥ আল্লা! (বসে পড়ে) জয়দ্যাল। চলে গেল। জয়দ্যাল আর মাটির নীচে নেই। সে চলে গেছে বেহেস্তে। মা মরা ছেলেগুলোকে কি বলবো। (গলা ভেঙে যায়।) জয়দ্যাল শুনতে পাচ্ছিস। (মাটির কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে) জয়দ্যাল।

(রূপা আর মা জড়িয়ে ধরেন বৃদ্ধাকে)

মা ॥ কি রকম স্বার্থপর হয়ে উঠেছি আমরা। আমার ছেলে বেঁচে আছে তাই আমি হাসছিলাম।

বৃদ্ধা ॥ পাওনাদারের ভয়ে বাড়ি আসত না। মদ খেত দিনরাত। কাগজ দিয়ে গেছে আমার হাতে। জয়দ্যাল—জয়দ্যাল—

রূপা ॥ কাঁদে না, অমন করে কাঁদে না। তোমার তো নাতিরা রয়েছে, দেখ—এর ছেলে মরে গেল এর কেউ থাকবে না।

বৃদ্ধা ॥ ওই তো খেয়েছে আমার ছেলেকে। ওই খেয়েছে। ওর ছেলে বেঁচে রইল, আমারটা রইলনা। মাথা নেই তো চিনলো কি করে? ভুল তো হতে পারে। ও, নম্বর দেখেছে, না? নম্বর দেখেছে—৬৩৭—

(বৃদ্ধ চলে যান ।)

গফুর । কেন জানতে চাও ওসব ? শুধু শুধু দুঃখ পাওয়া ।

বৃদ্ধ । না, আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না । আপনার তো কেউ যায় নি, তাই । যোতাব একখানা কাগজ দিয়ে গেছে আমায়—একটু পড়ে দেবেন ?

ওয়েব । Start the pump.

বস্তু । পাম্প ছাড়ো । (চাপা গর্জন করে পাম্প চলতে শুরু করে ।)

বৃদ্ধ । কি হচ্ছে ? ওকি হচ্ছে ?

গফুর । খাদে জল জমেছে, বার করে দিচ্ছে ।

বৃদ্ধ । কাগজটা দেখ দেখি বাবা ।

গফুর । এ তো কন্ট্রাক্ট । যোতাব হোসেন মারা গেলে সাতশ টাকা পাবে গজনফর হোসেন, তার বাবা ।

বৃদ্ধ । হ্যাঁ, আমাকে দিয়ে গেছে যোতাব ।

রুকমি । আমারটাও পড়ে দিন না । আমার ছুটো ।

গফুর । ছুটো !

রুকমি । হ্যাঁ, ছুটো ছেলেই এত সবল ! দুজনেই আমাকে দিয়ে গেছে ।

গফুর । (সচকিত) ছুটো মানে ? (নীরবতা) কে কে ?

রুকমি । আমির আর রমজান ।

গফুর । রমজান ! (নীরবতা) রমজান তো যায় নি ।

রুকমি । হ্যা গেছে । কাগজ দিয়ে গেছে ।

গফুর । মিথ্যাবাদী ।

(এক ঝটকায় কাগজ কেড়ে নেয় গফুর; পড়ে নামটা, বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকে কতক্ষণ । এক লাফে বস্তুর কাছে গিয়ে পড়ে ।)

গফুর । রমজান—রমজান ওর মধ্যে গেছে ?

বস্তু । হ্যা ।

গফুর । কক্ষণো না । সাতজন গেছে । কাগজগুলো দেখেছি আমি ।

দত্ত। তুমি সাতটাই বেধেছো—আর একটা পরে নষ্ট হয়েছে।

(এক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে গফুর। তারপর পাগলের মত লিফটের দিকে ছুটে আসে দত্ত ও হাকিম।)

দত্ত ॥ কি করছো ?

গফুর ॥ যাব, নিচে যাব, আমায় ছেড়ে দাও—

দত্ত ॥ কি পাগলামি করছো ? বসে থাকো চুপ করে।

গফুর ॥ আমার ছেলে, আমার ছেলে আটকা পড়েছে নিচে।

হাকিম ॥ অনেকের ছেলে আটকা পড়েছে নিচে।

গফুর । মেরেছি, মেরেছি নিজের হাতে ছেলেটাকে মেরেছি। মুখ দিয়ে রক্ত বার করে দিয়েছি সেদিন। আর দেখা না করে চলে যাবে ? জুলুম নাকি ?

হাকিম । (চিৎকার করে) যাও ওখানে গিয়ে বসো।

(আর একজন ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ড সেপাই এসে গফুরকে ধরে নিয়ে যায় কাঁটা তারের কাছে—টপকে ওপাশে চলে যায় গফুর আর সব বিয়োগ ব্যথায় কাতর পরিজনদের মাঝে।)

গফুর । ছেলে লায়েক হয়েছে, দেখা না করে চলে যাবে ? দেখবো ওর কতবড় আস্পর্ধা।

বৃদ্ধ । (গায়ে হাত দিয়ে) অমন করে না। চুপ করে বসে থাক।

গফুর । চাবকে ওকে আমি লাল করে ছাড়বো। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি ! মার সঙ্গেও দেখা করেনি আমি বলেছিলাম বলে।

রুকমি । মিয়াসাহেব—

গফুর । নিজের হাতে ব্যাঞ্জো শিখিয়েছি। আর আজ আমার সঙ্গে বদমাশি !

(গফুর ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে।)

ওয়েব। (ফোনে) We are ready for everything, Mr, Brooks, As soon as the blooming rescue team comes back to surface··· Reporters ? What paper ? Send them over Mr Brooks. I'll look after them, (ফোন রেখে) Dutt, reporters coming over, careful. Where the hell is the excavator ?

দত্ত ॥ Coming sir.

বুড়। কি হচ্ছে ?

সেপাই। খবরের কাগজের লোক আসছে।

বুড়। কেন ?

সেপাই। ছবি নেবে—তোমাদের সংগে কথা বলবে।

দত্ত ॥ Ready for action everybody.

(লিফটের ঘণ্টা বেজে উঠে, উদ্বেলিত মা বাবারা উঠে দাঁড়ান।)

সেপাই। কিছু নয়—ভাবনার কিছু নেই। এবারে হয়তো দেখবে সবাই এসে গেছে।

মা। এসেছে ? বলছ এসেছে ?

বুড়। আগুন বন্ধ করেছেন ?

(লিফট উঠে আসে, রেসকিউ টীম শুধু, অবসন্ন প্রায়, টলতে টলতে তারা নেমে আসে। মুখোশ খোলে সবাই। উৎসুক হয়ে তাকিয়ে থাকেন পরিজনরা।)

দত্ত। রিপোর্ট করুন।

ক্যাপটেন। আগুন লেগেছে উনচল্লিশ, চল্লিশ আর একচল্লিশ ডিপ-এ। কার্বন মনোক্সাইডের মারাত্মক proportion. পাখীগুলো সব শেষ।

দত্ত। কি রকম আগুন ?

ক্যাপটেন। উনচল্লিশ আর চল্লিশে smoulder করছে, একচল্লিশে flame !

ওয়েব। Good God ! (ফোনে কি সব বলতে থাকেন) Stop pumps.

দত্ত। পাম্প বন্ধ কর—

(গর্জন বন্ধ হয়, নীরবতা, উৎসুক পরিজনগণ।)

ক্যাপটেন। সারভাইভার আছে। নিশ্চিত আমি।

দত্ত। কি বল্লেন আপনি ?

ক্যাপটেন। (গলা তুলে) বলছি ৩২ ডিপ্-এ বেঁচে আছে। আমরা কথা শুনেছি চেঁচিয়ে জবাব দিয়েছি। ঠিক ?

অনাথ। হ্যাঁ ঠিক। স্পষ্ট শুনেছি—"জান বাঁচাও" (পরিজনদের মধ্যে হর্ষধ্বনি)

দত্ত। গলা তুলছেন কেন ?

ক্যাপটেন। তুলেছি নাকি ?

ওয়েব। (ফোনে) He says there are survivors...yes sir···yes (দত্তকে) Get rid of him.

দত্ত। Thank you, Captain. এখন আপনি বিশ্রাম করুন গে।

ক্যাপ্টেন। রেস্কেও টীম তৈরী হয়েছে ?

দত্ত। হ্যাঁ।

ক্যাপ্টেন। তাহলে এবার আপনারা দুজনও আমাদের সঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হন।

দত্ত। (চমকে) তার মানে ?

ক্যাপ্টেন। Main shaft পর্যন্ত ! রেসকিউ ওয়ার্ক আপনাদের পরিদর্শন করা উচিত।

ওয়েব। He is out of his mind.

দত্ত। আমরা—আমরা নামতে পারি না। এ অসম্ভব।

ক্যাপটেন। হ্যাঁ, একটু অন্ধকার ওখানটা আর ধোঁয়া, পাথর আর কয়লার স্তূপ…কয়লার গুঁড়ো…দেখি, আর একটু জল!

(ছবি জল দেয়।)

মা। হ্যাঁ, বাবা, ওদের গলা শুনেছ?

বৃদ্ধ। কি বললো মোস্তাক?

ক্যাপটেন। কথা ত কিছু শুনিনি, চেঁচিয়ে জানান দিচ্ছিল।

মা। বিহু কিছু বললো না?

ক্যাপটেন। ঐ যে বললাম—চেঁচাল।

মা। মোয়া খাও বাবা—তোমরা সবাই খাও। কত পরিশ্রম করেছ, মুখগুলো শুকিয়ে গেছে।

(রেসকিউ টীমের লোকেরা মোয়া নেয়।)

মা। ওদের তুলে আনবে না?

ক্যাপটেন। অন্যদল যাবে।

বৃদ্ধ। মোস্তাক কি বললো?

মা। ওদের দেখতে পেলে বাবা?

ক্যাপটেন। না মা। শুধু গলা শুনলাম।

মা। এক ঝলক দেখতে পেলে না? একটুও না?

ক্যাপটেন। যা অন্ধকার দেখবো কি করে!

মা। ওখানে বড় বিশ্রী না?

রূপা। রমজান আর আরিফ মারামারি করছে না তো?

বৃদ্ধ। আমাদের মোস্তাক কিছু বললো?

রূপা। আপনারা কি চলে যাচ্ছেন?

ক্যাপটেন। হ্যাঁ দিদি। আমাদের আর অক্সিজেন নেই। অন্যদল নামবে এক্ষুণি।

মা ॥ ওখানে কি একদম অন্ধকার ?

ক্যাপটেন ॥ হ্যাঁ, অন্ধকারটা একটু বেশিই।

মা ॥ বাতাস টাতাসও নেই বড় একটা, না ?

ক্যাপটেন ॥ কম।

মা ॥ কখন তুলবে ওদের ? সেই কখন নেমেছে--

ক্যাপটেন ॥ এই তো, এক্ষুণি তুলবে।

রূপা ॥ সবাই বেঁচে আছে ?

ক্যাপটেন ॥ পাঁচ ছটা গলা তো শুনলাম। আচ্ছা নমস্কার—

বৃদ্ধ ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাড়ি গিয়ে চানটান করে ঘুমোও।

(রেসকিউ টীম চলে যায়।)

ওয়েব ॥ (ফোনে) The rescue team has left Mr. Brooks, yes rightaway, Mr. Brooks···No···at once Mr. Brooks, everything is ready. (ফোন রেখে) Call the sappers.

দত্ত ॥ Sappers—

(কয়েকজন খাকী পোশাক পরা লোক ছুটে আসে, পিটহেডে উঠে তারা কি একটা জরিপের কাজ করতে থাকে। একজন যন্ত্র নিয়ে দেখছে, একজন হাত নেড়ে নেড়ে সংকেত করছে।)

মা ॥ (হেসে) এইবার, এইবার তুলবে ওদের, না রে রূপা ?

রূপা ॥ হ্যাঁ বোধহয়।

বৃদ্ধ ॥ এই, এই, তোমরা আবার ওদের বিরক্ত করছো !

স্যাপার ১ ॥ ডাইনে ! আরো···আরো···আরো—ব্যস ! নিশান পোঁত।

বৃদ্ধ ॥ কি, অনেকে মিলে, খুব জোড়জোড় করে লেগেছে বুঝি ! লাগবে না ? সকাল হতে চলল, সেই একটা থেকে আটকে আছে।

স্যাপার ১। লাইন টানো!—লাইট!

(সার্চলাইট ঘুরে যায় সাহায্য করতে।)

দত্ত। স্পটটা পেয়েছো?

স্যাপার ১। হ্যাঁ।

দত্ত। স্পট লোকেটেড, স্যার।

গুরের। সীল দা পিট।

দত্ত। ক্রেন!

(গর্জন করে ক্রেন চলতে আরম্ভ করে। ধীরে ধীরে ঢাকনাটি স্থাপন করে পিট-এর মুখে। স্যাপারের নির্দেশে খালি ক্রেন সরে যায় পরিজনদের মাথার উপর দিয়ে।)

রূপা। ওকি খাদের মুখ বন্ধ করে দিচ্ছ কেন?

(শকুর উঠে দাঁড়ায় ধীরে ধীরে, উদভ্রান্ত দৃষ্টি।)

বৃদ্ধ। এ্যাঁ, সে কি গো? মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে নাকি?

মা। সেপাইজী, মুখ বন্ধ করে দিচ্ছে কেন?

সেপাই। সে আমি কি করে বলবো।

বুধি। মুখ বন্ধ করে দিলে ওরা উঠবে কি করে?

রূপা। তোমরা কি ওদের তুলবে না?

সেপাই। জানি না বাপু। সব সব ঝামেলা। চুপ করে থাক না।

মা। ও সাহেব, মুখ বন্ধ করে দিচ্ছ কেন? কেন সাহেব শুনতে পাচ্ছ না? মুখ বন্ধ করে দিলে বাছারা উঠবে কি করে?

দত্ত। (এগিয়ে এসে) কি হয়েছে?

রূপা। মুখ বন্ধ করে দিচ্ছেন কেন? নূতন লোক নামছে না কেন?

দত্ত। বোকনা বোকনা কথা বল কেন? পাশে নূতন গর্ত খুঁড়ে সেখান দিয়ে তোলা হবে ওদের।

বৃদ্ধ ॥ এই দেখ! বোকনা, সোকনা, ওদের বিরক্ত কর শুধু শুধু। পাশে কত খোঁড়া হবে নাকি ছোট সাহেব?

(দত্ত চলে যান।)

মা ॥ হ্যাঁ, নূতন গর্তই খোঁড়া ভাল। এটা দিয়ে যা ধোঁয়া বেরুচ্ছিল। (খিল খিল করে হেসে উঠেন)

ওয়েব ॥ এক্স্‌কেভেটর!

দত্ত ॥ এক্স্‌কেভেটর। আগে সার্চলাইট—

(গর্জন তুলতে করতে বৃহদাকার যন্ত্র এগিয়ে আসতে থাকে—অপারেটর হাত নেড়ে সংকেত করে খোঁড়ার নির্বাচিত জায়গাটা দেখিয়ে দেয়। ভীষণ শব্দ করে যন্ত্র পাথরের উপর আঘাত করতে থাকে।)

রূপা ॥ শুরু করেছে! শুরু করেছে!

মা ॥ হ্যাঁ গো, গর্ত খুঁড়ে ওদের কাছে যেতে কতক্ষণ লাগবে?

সেপাই ॥ জানি না।

বৃদ্ধ ॥ কি খুব খাটছে বুঝি সবাই।

মা ॥ (হেসে হেসে) তাইতো বলি। আমরা মুখ্যু মানুষ তো, বুঝলে সেপাইজী, তাই না বুঝে শুনে কান্নাকাটি করছিলাম। তুই বল সুখি, ওরা চেষ্টার তো কোন ত্রুটি করছে না।

(একজন রিপোর্টার ও একজন ফটোগ্রাফার প্রবেশ করেন।)

ওয়েব ॥ Welcome to what remains of the Sheldon Colliery! This way, please, Dutta, gentlemen from the Politician.

(পিট ছেড়ে নিয়ে যান দত্ত।)

রিপোর্টার ॥ রেসকিউ অপারেশন বুঝি?

দত্ত ॥ রেসকিউ ? না, রেসকিউ ঠিক নয়। রেসকিউ ফেল করেছে। কেউ বেঁচে নেই।

রিপোর্টার ॥ এ সব তবে কি হচ্ছে ?

দত্ত ॥ আগুন নেভাবার চেষ্টা। কয়লা সব পুড়ে গেছে কিনা। ভয়াবহ দাবানল।

রিপোর্টার ॥ মাটি খুঁড়ে আগুন নেভানো!

দত্ত ॥ হ্যাঁ ওসব টেকনিক্যাল ব্যাপার, (এক্সকেভেটরকে) নিচে আরো নিচে।
(এক্সকেভেটর বিরাট একগাদা মাটি এনে সামনে ফেলে দেয়, আবার প্রস্থান করে স্বকার্যে।)

মা ॥ হুশ কত মাটি তুলেছে একপলে।

রূপা ॥ তা তুলে খুব দেরি হবে না, না মা ?

মা ॥ পাগল নাকি ? দেরি হতে পারে কখনো ? এত লোক এত যন্ত্রপাতি।

রিপোর্টার ॥ মাটি খুঁড়ছেন কেন তো বললেন না ?

দত্ত ॥ খাদের মধ্যে যাতে জল না ঢুকতে পারে সেজন্য দেওয়াল দেওয়া থাকে উঁচু দিকটায়। ঐ দেওয়ালে একটা ফুটো করে দেব, পুরো খাদটা জলে ডুবে যাবে।

রিপোর্টার ॥ ও আগুন নিভে যাবে বুঝি। আর যদি লোক থাকে ?

দত্ত ॥ বললাম তো, লোক বেঁচে নেই। যা দাবানলের আগুন।

রিপোর্টার ॥ আপনি হচ্ছেন—

দত্ত ॥ এ্যাসিষ্ট্যান্ট ম্যানেজার, পরমানন্দ দত্ত।

রিপোর্টার ॥ এক্সপ্লোশনের সময় আপনি কোথায় ছিলেন ?

দত্ত ॥ (চট করে এদিক ওদিক দেখে নিয়ে) খাদের তলায়। সে কি struggle for exiatence.

রিপোর্টার ॥ বলুন তো, কিছু বলুন তো ?

দত্ত ॥ ঐ তো। ছিলাম ৩২ ডিপ এ ; যেখানে বিস্ফোরণ হয়, সেখান থেকে

মাত্র চল্লিশ গজ দূরে। তারপর—আর এক সময়ে বলবো কেমন? এখন অনেক কাজ—হুন্ট।

(গোঁ গোঁ করে এক্সকেভেটর থেমে যায়।)

দত্ত ॥ স্ল্যাপার্স।

(স্ল্যাপার্স নূতন গর্তের মধ্যে নামে।)

সার্চলাইট।

রিপোর্টার ॥ ওরা কারা?

দত্ত ॥ ঐ যারা আটকে আছে, মানে যারা গেছে, তাদের আত্মীয় স্বজন।

রিপোর্টার ॥ বেশ তো হাসছে খেলছে।

দত্ত ॥ জানে না যে মারা গেছে।

রিপো ॥ চল হে ওদের ফটো নেওয়া যাক।

দত্ত ॥ ওদের কাছে কথাটা ফাঁস করবেন না।

রিপো ॥ মানে?

দত্ত ॥ সরল ওরা। কেন মিছামিছি দুঃখ পায়। বুঝলেন না। রিপোর্ট?

স্ল্যাপার ॥ আরো ফিট দশেক দরকার।

দত্ত ॥ এক্সকেভেটর।

(যন্ত্রদানব আবার হাত বাড়ায়।)

ওয়েব ॥ (ফোনে) Yes they're here, Mr Books, making a nuisance of themselves. (ফোন রেখে) Dutta, faster.

দত্ত ॥ Yes sir. Ten feet more Sir, জলদি।

রিপোর্টার ॥ (বেড়ার কাছে) কিগো সব অপেক্ষা করছো?

সেপাই ॥ কলকাতার সাহেবদের কাগজের লোক এরা, বুঝলে? ভদ্রভাবে কথাবার্তা বলো।

রিপোর্টার। না না ওদের primitive—আদিম ভাবটাই ধরতে চাই। Disturb করবেন না। বলো হে, তোমার নাম কি ?

বৃদ্ধ। গজনক্ষ হোবেন হুজুর। আমার ছেলে মোস্তাক নিচে আছে, আসবে এখুনি। কি রকম বন্দোবস্ত হচ্ছে দেখবেন না। সব ওরই জন্তে।

রিপোর্টার। তোমার নাম কি ?

রুক্মি। (সলজ্জ) রুক্মি।

রিপোর্টার। তোমার কে আটকে আছে ?

(রুক্মি লজ্জা ঢাকতে গিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠে।)

রিপোর্টার। ও বুঝেছি স্বামী বুঝি ?

রুক্মি। হু। ছুজন।

রিপোর্টার। এ্যা সে কি ? ক্যামেরা।

(ফ্লাস বাথ চমকে উঠে, রুক্মি ভড়কে পিছিয়ে যায়।)

রূপা। ভয় নেই যে, ছবি নিয়েছে।

রিপোর্টার। আপনার কেউ আটকে আছে বুঝি।

মা। হ্যা আমার ছেলে বিনোদ। আমরা বিনু বলে ডাকি।

রূপা। আচ্ছা আপনারা কি জানতে চান ?

রিপোর্টার। সব কিছু। তোমরা কোথায় থাক, কেমন করে থাক, কি খাও।

রূপা। বুঝতে পারবেন ? শুনে বুঝতে পারবেন ?

মা। বিনু উঠোনে শুতে ভালবাসতো, বুঝলেন ? বলে, ঘরে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে। মাছ খেতে বড্ড ভালবাসে, আর মোয়া খায় সব সময়— আপনি খাবেন একটা ?

রিপোর্টার। না, না। বলুন আরো বলুন। কি কাজ করত ও ?

মা। করতো মানে ?

রিপোর্টার। মানে কি কাজ করে ?

মা ॥ বারুদ কাটায়। ওরা উঠে এলে আমাদের সঙ্গে বাড়ি চলুন সব দেখিয়ে দেব। এই যে কাগজটা দেখছেন বিশু, এটা দেখিয়ে অনেক টাকা পাবে। আর তাই দিয়ে আমরা একটা বাড়ি কিনবো পাহাড়ের কাছে, তুলসী গাছ থাকবে—বড বাজে বকছি না? আমাদের কত আনন্দ বুঝলেন না? ছেলে ফিরে আসছে।

রিপোর্টার ॥ হুঁ।

(যন্ত্র মাটি ফেলে আবার খুড়তে শুরু করে। গফুর উঠে এসে দাঁড়ায় পিট হেডের কাছে।)

গফুর ॥ দত্ত সাহেব।

দত্ত ॥ কি?

গফুর ॥ আপনারা কি করছেন?

দত্ত ॥ গর্ত খুড়ছি, দেখছো না?

গফুর ॥ কেন?

দত্ত ॥ আমি কোম্পানীর লোক—আমাকেও ধাপ্পা দিচ্ছেন?

দত্ত ॥ তার মানে?

গফুর ॥ (হঠাৎ চিৎকার করে) রমজানকে মারবার ফন্দী করছো। তোমাদের সক্কলকে খুন করবো।

(দত্তকে আক্রমণ করতে গেলে দুইজন W. W. ছুটে গফুরকে চেপে ধরে।)

বিশ বছর কোম্পানীর চাকরি করছি—আজ আমার ছেলেকে মারবে। তোমরা বুঝতে পারছো না ভাই, মেরে ফেলবে আমার ছেলেটাকে মেরে ফেলবে।

সেপাই ২ ॥ কি বাজে কথা বলছো?

গফুর ॥ সাহেব, জলে ডুবিয়ে মারবে আমার ছেলেটাকে। খাস বন্ধ হয়ে তিলে তিলে মরবে আমার রমজান। সাহেব, দয়া করো সাহেব।

ওয়েব ঃ He's gone mad !

গফুর ঃ রমজান ! রমজানরে ! উঠে আয় তাড়াতাড়ি ! দুষ্টু ছেলে বাপের কথা শুনিস না, উঠে আয় রে !

(অকস্মাৎ W. W. ১ ঘুসি মারে গফুরের পেটে, গফুর বসে পড়ে ।)

আমি বাপ, আমাকে অমন করে মারতে আছে ?

(চুপ করে বসে থাকে গফুর ।)

বুড় ঃ কি হচ্ছে ওখানে ?

ফকির ঃ মিয়াসাহেব পাগল হয়ে গেছে ।

বুড় ঃ দেখ দিদি । শুধু শুধু ওদের বিরক্ত করা ;

ওয়েব ঃ স্যাপার্স , সে দা ট্রিক্স্—

(স্যাপার্সরা ছুটে যায় বারুদ নিয়ে ।)

স্যা ১ ঃ ছুটা ট্রিক রাইট সাইডে—ছুটা ভিপ— ।

দত্ত ঃ এক্সকেভেটর !

রিপোর্টার ঃ লোকটার ছবি নিতে পারলে না ?

ফটোগ্রাফার ঃ চিৎকার শুনে হাত কাঁপছিল ।

ত্রিপো ঃ Useless ! নাও, এখন নাও একটা ।

(গফুরের ছবি নেওয়া হয় ।)

মা ঃ তুমি টিনটা দে তো রে, সবাইকে দিয়ে আসি, এত করছে ওদের জন্যে । সেপাইজী একবার যেতে দাও, এই মোয়া কটা দিয়ে আসি—তুমিও নাও ।

(মা বেড়া অতিক্রম করে সবাইকে মোয়া বিলোতে থাকেন সাহেবকে প্রথম—।)

আমি বিনুর মা (তারপর স্যাপার্সদের, তারপর দত্তকে) এত করছো বিনুর জন্য নাও বাবা খাও—মুখ শুকিয়ে গেছে।

(মুড়মুড় করে একসকেভেটর মাটি ফেলে যায়—মাটির স্তূপ থেকে গড়িয়ে যায় তার ছেঁড়া ব্যাঙো একটা লাফিয়ে গিয়ে কুড়িয়ে নেয় রুকমি তারপর ছুটে দেয় সেটা গফুরের হাতে ; উদভ্রান্ত দৃষ্টিতে তাকায় গফুর। ব্যাঙোটাকে কোলে নেয় যেন শিশুকে আদর করে।)

গফুর । কিছুতেই রেওয়াজ করতে চাইতো না। কত মারতাম।

বৃদ্ধ । কি ? কি হচ্ছে ?

রূপা । রমজানের ব্যাঙো উঠেছে।

বৃদ্ধ । উঠেছে তো ? বেশ বেশ! এই তো সবাই এলো বলে।

দত্ত । রেডি স্যার।

ওয়েব । কেবল রেডি ?

স্যাপার ১ । Yes Sir.

ওয়েব । Sticks ?

স্যাপার ১ । Yes Sir.

ওয়েব । Exploder ;

স্যাপার ১ । Yes Sir.

ওয়েব ॥ Connect.

(এক্সপ্লোডারের তার জোড়া হচ্ছে—মা মোয়া বিলি করা শেষ করলেন শেষ স্যাপারকে।)

স্যাপার ১ ॥ জল আছে ?

মা ॥ হ্যা, জল আছে। নিয়ে আসছি। কি বলছো বাবা ? তোমরা

বিপুর জন্য এত করছো আর আমি একটু জল নিয়ে আসতে পারবো না। (মা চলে আসেন বেড়ার কাছে।)

ঝুমি বাটিটা দে তো।

ঝুমি॥ বাটি খালি মা।

মা॥ বাটিটা ভরে নিয়ে আয় টিউবওয়েল থেকে। বোকা মেয়ে এতক্ষণ ভরে রাখিস নি কেন? ছেলেগুলো খাটতে খাটতে মরে গেল, জল চাইছে, আর বসে বসে আড্ডা। (ঝুমি ছুটে চলে গেছে।)

ম্যাপার ১॥ রেডি স্যার।

ওয়েব॥ (ফোনে) Everything ready for flooding Mr. Brooks. Yes Sir...Two holes, circumference six feet each ···Enough I shold think because water pressure will not rest···It will probably blow the whole wall Sir, which means rhe fire will be out in a quarter of an hour—Right ho Sir. (ফোন রেখে) Everybody out.

দত্ত। হটে যাও।

(ঝুমির হাত থেকে ঘটি নিয়ে মা আসেন হেড-এর কাছে, তখন সবাই নেমে আসছে ম্যাপার ১ ছাড়া। সে একসপ্লোডার নিয়ে বসে আছে নিচু হয়ে। দত্ত আটকান মাকে।)

দত্ত। কোথায় যাচ্ছ?

মা। ও জল চেয়েছে।

দত্ত। বারুদ ফাটছে ওখানে। যেও না।

মা। তা কি হয়? জল চেয়েছে যে। যাব আর আসব।

(দত্তকে পাশ কাটিয়ে মা ছুটে যান উপরে, ঘটি থেকে জল ঢালেন ম্যাপারের হাতে।)

স্যাপার ॥ দেখো, এর উপরে যেন পড়ে না তা হলে আর ফাটবে না।

মা ॥ (হেসে) পাগল। এক ফোঁটাও পড়বে না।

(খালি ঘটি নিয়ে মা নেমে আসেন নীচে।)

ওয়েব ॥ Everybody out.

দত্ত ॥ Yes Sir.

ওয়েব ॥ Get the machin out.

দত্ত ॥ এক্সকেভেটর হট যাও।

(ঘড় ঘড় করে যন্ত্রদানব সরে যায়।)

বৃদ্ধ। জল দিয়েছ তো?

মা ॥ হ্যাঁ; ভোর হয়ে এলো প্রায়। কিছু মুখেও দেয়নি এতক্ষণ।

ওয়েব ॥ Ready.

স্যাপার ॥ Yes Sir.

বৃদ্ধ ॥ কি হচ্ছে?

মা ॥ বারুদ ফাটিয়ে রাস্তা করছে।

(আবার অসহ্য নিস্তব্ধতা, গফুর উঠে দাঁড়ায়।)

গফুর ॥ বেরিয়ে আয় শিগগীর। রমজান জল ছেড়ে দিচ্ছে রে, বেরিয়ে আয় রমজান। রমজানরে (চিৎকার করে) তোরা বেরিয়ে আয়, জল ছেড়ে দিচ্ছে। তোরা বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয়।

ওয়েব ॥ Fire.

(স্যাপার চাবি ঘোরায়—মুহূর্তে প্রচণ্ড ঝিলিক মেরে খনিজ্রীগর্তে বাঁধ ভাঙে। কালো ধোঁয়া আর ধুলোর আস্তরণ সরে যেতে দেখা যায়। মা ভয়ে রূপাকে জড়িয়ে ধরেছেন। আতঙ্কে সবাই দাঁড়িয়ে উঠেছে। বিস্ফোরণের শব্দ মেলাতে না মেলাতে শোনা যায় জলের সোঁ সোঁ গর্জন। খনিত্রীর জঠরে বান ডেকেছে। ওয়েব, দত্ত এবং অন্যান্য

স্যাপাররা উপরে গিয়ে দাঁড়ায়। গফুর কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ে—বুকে স্যালো। নিস্তব্ধতা। অন্যান্যরা সম্যক বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা কি।)

ওয়েব। It's successful, I think.

দত্ত। Certainly Sir. The wall has caved in already.

(মা এগিয়ে যান, পেছনে রূপা আর সুখি, বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে থাকে। সাহেব নামছেন, মা জিজ্ঞাসা করেন।)

মা। কি, কি হয়েছে?

(সাহেব ফোন ধরেন)

ওয়েব। Water flowing in them, both the holes Mr Brooks··· yes fine works—Thank you Sir, the whole mine will be flooded in fifteen minutes.

(দত্ত নামছেন—মা জিজ্ঞাসা করেন।)

মা। কি হয়েছে গো? বলনা, কি হয়েছে?

দত্ত। কেবল সরিয়ে নাও। আর স্যাপাররা রিপোর্ট এট ওয়ান্স ফর প্রিকশন এগেনষ্ট সেকেণ্ডারি একসপ্লোশন, ইফ এনি।

(মা সেপাই ১ কে গিয়ে ধরেন।)

মা। কি হয়েছে রে? কি?

সেপাই ১। কেন আর জিজ্ঞাসা করছেন মা?

(সে চলে যেতে উদ্যত হয়, মা গিয়ে সামনে দাঁড়ান।)

মা। কি? কি হয়েছে বলে যাও—

সেপাই ১। দুঃখ্ করবেন না মা—ভগবান দয়া করবেন।

(চলে যায় W. W. রূপা হঠাৎ চিৎকার করে মুখ ঢাকে।)

রূপা। ওরা আর আসবে না।

মা॥ বিনু—বিনু আসবে না? (ক্রমশ: বুঝতে পারেন মা) রূপা বিনু যে

না খেয়ে চলে গেল রে। ও যে বাড়া ভাত ফেলে রেখে চলে গেল।

রূপা ॥ (সামলে নিয়েছে) মা আমি ত রয়েছি তোমার কাছে।

মা ॥ মায়ের উপর অভিমান। মাকে এত বড় শাস্তি দিয়ে গেল, রূপা খেতে বলেছিল আমি ওকে খেতে দিইনি রে। কথাটি না বলে চলে গেল (কাঁদতে কাঁদতে বসে পড়েন মা, সঙ্গে রূপা) তোকে ভালবাসতো রে রূপা। আমি তোকে নিয়েও অপমান করেছি ওকে। প্রতিশোধ নিয়েছে। এমন করে মাকে শাস্তি দিতে হয়? তুই বল রূপা?

(রূপা মাকে জড়িয়ে ধরে, কান্না কিন্তু বাধা মানে না।)

বৃদ্ধ ॥ আমাদের মোস্তাক তাহলে এলো না?

রুকমি ॥ না চাচা, লুট করো কাগজ দুটো জীবনের দাম। জ্যান্ত মানুষগুলোকে জলে ডুবিয়ে মেরেছে। ওদের টাকায় থুথু দিই আমি।

(টুকরো টুকরো করে কাগজ দুটো ছিঁড়ে রুকমি।)

মা ॥ না খেয়ে চলে গেল আমার বিশু—

পর্দা

॥ ষষ্ঠ দৃশ্য ॥

(গভীর অন্ধকারে ঢাকা খাদ-অভ্যন্তর। তিন চারটি সুড়ঙ্গ এসে মিশেছে এইখানে। ছ'টি ক্যাপল্যাম্প এবং একটি টর্চ নাচতে নাচতে এগিয়ে আসছে সুড়ঙ্গের অন্ধকার থেকে। প্রাণপনে রাস্তা খুঁজছে সাতটি প্রাণী। প্রথমে এসে পৌঁছায় মোস্তাক, হাতে গাঁইতি—পেছনে অন্যরা।)

হরি ॥ জান বাঁচাও—জান বাঁচা—ও।

মোস্তাক ॥ না, এদিকেও বন্ধ।

সনা ॥ ৩৬ ডিপে এসেছি মনে হচ্ছে। shaft থেকে ক্রমশঃ দূরে এসে পড়ছি।

আরিফ ॥ চলো, আগে বাড়ো।

বিশু ॥ কি করতে চাও?

আরিফ ॥ যেভাবে এদ্দূর এলাম—পাথর কেটে এগোবো।

হরি ॥ কী লাভ? ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছি।

আরিফ ॥ বসে থাকা চলবে না—খামকা বসে থাকবো কেন?

(অবসন্ন মহাবীর বসে পড়ে)

রম ॥ কী হোলো?

মহা ॥ আমি আর পারছি না, যা ইচ্ছে করো—আমি আর নড়তে পারব না, বুকে যেন পাথর চাপানো।

হরি ॥ হঠাৎ এত গরম কেন? পাখাগুলো বন্ধ করে দিয়েছে নাকি?

সনা ॥ মুখ সীল করে দিয়েছে বোধ হয়।

(হরি অস্ফুট আর্তনাদ করে কাছে আসে।)

হরি ॥ তার মানে ?

আরিফ ॥ আমি আর মোস্তাক আগে কাটবো। পালা করে—বসে থাকলে যে পাগল হয়ে যাব সবাই। আয় মোস্তাক, গাঁইতি নে।

মোস্তাক ॥ চলুন—

(সুড়ঙ্গের মধ্যে যায়।—একটু পরেই খটাংখট গাঁইতির শব্দ।)

হরি ॥ মুখ সীল করে দিয়েছে মানে ?

সনা ॥ তার উপর আগুন জ্বলছে। উপরে—নীচে—পাশে—গরম হবেই তো। দাঁড়িয়ে থেকো না, বসে পড়ো, পরিশ্রম কম করো। এখানে বাতাস খুব বেশি নেই। মানে Oxygen কম ব্যবহার করো।

(সবাই বসে।)

রম ॥ আলো কেমন হলদে হয়ে এসেছে, দেখছ ? ব্যাটারির আর বেশিক্ষণ নেই।

হরি ॥ (অদ্ভুতস্বরে) তারপর নেমে আসবে অন্ধকার।

সনা ॥ সব বাতি নিভিয়ে দাও, শুধু আমারটা জ্বলুক প্রথমে—

(সনাতন ছাড়া সবাই বাতি নিভিয়ে দেয়।)

হরি ॥ না, না, আলো জ্বলুক! এ অন্ধকার সহ্য হয় না!

সনা ॥ চোপ্।

(মহাবীর ডুকরে কেঁদে উঠে। কেউ কোনো কথা বলে না। মহাবীর কাঁদতে থাকে।)

রম ॥ কী হয়েছে ?—

মহা ॥ আমার তিন তিনটে বাচ্চা মেয়ে—আর আমাকে কোম্পানি—।

(ফিরে আসে আরিফ এবং মোস্তাক। দুজনেই হাঁপাচ্ছে, তবে মোস্তাকের অবস্থা সঙীন। সে বসে পড়ে।)

আরিফ ॥ পাথর ধ্বসে এসেছে গাঁইতিতে হবে না। ওদিকটা দেখি।

সনা। ওদিকটা খাকই থেকে আরো দূরে।

আরিফ। তবু কাটতে হবে, বসে বসে মিনিট গুণবো নাকি? এবার কে যাবে?

রম। আমি যাব।

আরিফ। তোর সঙ্গে কাজ করি না।

বিহু। তুমি এবার বোসো, নইলে অজ্ঞান হয়ে যাবে। আমি যাব।

আরিফ। তুমি নয় তোমার হাতে চোট লেগেছে! সনাতনদার তো অসুখ—মহাবীর যাবে এবার।

মহা। আমি পারব না—পারব না—কিছুতেই পারব না!

আরিফ। চোপ্ শালা। কোম্পানির দালাল, তুমিই ঢুকিয়েছো আমাদের এর মধ্যে—তুমি পারবে না মানে? উঠ্, (লাথি মারে) উঠ্ শালা!

মহা। (কাঁদতে থাকে চেঁচিয়ে) মেরে ফেললে—

সনা। আঃ, ছাড়োনা ওকে।

আরিফ। কক্ষণো নয়, উঠতেই হবে ওকে। উঠ্!

(লাথি মেরে হেঁচকা টানে দাঁড় করিয়ে দেয় মহাবীরকে। ছুটে পালাতে চেষ্টা করে মহাবীর—লাফিয়ে গিয়ে গলায় চেপে ধরে আরিফ—ঘুঁষি মারে।)

মহা। কেন তোমরা আমায় এমন করছ?

আরিফ। ধরো গাঁইতি। তোমায় পিটিয়ে মারা উচিত।

বিহু। দাঁড়াও, গাঁইতির কাজ নয়। দেখি, চলো, ওদিকটা দেখিগে।

(বিহু ও আরিফ সুড়ঙ্গে যায়।)

সনা। (চিৎকার) বারুদ ফাটবার বিপদ আছে। বিহু—

মোস্তাক। কেন? একটা ছোট্টো ফুটো করলেই হয়ে গেল।

(বিহু ও আরিফ ফিরে আসে।)

বিহু। পাথর সেই ওখানে, উড়িয়ে দিই কার্তুজ দিয়ে।

সনা। ছাদ—পাটিটা থাকলে ঠুকে দেখা যেত।

আরিফ ॥ লাঠি ছিল জয়ন্তদের কাছে—সে হো প্রথম চোটেই গয়া।

মনা ॥ দেখছ, ফেটে রয়েছে।

হরি ॥ হাঁ, আওয়াজ হলেই মাথায় এসে পড়বে, চ্যাপ্টা হয়ে যাবো।

আরিফ ॥ থাম, ভীতু কোথাকার। এমনিও মরব, অমনিও মরব—বেঁচে গেলে ঐ ফুটো দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারব। ওপাশে আগুনও থাকতে পারে—

বিশু ॥ তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। ছেড়ে দেব? এসো আরিফ গাঁইতি নিয়ে—ছুটো গর্ত—

(আরিফ—বিশু চলে যায়)

মনা ॥ গুঁড়িয়ে দেবে আমাদের। উপরে ১২০০ ফুট—কয়লা—মাটি—পাথর—গাছপালা—বাড়িঘর—গুড়ো করে দেবে!

রম ॥ ব্যাণ্ডোটা যে কোথায় ফেললাম—

মনা ॥ কেন?

রম ॥ একটু বাজাতাম।

বিশু ॥ (আবার ফিরে আসে), তার কোথায় হরি?

হরি ॥ তার তো আমায় দাওনি।

বিশু ॥ তার মানে? ৪২-এ ঢোকার সময় তারের গোছটা তোকে দিলাম না?

হরি ॥ না—কই—না—

বিশু ॥ শালা মিথ্যেবাদী!

মনা ॥ কি হচ্ছে?

বিশু ॥ স্বীকার করে না কেন?

হরি ॥ আমি নিইনি, আমাকে দাওনি—সত্যি বলছি, আমাকে দাও নি—

বিশু ॥ লেজ গুটিয়ে পালাবার সময় কোথায় ফেলেছে হিসেব আছে?

(বিশু নিজের শার্ট ছেঁড়ে, সলতে পাকাতে থাকে।)

রম ॥ সলতে দিয়ে আগুন দেবে?

বিশু। আর উপায় রেখেছে ঐ হারামজাদা।

সনা। বিপদ আছে।

বিশু। উপায় নেই।

(পাকানো সনতকে নিয়ে বেরিয়ে যায়)

রম। বিশুর কিছু হলে তুই হবি দায়ি।

হার। কোথায় যে ফেললাম তার—

মোস্তাক। যাক, স্বীকার করেছে।

মহা। টিকবে না—ও ছাদ টিকবে না—

মোস্তাক। আর ছুটোতে, মাত্র কাটিস ফাটাবে—

(আরিফ ফিরে আসে)

আরিফ। আর একটা জামা লাগবে, বারুদ ঠাসার মাটি নেই।

(রমজান বেরিয়ে যায়)

আরিফ। আচ্ছা, সনাতনদা, ওপাশে যদি আগুন না থাকে তাহলে বেরিয়ে যেতে পারব ?

সনা। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। ওটা হোলো ৩৫ ডিপ। সেখান থেকে শাফ্‌ট বড় জোর হাত কুড়ি।

(মহাবীরের চীৎকার)

আরিফ। চোপ্‌!

হরি। সনাতন দা, আমাদের কেউ বাঁচাতে আসছে না কেন ?

সনা। এসে চলে গেছে। ঘণ্টার মধ্যে রেসকিউ টিম ফিরে চলে যায়।

হার। তা কতক্ষণ হয়েছে আর ?

রম। দিন চার পাঁচ কেটে গেছে।

হরি। দূর, ঘণ্টাখানেক বড় জোর।

রম। পাগলা—তুই পাগল হয়ে গেছিস। কত দিন, কত রাত কেটে গেল—ছুটোছুটি করে—আর, ঘণ্টাখানেক।

সনা ॥ ঠিক চারটি ঘণ্টা হয়েছে। আলোর জোর দেখেই বোঝা যায়।

হরি ॥ তাহলে আমাদের বাঁচাতে আর আসবে না, না?

রয় ॥ নিজেরাই নিজেদের বাচাবো, ভাবছো কেন?

হরি ॥ মাত্র চার ঘণ্টা! মনে হচ্ছে, কতকাল যেন।

(বিস্তু ফেরে)

বিস্তু ॥ আমার দেশলাইটা ভিজে একাকার। দেখি একটা—

(দেশলাই নিয়ে বিস্তু চলে যায়)

হরি ॥ উপরে লক্ষ্মী বসে আছে খাবার নিয়ে, না সনাতন দা?

সনা ॥ হ্যাঁ।

হরি ॥ যদি একবার ৩৫ ডিপ দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারি—

সনা ॥ তবে?

হরি ॥ বৌকে রুলি গড়িয়ে দেবো। আমার আর ভয় করছে না, সনাতনদা।

(বিস্তু ফিরে আসে।)

বিস্তু ॥ হ্যাঁ, তখনোই আছে। (ঘুরে ঘুরে দেয়াল পরীক্ষা করে করে) তোমরা এই দেয়ালটার কাছ ঘেষে শোও, এটা একটু শক্ত আছে।

মহা ॥ আমি—আমাকে শুতে দাও।

(সবাই শুয়ে পড়ে।)

বিস্তু ॥ হুশিয়ার!

রয় ॥ খোদা হাফিজ!

(মোস্তাক উঠে।)

সনা ॥ উঠছ কেন?

মোস্তাক ॥ ইঁদুরের মত মরব না। চোখ চেয়ে দেখতে চাই সব।

বিস্তু ॥ খবরদার! খবরদার!

(বিস্তু আগুন দিয়ে ছুটে আসে। সবাই শুয়ে থাকে। প্রচণ্ড শব্দে চারধার কেঁপে উঠে।)

রম ॥ ধস নামছে।

মহা ॥ জান বাঁচাও, জান বাঁচাও।

হরি ॥ বেরিয়ে চলো—এখান থেকে বেরিয়ে চলো।

মনা ॥ কিছু না। শুয়ে থাকো সব।

রম ॥ আল্লা—বাপজান। (পালানোর চেষ্টা করে)

আরিফ ॥ কিছু না, তাইরে—শুয়ে থাকো চুপ চাপ।

রম ॥ এক্ষুণি আসছি, ছেড়ে দাও, বাপজান, বাপজান, আমায় এরা মারছে বাপজান।

হরি ॥ ভয় কী জিনিষ! হাত-পা পেটে সেঁদিয়ে—

মনা ॥ ভাখো, ফুটো হোলো কিনা—।

মহা ॥ হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি দেখবো। চলো, গাঁইতি নাও।

(বিষ্ণু—আরিফ—মহাবীর চলে যায়।)

রম ॥ ওই আরিফ—ওর ভেতরটা ভারি ভাল।

মনা ॥ এদ্দিনে বুঝলে?

রম ॥ হ্যাঁ, ওকে ভাবলাম—খুনী, গুণ্ডা—।

মনা ॥ খাদের মধ্যেই সত্যিকারের মানুষটাকে চেনা যায়।

মোস্তাক ॥ হ্যাঁ, আমি যে আমি—সব মিয়াকে ঠকিয়ে ঘোল খাইয়ে পাগল বানিয়ে এলাম, খাদের মধ্যে এসে সব জারিজুরি ফাঁক হয়ে গেল!

হরি ॥ ওরা পথ করছে—একবার—একছুটে—উপরে—একটু হাওয়া—।

(মহাবীর হঠাৎ হাসতে থাকে।)

মহা ॥ আমার মেয়ের বুঝলে—আমার বড় মেয়ের ছিল—ছিল একটা ইঁদুর কল—ইঁদুর ধরত, আর খুচিয়ে মারত—বেচারা ইঁদুরের কত যে লাগত, ও কী করে বুঝবে?

আরিফ ॥ থাম।

মহ। উপরে পাথর—চারদিকে আগুন। ১৫ বছর চাকরি করছি এখানে, কোনোদিন খাদে নামিনি—পাছে আটকে পড়ি—আর আজ— !

আরিফ। চোপরাও। শালা কাফের।

মহা। গল্প পড়েছি—উপরে নিচে কাঁটা—কাঁটা দিয়ে পুতে ফেলা—দুয়োরাণী—বেচারির জন্যে ঐ একটি শাস্তি তোলা থাকে তখন খুব মজা লাগত—

আরিফ। খামোশ!

মহা। আরো ভাবে—আমাদের হাড় এখানে আস্তে আস্তে কয়লার সঙ্গে মিশে গেছে। সে কয়লা তুলে ইঞ্জিনে পুরেছে। সেই ইঞ্জিন ছুটেছে রেল-লাইন ধরে—শিস্ দিয়ে চলে যাচ্ছে আমার গাঁয়ের পাশ দিয়ে—কৌশল্যার মা রান্না করতে করতে চোখ তুলে দেখছে—বুঝতে পারছে না।

আরিফ। (উন্মত্ত চীৎকার) খামোশ! আর একটি কথা বললে এই গাঁইতি দিয়ে মাথাটা দেবো ফাঁক করে! (কেঁদে ফেলে মহাবীর)

বিশু। অথবা এখানে কয়লার গায়ে লেপ্‌টে থাকবে আমাদের পুরো চেহারাটা ফসিল হবে। বহু শতাব্দী পরে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা মাটি খুঁড়ে দেখবে সে ছাঁচ—কুড়িয়ে পাবে আমাদের হাড়—বলবে গবেষণা করে—পুরাকালে একদল অত্যন্ত বুদ্ধি-সম্পন্ন মর্কট অথবা অর্ধমানব ভূগর্ভে বাস করত। আলো, বাতাস প্রভৃতি তারা সহ্য করতে পারত না বলে মাটির সহস্র ফুট তলায় সুড়ঙ্গ খুঁড়ে থাকত—।

হরি। সত্যিই তো তাই—অর্ধমানব—।

আরিফ। এখানে সব শালা পাগল হয়ে গেছে—সবাই পাগল—সবাইকে খুন করা উচিত।

সনা। চুপ্। কেউ আর একটা কথা বলবে না। মরতে হয় মরব। তা বলে পাগল হয়ে ভুল বকতে বকতে মরব কেন?

বিষ্ণু ॥ আশ্চর্য, সনাতন, তোমার যা অসুখ, ভেবেছিলাম তুমিই সবচেয়ে আগে পাগল হয়ে যাবে।

সনা ॥ ওই যে বলছিলাম, আমি আগেই একবার মরেছি। মরাটা আগেই একবার হয়েছে—তাই মরতে কেমন লাগে আমার আগে থেকেই জানা আছে, ভয়টা তাই পাই না।

রম ॥ কিন্তু এভাবে মরব কেন? একবার আকাশ দেখবনা—মার মুখ দেখব না—

সনা ॥ না, এভাবে মরব না—আসবেই—আমাদের বাঁচাতে আসবেই—বড়ধেমোয় ১৯ দিন বেচে ছিল লোক খাদের মধ্যে—আমরাও বাচবো।

বিষ্ণু ॥ যদি জল ছেড়ে দেয়?

সনা ॥ ছাড়বে না।

মোস্তাক ॥ আগুন জ্বললে, যদি আর একটা বিস্ফোরণ হয়?

সনা ॥ হবেনা।

(নীরবতা।)

আত্তিক ॥ কিছু না করে বসে থাকব কী করে?

মোস্তাক ॥ তাস খেলবে?

আত্তিক ॥ এনেছিস নাকি?

মোস্তাক ॥ নিশ্চয়ই, তাস ছাড়া এক পা চ'ল না আমি। হঠাৎ যদি এক বাজি খেলার মৌকা পেয়ে যাই।

আত্তিক ॥ খেল্ হবে।

(দুজনে তাস খেলায় মেতে উঠে।)

রম ॥ বিষ্ণুদা, যদি উপরে যেতে পারি, তুমি কী করবে?

(নীরবতা)

বিষ্ণু ॥ আমার সব প্ল্যান পাকা হয়ে আছে, বাড়ি করব পাহাড়ের কাছে, মাকে নিয়ে থাকব। মা বড় দুখী, বুঝলে, সারা জীবন খেটে খেটে মরেছে;

আমাদের ভাইবোনকে মানুষ করেছে। এখন চায় একটু সুখ, একটু নির্ভাবনার জীবন। তাই আমরা চলে যাব আসানসোলের কাছে, জমি দেখে রেখেছি, বাড়ি করব।

রম ॥ আর তুমি, সনাতনদা ?

সনা ॥ উপরে গেলে ? ভাববার কথা। উপরে গিয়ে— এতো মুস্কিল হোলো। আবার ইলেক্‌ট্রিক বাতি খুঁজে বেড়াবো।

(দপ্‌ দপ্‌ করে আরিফের বাতি নিভে যায়।)

সবাই বাতি জ্বালো।—আর তুমি কী করবে, বলো তো রমজান।

রম ॥ আমি ? (চাপা কণ্ঠে) রুক্‌মিকে বলব, আরিফকে বিয়ে করো।

সনা ॥ সে কি ?

রম ॥ হ্যাঁ। আরিফ মরদ, ভয় ডর নেই, রুকমি সুখে থাকবে। আমি—মানে আমার তো কিছু মনেই থাকে না, খেতে ভুলে যাই মাঝে মাঝে। আর, হ্যা, বাপজানের পায়ে ধরে বলব, ক্ষমা করো, একবার মার সঙ্গে দেখা করতে দাও।

সনা ॥ পায়ে ধরবে ?

রম ॥ হ্যা, আমার বাবা তো শুধু বাবা নয়, সে আমার ওস্তাদ। আমাকে ব্যাঞ্জো শিখিয়েছে। কী সুন্দর বাজায় আমার বাপ্‌জান !

আরিফ ॥ বাঃ, শালা, তোর সঙ্গে জেতে কার বাপের সাধ্যি।

মোস্তাক ॥ ছ' আনা পয়সা ?

আরিফ ॥ পয়সা তো নেই।

মোস্তাক ॥ সে বললে চলবে না। বাজি খেলছ, পয়সা নেই ?

আরিফ ॥ একটা পয়সাও নেই।

মোস্তাক ॥ আচ্ছা, বেশ, একটা কাগজে লিখে দাও—পরে দেবে।

আরিফ ॥ পরে ?

মোস্তাক ॥ হ্যা।

(অদ্ভুত ভাবে আত্তিক হাসে।)

মোস্তাক ।। এসব ব্যাপারে কোন ফাঁক রাখা উচিত নয়। (কাগজ ও পেন্সিল বার করে দেয়—আত্তিক হাসতে হাসতে তাতে উর্দুতে কি সব লিখে দেয়। সযত্নে কাগজখানা ভাঁজ করে রাখে মোস্তাক।)

আর কেউ খেলবে? (সবাই নিরুত্তর) খেলবে না? বেশ!

(বসে মোস্তাক।)

মনা ।। আবার নতুন করে তোমাকে চিনলাম।

মোস্তাক ।। না, এতো জানা কথা। ব্যবসা ব্যবসাই। আমার কোন বাজে দুশ্চিন্তা টুশ্চিন্তা হয় না। এখান থেকে বেঁচে বেরুলে আরো কিছু মোষ কিনব। কষে গোয়ালা সেজে বসব।

(নীরবতা।)

রম ।। সন্ধ্যে বেলা বাপজান বাড়ি এসে ব্যাঞ্জো বাজায়। পুরিয়া। কী মিঠে হাত

আত্তিক ।। হ্যাঁ, সে মিঠে হাতের ছোঁয়া কতবার যে পিঠে লেগেছে তার ঠিক নেই।

মিন্টু ।। ঐ যেমন আর একজন পড়ে আছে ওখানে—সুবাদার সাহেব, হাতে রুল। কী দাপট ছিল তার! এখন তাকিয়ে দেখ—জবু থবু মাংসপিণ্ড একটা, মানুষ নামের অযোগ্য।

(ধীরে ধীরে মাথা তোলেন মহাবীর।)

মনা ।। খাদে নামলে চেনা যায় আসল মানুষটিকে।

রম ।। কিগো, সুবাদার সাহেব?

মহা ।। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বোধ হয়। নাকি মূর্ছা···(উঠে দাঁড়িয়ে হেঁটে একটু যান) এই দেয়াল...ভাঙেনা, নড়েনা···এসব কেটে বেরুবো? (ঘরে দাঁড়ান) ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—স্পষ্ট দেখলাম কৌশল্যার মুখ। কৌশল্যা আমার বড় মেয়ে। এই দেখ, ছবি। এই দেখ, ছবি। আমার বুকের কাছটায় থাকে কৌশল্যার ছবি।

(মানিব্যাগ থেকে বার হয় ছবি ও কাগজ একটা। ঘুরে ঘুরে সবাইকে দেখায় ছবি।)

বিয়ে হবে ওর—যে টাকাটা পাবে ; কৌশল্যার মা, ওর বিয়েটা হয়ে যাবে নির্বিঘ্নে।

সনা॥ বাঃ, সুন্দর মেয়েতো !

মহা॥ হ্যাঁ, গাঁয়ের নামজাদা সুন্দরী। বড় দুষ্টু।

(ছবির দিকে তাকিয়ে থাকে একদৃষ্টে।)

বিষ্টু॥ হাতের কাগজটা কী ?

মহা॥ এটা ? এটা যেন—(কাগজটা খোলেন, পড়তে পড়তে হঠাৎ বিকট চেঁচিয়ে ওঠেন।) ভগবান।

সনা॥ কি হোলো ?

মহা॥ কাগজ। সেই কাগজ। আমার জীবনের দাম। এটা যে সঙ্গে নিয়ে এসেছি ! যদি মার। এটা কি করে পৌঁছুবে উপরে ? কেন দিয়ে এলাম না গফুরকে ? কি করি ? আমি কি করি ?

আরিফ॥ কোম্পানীর উপর এত আস্থা, কাগজ নিয়ে এসেছ সঙ্গে ?

মহা॥ (উদ্‌ভ্রান্ত) আমায় বলল যে, আমায় যে সাহেব কথা দিল।

(আরিফ হাসতে শুরু করে।)

মহা॥ কৌশল্যার বিয়ে দেবো কী করে ?

(সবাই হাসতে শুরু করে—হাসির চোটে কালো দেয়াল কেটে যাবার উপক্রম হয়—ব্যথিত মুখে বসে পড়ে মহাবীর, তারপর কাগজটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। হাসিতে ধীরে ভাটা পড়ে।)

আরিফ॥ আমারটা দিয়ে এসেছি রুক্‌মিকে—।

রম॥ আমারটাও।

(থেমে যায় আরিফ, অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায় রমজানের দিকে।)

আরিফ॥ তোকে যে কেন এতদিন খুন করিনি ভেবে পাই না।

বিষ্টু॥ চুপ।

(সবাই থামে—শোনা যায় কাদের কথা—দূরে—সুড়ঙ্গের মধ্যে।)

শুনছ ?

সনা। কি ?

বিনু। কারা কথা কইছে।

(আবার স্পষ্ট শোনা যায় কথা—৭২ ডিপ কই হ্যায় ? লাফিয়ে উঠে বিনু।)

ঐ তো ! এসে গেছে ! রেসকিউ টিম—রেসকিউ আসছে—(ছুটে যায় দেওয়ালের দিকে—হাত রাখে কর্কশ কয়লার উপরে—সবাই ভীত চোখে তাকিয়ে থাকে বিনুর দিকে। আবার শোনা যায় কথা—।)

ঐতো ! তোমরা শুনতে পাচ্ছ না ?—জান বাচাও ! জান বাচাও !

(মিলিয়ে যায় কথা—বিনুর উপলব্ধি হয় নিরেট দেয়ালে হাত রেখে সে দাঁড়িয়ে। আর সকলের দৃষ্টি ওর উপরে নিবদ্ধ। এগিয়ে আসে সনাতন।)

বিনু। আমি—আমি শুনেছিলাম—

(সনাতন এসে জড়িয়ে ধরে বিনুকে।)

সনা। এসো, বোসো—

বিনু। আমার কি মাথা খারাপ হয়ে আসছে ?

সনা। কিছু না—কিছু না—

(কাঁদতে থাকে বিনু সনাতনের কোলে মাথা রেখে।)

মোক্তার। এই খাদের মধ্যে সবই সম্ভব। দানোয় পায় মানুষকে, আমি জানি।

রাম। (ভীত চাপা কণ্ঠে) আগে যারা মারা গেছে তারা ?

আরিফ। বাজে কথা।

(বিনু উঠে বসে। নীরবতা)

বিনু। সুবহৎ বলেছিল—কোম্পানী বুজিয়ে ছাড়বে। ফলে গেছে।

সনা। দাঁড়াও ! ওটা কি ?

(সবাই কান পাতে—টপটপ করে জলের ফোঁটার আওয়াজ আসতে থাকে—সুড়ঙ্গের মধ্যে প্রতিটি শব্দ প্রতিধ্বনিসহ ভয়াবহ রূপ ধারণ করে ।)

মোস্তাক ॥ জল ।

আরিফ ॥ চারদিক ফেটে গিয়ে জল উঠছে ।

সনা ॥ হু ।

(ফোঁটা ফোঁটা জলের শব্দ চলতে থাকে—হঠাৎ সনাতন বলে উঠে—।) মোস্তাক, সবাইকে কাগজ দাও ভাই । একটা করে চিঠি লিখে । ফেল ।

(মোস্তাক কাগজ বিলি করতে শুরু করে ।)

রাফিক ॥ তার মানে ? সময় হয়ে এসেছে নাকি ?

সনা ॥ হ্যাঁ ।

(চীৎকার করে কেঁদে উঠে রমজান—সনাতনের পায়ের কাছে পড়ে যায় ।)

রম ॥ আমি মরতে চাইনা, সনাতনদা, আমাকে বাঁচাতে পারো না ? একটু বাচাতে পারো না ?

আরিফ ॥ রমজান ! রুকমি যদি এ হাল দেখে তোর, কেমন-ধারা হবে ?

(রমজান থেমে যায়, অবাক হয়ে তাকায় আরিফের হাসিমাখা মুখের দিকে ।)

আয়রে ! চল গিয়ে গাঁইতি চালাতে থাকি ।
এখানে দাঁড়িয়ে মরব না কিছুতেই—চল্—ওঠ ।

(ধীরে উঠে দাঁড়ায় রমজান ।)

রম ॥ পথ কাটবে ?

আরিফ ॥ হ্যাঁ, তুই আর আমি ।

(আরিফকে জড়িয়ে ধরে রমজান । তারপর দুজন রওনা হয় সুড়ঙ্গের দিকে ।)

রয় ॥ রুকৃমি তোমাকে ভালবাসে, জানো ?

আরিফ ॥ ধেৎ, তোকে ভালবাসে।

রয় ॥ না, না, আমাকে বলেছে।

(অট্টহা'স হেসে উঠে আরিফ।)

আরিফ ॥ সত্যি ?

রয় ॥ হ্যাঁ।

(দুজনে চলে যায় সুড়ঙ্গের মধ্যে।)

মোস্তাক ॥ পেন্সিল মাত্র একটা।

সনা ॥ তাই দিয়েই, একজন একজন করে—সুবাদার সাহেব, আপনি প্রথমে।

(মোস্তাক তাঁর হাতে কাগজ পেনসিল দেয়— ।)

মহা ॥ কি ? কি এটা ?

সনা ॥ উপরের লোককে জানাবে না কি করে আমরা ফুরিয়ে গেলাম ?

মহা ॥ না, ফুরোইনি, ফুরোবো কেন ? সাহেব আমাকে পাঠিয়েছে—সাহেব আমাকে টেনে তুলবেই—সাহেব ! শুনতে পাচ্ছেন ? ম্যানেজার সাহেব !

মোস্তাক ॥ অবিচলিত ভক্তি সাহেবের উপর এখনো।

(মহাবীর ছুটোছুটি করে নানা জায়গা থেকে ডাকতে থাকেন সাহেবকে।)

সনা ॥ জানাতে হবে, একটা চিহ্ন রেখে যেতে হবে। মোস্তাক, তুমি লেখ আগে তাড়াতাড়ি, সময় বেশি নেই।

(মোস্তাক লিখতে শুরু করে—ভেসে আসে ওরই কণ্ঠে ওর চিঠির ভাষা।)

মোস্তাকের কণ্ঠ ॥ আব্বাজান, আমার সেলাম জানিবা। ঘোষ আরো জিরখানা খরিদ করিয়া যথাবিহিত দুধ সকল সাহেবকে ফজির কালেই দিয়া আসিবা এবং বড় সাহেবকে বিকালেও আধ সের দিবা। চিঠি

লিখিতে বিলম্ব হইবে, গুণাহ মানিওনা।

ইতি—মোস্তাক।

(জলের শব্দ বেড়ে এবার একটানা ঝির ঝির শোনা যাচ্ছে।)

সনা ॥ এবার বিশু।

(চীৎকার করে গান ধরেছে আরিফ ও রমজান বহুদূর থেকে।)

বিশুর কণ্ঠস্বর ॥ শ্রীচরণেষু, মা, কি লিখি। কি করে তোমাকে বোঝাই—এবার আর জমি কেনা হোলো না; সন্ধ্যাবেলায় তোমার তুলসীতলায় প্রদীপ দেয়াও হয়ে উঠলো না। তোমার বুক ভেঙে যাবে জানি মাগো, তবু আমায় ক্ষমা কোরো, এর বেশি এবার করতে পারলাম না। তোমার মুখখানা একবার যদি দেখতে পেতাম! সুমিকে ভালবাসা দিও।

ইতি—প্রণত বিশু।

(জলের তোড় এবার প্রায় গর্জনে পরিণত হয়েছে। পেনসিল কেড়ে নেয় সনাতন—মহাবীর চীৎকার করে উঠে—।)

মহা ॥ আমাকে ঠকিয়েছে—সাহেবও আমাকে ঠকিয়েছে—আমার সব কেড়ে নিয়েছে সাহেবরা—আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না কেন? আমার চোখ গেছে—আমি অন্ধ—আমি দেখতে পাচ্ছি না—

(বলতে বলতে ছুটে চলে যায় সুড়ঙ্গ পথে, কেউ নড়ে না, সনাতন লিখতে শুরু করে—।)

সনাতনের কণ্ঠ ॥ পৃথিবীর মানুষ, তোমরা আমাদের ভুলো না। মানুষের ঐশ্বর্য আহরণ করতে আমরা নেমে যাই ধরিত্রীর অতল গর্ভে। সেখানে আমাদের জীবন রক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই—

(জলের ভীম গর্জনে প্রায় চাপা পড়ে যায় কণ্ঠ, তবু দ্রুত লিখে যায় সনাতন—)

ঐশ্বর্যলিপ্সাই মানুষকে করে শয়তান আর সেই শয়তানরা হাসিমুখে

আমাদের জলে ডুবিয়ে মারে: আমরা মরে যাই, ক্ষতি নেই, তোমরা দেখো এর পরে যেন আর একজন মানুষও এভাবে ইঁদুরের মতন না মরে। ইতি—সনাতন মণ্ডল।

[চিঠিগুলি দ্রুত একসঙ্গে করে বারুদের বাক্সে পোরে, রেখে দেয় সেটা সযত্নে একটা ফাটলের মধ্যে। জলের গর্জন এবার যেন এই সুড়ঙ্গেরই অভ্যন্তরে অনুরণিত হয়ে ওঠে।]

মোস্তাক ॥ আল্লা! গান ধরো।

সনা ॥ এ আল্লা, দয়া নি করিবা আল্লারে।

[তিনজনে গাইতে থাকে। স্ব স্ব স্থানে দাঁড়িয়ে— জল ওদের হাঁটু ছাড়িয়ে উঠছে এখন—বিনু প্রাণপণে একটা পাথরের আলসেয় ওঠে। কিন্তু সর্বগ্রাসী বন্যা আবার তার হাঁটু অবধি আক্রমণ করে—চীৎকার করে ওঠে বিনু]

বিনু ॥ মা! আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম, মা!

[বেদনাভরা কতকগুলি কণ্ঠ ভেসে আসে সুদূর থেকে—]

কণ্ঠ ॥ শুশুনিয়া পাহাড়ের কাছে ছোট্ট একটু বাগান আর একখানা বাড়ি—

বিনু ॥ আমি বাঁচতে চেয়েছিলাম—

কণ্ঠ ॥ —মাটির দেয়াল আর খড়ের চাল, বুঝলি, পাকা নয়, তুলসী গাছ থাকবে, তুমি প্রদীপ দেবে, তুমি শাঁখ বাজাবে।

বিনু ॥ আর কিছু চাইনি আমি—শুধু বাঁচতে চেয়েছিলাম—

কণ্ঠ ॥ ফিরিয়ে দেবে, দিবি? সত্যি বলছিস?

বিনু ॥ মা!

(জলের ঢেউ তাকে গ্রাস করে।)

শেষ